কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম)

মোটর ড্রাইভিং

লেভেল - ০৩

মডিউল: দুর্ঘটনাজনিত জরুরী পদ্ধতি সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করুন

(Module: Coordinate and Implement Accident Emergency Procedure)

কোড: CBLM-OU-LE-DRV-04-L3-BN-V1

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ।
১১-১২ তলা, বিনিয়োগ ভবন
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ইমেইল: ec@nsda.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.nsda.gov.bd
ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল: http:\\skillsportal.gov.bd

এই কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালটির (সিবিএলএম) স্বত্ব জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর নিকট সংরক্ষিত। এনএসডিএ-এর যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত অন্য কেউ বা অন্য কোন পক্ষ এ সিবিএলএমটির কোন রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে না।

“দুর্ঘটনাজনিত জরুরী পদ্ধতি সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করা” সিবিএলএমটি এনএসডিএ কর্তৃক অনুমোদিত মোটর ড্রাইভিং লেভেল-৩ অকুপেশনের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মোটর ড্রাইভিং লেভেল-৩ স্ট্যান্ডার্ডটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি প্রশিক্ষার্থী, প্রশিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ডকুমেন্ট।

এ ডকুমেন্টটি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক/পেশাজীবীর দ্বরা এনএসডিএ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

এনএসডিএ স্বীকৃত দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি-এনজিও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোটর ড্রাইভিং লেভেল-৩ কোর্সের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য এ সিবিএলএমটি ব্যবহার করতে পারবে।

---------- তারিখে অনুষ্ঠিত ----------কর্তৃপক্ষ সভায় অনুমোদিত।

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা

এই মডিউলে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো প্রশিক্ষণার্থীকে সম্পন্ন করতে হবে। ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি এর অন্যতম ইউনিট হচ্ছে দূর্ঘটনাজনিত জরুরী পদ্ধতি সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন কর। এই মডিউল সফলভাবে শেষ করলে আপনি ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হবেন, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করতে পারবেন, জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করতে পারবেন, ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করতে পারবেন, যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবেন। একজন দক্ষ কর্মীর জন্য যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন তা এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই মডিউলে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য আপনাকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এইসব কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে বা অন্যত্র সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ণিত শিখনফল তথা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশিষ্ট অনুশীলন ও সম্পন্ন করতে হবে।

শিখন কার্যক্রমের ধারা জানার জন্য "শিখন কার্যক্রম" অংশটি অনুসরণ করুন। ধারাবাহিকভাবে জানার জন্য সূচিপত্র, তথ্যপত্র, কার্যক্রম পত্র, শিখন কার্যক্রম, শিখনফল এবং উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পাঠের সাথে সঠিক সহায়ক উপাদান সম্পর্কে জানার জন্যে শিখন কার্যক্রম অংশটি দেখতে হবে। এই শিখন কার্যক্রম অংশ আপনার সক্ষমতা অর্জন অনুশীলনের রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে।

তথ্যপত্রটি পড়ুন। এতে কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার ধারণা পাওয়া যাবে। 'তথ্যপত্রটি' পড়া শেষ করে 'সেলফ চেক শীট' এ উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। শিখন গাইডের তথ্যপত্রটি অনুসরণ করে 'সেলফ চেক শিট' সমাপ্ত করুন। 'সেলফ চেক' শীটে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক হয়েছে কি না তা জানার জন্য 'উত্তর পত্র' দেখুন।

জব শীটে নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করুন। এখানেই আপনি নতুন সক্ষমতা অর্জনের পথে আপনার নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

এই মডিউল অনুযায়ী কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে ফ্যাসিলিটেটরকে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবেন না।

এই শিখন গাইডে নির্দেশিত সকল কাজ শেষ করার পর অর্জিত সক্ষমতা মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হবেন যে, আপনি পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য কতটুকু উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় সব সক্ষমতা অর্জন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য মডিউলের শেষে সক্ষমতা মান এর একটি চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি কেবলমাত্র আপনার নিজের জন্য।

সূচীপত্র

কপিরাইট ii

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা vi

মডিউল কন্টেন্ট ১

শিখনফল -১: ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারবে। ২

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১ : ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা। ৩

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) ১: ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা। ৫

সেলফ চেক (Self Check)-১: ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা। ১২

উত্তরপত্র (Answer Key)-১: ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা। ১৩

জব-শিট (Job Sheet)-১.১: রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা। ১৪

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১.১: রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা। ১৫

শিখনফল -২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করতে পারবে। ১৮

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা ১৯

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা ২০

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা ২৬

উত্তর পত্র (Answer Key)- ২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা ২৭

জব শিট (Job Sheet)- ২.১ : অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার ২৯

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ২.১ : অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার ৩০

শিখনফল -৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করতে পারবে। ৩৩

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা ৩৫

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা ৩৬

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা ৫৪

উত্তর পত্র (Answer Key)- ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা ৫৫

জব শিট (Job Sheet)- ৩.১ : গাড়ির ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা। ৫৭

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৩.১ : গাড়ির ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা। ৫৮

শিখনফল -৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করতে পারবে। ৬১

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা। ৬৩

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা। ৬৪

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা। ৭০

উত্তর পত্র (Answer Key)- ৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা। ৭১

জব শিট (Job Sheet)- ৪.১ : মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা করা। ৭২

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৪.১ : মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা করা। ৭৩

শিখনফল -৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে ৭৬

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া ৭৭

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া ৭৮

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া ৮৩

উত্তর পত্র (Answer Key)- ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া ৮৪

জব শিট (Job Sheet)- ৫.১ : মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা। ৮৫

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৫.১ : মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা। ৮৬

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency) ৮৯

মডিউল কন্টেন্ট

ইউ ও সি শিরোনাম: দুর্ঘটনাজনিত জরুরী পদ্ধতি সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করা

ইউ ও সি কোড: OU-LE-DRV-04-L3-V1

মডিউল শিরোনাম: দুর্ঘটনাজনিত জরুরী পদ্ধতি সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করণ

মডিউলের বর্ণনা: এই মডিউলটিতে মোটর ড্রাইভিং এর সাথে সম্পৃক্ত নিরাপত্তা বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ (কেএসএ) সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এতে ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করতে পারা, জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করতে পারা, ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করতে পারা, যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য দক্ষতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নমিনাল সময়: ৪৮ ঘন্টা।

শিখনফল: এই মডিউলটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষার্থীরা নিম্ন বর্ণিত কাজ গুলো করতে পারবেন।

১. ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারবে।
২. গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করতে পারবে।
৩. জরুরীঅবস্থায় রেসপন্স করতে পারবে।
৪. ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করতে পারবে।
৫. যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া: (Assessment Criteria)

১. অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছে।
২. পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস সামনে রাখতে সক্ষম হয়েছে যাতে যখনই অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ভুল কাজটি করতে দেখলে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে।
৩. দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুটটি বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে।
৪. দুর্ঘটনাক্রমে কোনও সরল রাস্তা থেকে সরতে হলে রাস্তায় নিরাপদে ফিরে আসার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।
৫. রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।
৬. কিছু অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখতে সক্ষম হয়েছে।
৭. একটি হুইল স্কিড চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গ্রিপ রিজার্ভ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে।
৮. অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (যদি যানটি থাকে তবে) "এ্যাভয়ডেন্স" ম্যানুভারে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।
৯. গাড়ির পানির মত পিছলে যাওয়ার মুহূর্তটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রিপ রিজার্ভ ফিরে পাওয়ার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।
১০. পরিস্থিতির প্রয়োজনে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল (গাড়িতে থাকলে) সুইচ অন করতে সক্ষম হয়েছে।
১১. ইমার্জেন্সি প্রসিডিউর অনুযায়ী ইমারজেন্সি ও সম্ভাব্য ইমারজেন্সি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।
১২. ইমারজেন্সি সিচুয়েশনের জটিলতার ভিত্তিতে এ্যাকশনের অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে।
১৩. রেগুলেটরি ও কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।
১৪. ইমারজেন্সি প্রসিডিউর এবং/ অথবা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী রেস্পন্সিবিলিটি পালন করতে সক্ষম হয়েছে।
১৫. আরও কোনও আঘাত বা ক্ষতি রোধ করতে অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।
১৬. আইনের রিকোয়্যারমেন্ট এবং বীমা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।
১৭. কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে।
১৮. মেডিকেল রীতি অনুযায়ী ফার্স্ট এইড দিতে সক্ষম হয়েছে।
১৯. যাত্রীর প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত এবং জরুরী পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে।
২০. গাড়িতে কোনও সমস্যা লক্ষ্য করলে, এটি নিরাপদে থামাতে পেরেছিল।
২১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত করার জন্য ভাঙ্গানের পরে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে।

শিখনফল -১: ঘটতে চলেছে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছে। ২. পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস সামনে রাখতে সক্ষম হয়েছে যাতে যখনই অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ভুল কাজটি করতে দেখলে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে। ৩. দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুটটি বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে। ৪. দুর্ঘটনাক্রমে কোনও সরল রাস্তা থেকে সরতে হলে রাস্তায় নিরাপদে ফিরে আসার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে। ৫. রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. সিবিএলএম ৩. হ্যান্ডআউটস ৪. ল্যাপটপ ৫. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭. ইন্টারনেট সুবিধা ৮. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯. অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১. বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা ২. সামনে পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস রাখা ৩. এস্কেপ রুট – পরের লেন – রোডের শোল্ডার লেন – রাস্তার বাইরে ৪. রাস্তায় নিরাপদে ফিরে আসা ৫. রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করার সঠিক পদক্ষেপ
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১. রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা। ২. দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুট বাচাই করা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৬. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১ : ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা।

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ১ : ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারবে।
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ১ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন ▪ জব শিট-১.১ রোডের বাঁকে খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট-১.১ রোডের বাঁকে খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা। ▪ জব-শিট-১.২: দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুট বাচাই করা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ১.২: দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুট বাচাই করা।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) ১: ঘটতে চলেছে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে পারা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ-

১.১ বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা
১.২ সামনে পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস রাখা
১.৩ এস্কেপ রুট
১.৪ রাস্তায় নিরাপদে ফিরে আসা
১.৫ রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করার সঠিক পদক্ষেপ

১.১ বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা

যখন এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের অবহিত করার প্রয়োজন হয়, তখন রাস্তায় নিরাপত্তা এবং সচেতনতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এখানে কয়েকটি উপায়ে রয়েছে যা অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করবে:

ক. **হ্যাজার্ড লাইট** আপনি যদি রাস্তায় একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যেমন গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ব্রেকডাউন বা দুর্ঘটনা, তখন আপনার গাড়ির হ্যাজার্ড লাইট সক্রিয় করুন। এই ফ্ল্যাশিং লাইটগুলো অন্যান্য চালকদের জন্য একটি সর্বজনীন সতর্ক চিহ্ন হিসেবে প্রকাশ করে যে সামনে একটি সমস্যা হয়েছে, এটি তাদের গাড়ির গতি কমাতে এবং সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বা সংকেত প্রদান করে।

ফ্লেয়ার বা প্রতিফলিত ত্রিভুজ

খ. **ফ্লেয়ার বা প্রতিফলিত ত্রিভুজ** কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাতের সময় বা কম দৃশ্যমানতার সময়, অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার জন্য ফ্লেয়ার বা প্রতিফলিত ত্রিভুজ ব্যবহার করা উপকারী হতে পারে। এই ডিভাইসগুলো বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করতে হয়, যাতে এগিয়ে আসা ড্রাইভারদের আগাম সতর্কতা প্রদান করা যায়।

গ. **জরুরী সংকেত** জরুরী পরিস্থিতির জন্য জরুরী এবং অবিলম্বে সহায়তার প্রয়োজন হলে, ঘটনার রিপোর্ট করতে জরুরি হটলাইন (৯৯৯) ডায়াল করুন। তারপরে কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে জরুরী সহায়তা পাঠাবে এবং তারা তাদের জরুরী যানবাহনের সাইরেন, লাইট এবং অন্যান্য সিগন্যালিং পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সতর্ক করবে।

ঘ. **রেডিও সম্প্রচার** নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, যেমন গুরুতর আবহাওয়া বা ট্র্যাফিক প্রবাহকে প্রভাবিত করে এমন বড় ঘটনা, স্থানীয় রেডিও স্টেশন বা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলি ড্রাইভারদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সতর্কবার্তা সম্প্রচার করতে পারে। এই সম্প্রচারগুলিতে প্রায়ই বিকল্প রুট, বন্ধ, বা নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সতর্কতা সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ঙ. **পরিবর্তনশীল বার্তা চিহ্ন** পরিবর্তনশীল বার্তা চিহ্ন, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক চিহ্ন হিসাবেও পরিচিত, ড্রাইভারদের কাছে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রদর্শন করতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যখন রাস্তায় একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন এই চিহ্নগুলিকে সতর্কতা এবং নির্দেশাবলী প্রদর্শনের জন্য প্রোগ্রাম করা যেতে পারে, যা চালকদের সামনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে।

চ. **সোশ্যাল মিডিয়া এবং মোবাইল অ্যাপস** বর্তমান ডিজিটাল যুগে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ট্রাফিক অ্যাপস এবং নেভিগেশন সার্ভিসগুলোর প্রায়ই রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে রিয়েল-টাইম আপডেট প্রদান করে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে, আপনি বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিষয়ে সতর্ক করতে পারেন বা অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সতর্কবার্তা জানতে পারেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারবেন, যারা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এই সার্ভিসগুলো রাস্তা ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।

মনে রাখবেন, রাস্তায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। আপনি যদি কোন দুর্ঘটনায় জড়িত হন বা কোন বিপজ্জনক ঘটনার সাক্ষী হন তবে সর্বদা আপনার মঙ্গল এবং অন্যের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিন।

১.২ সামনে পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস রাখা

আপনার গাড়ির সামনে পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস রাখা রাস্তা নিরাপত্তার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যা আপনাকে ইমারজেন্সিতে কি করতে হবে সেজন্য সময় দেয় এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে সুযোগ তৈরি হয়। নিরাপদ স্টপইং স্পেস বজায় রাখতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে:

ক. **দুই-সেকেন্ডের নিয়ম অনুসরণ করা**

নিজের গাড়ি এবং সামনের গাড়ির মধ্যে কমপক্ষে দুই সেকেন্ডের দূরত্ব বজায় রাখুন। রাস্তার একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট বেছে নিন (যেমন, একটি চিহ্ন বা একটি গাছ) এবং আপনার গাড়ির আগের গাড়িটি অতিক্রম করার পরে সেই পয়েন্টে পৌঁছাতে কত সেকেন্ড লাগে তা গণনা করুন। সেই অনুযায়ী গাড়ির থামার দূরত্ব নির্ণয় করুন এবং রাস্তায় সেভাবে গাড়ি চালনা করুন।

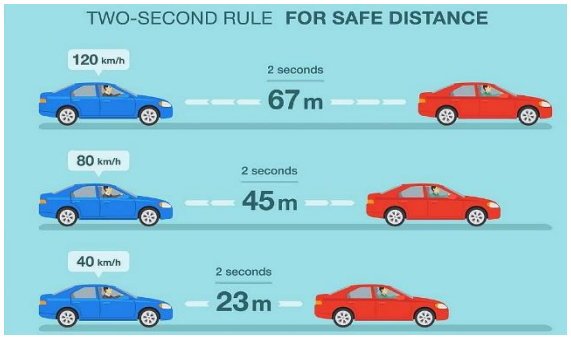

খ. **প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দূরত্ব বাড়ানো**

বৃষ্টি, তুষার বা কুয়াশার মতো প্রতিকূল আবহাওয়ায় বা রাতে গাড়ি চালানোর সময় আপনার গাড়ি থেকে অন্য গাড়ির দূরত্ব বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিগুলোতে ভিজিবিলিটি হ্রাস হতে পারে এই জন্য থামার দূরত্ব বাড়ান প্রয়োজন। তাই ব্রেকিংয়ে সময় পাওয়ার জন্য এবং দূরত্ব বরাবর ব্রেক করার জন্য অতিরিক্ত জায়গা রেখে গাড়ি চালাতে হবে।

গ. **অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের গতি এবং আচরণ বিবেচনা করা** আপনার চারপাশে চালকদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আপনি যদি একটি যানবাহন ঘোরাঘুরি, টেলগেটিং (অন্য গাড়ির খুব কাছাকাছি) বা অন্য কোনো অনিয়মিত ড্রাইভিং প্যাটার্ন প্রদর্শন করতে দেখেন তবে আপনার গাড়ি এবং অন্য গাড়ির মধ্যে বেশি দূরত্ব তৈরি করুন। তারা যদি হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত কোন মুভমেন্ট করে সেক্ষেত্রে আপনি যথেষ্ট সময় থাকতে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

ঘ. **সম্ভাব্য বিপদের পূর্বাভাস অনুমান করা** সামনের রাস্তার দিকে মনোযোগ দিন এবং সম্ভাব্য বিপদের অনুমান করুন। বিভ্রান্ত চালক, রাস্তার কাছাকাছি পথচারী, চৌরাস্তা, এবং যানবাহন আপনার লেনে চলে আসার লক্ষণগুলো খেয়াল করে দেখুন। এই পরিস্থিতিতে অনুমান করে, আপনি গাড়ির গতি এডজাস্ট করতে পারেন এবং সম্ভাব্য দূর্ঘটনা এড়াতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন।

ঙ. **ব্রেক করা বা লেন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা** প্রয়োজনে সর্বদা গতি কমাতে বা হঠাৎ ব্রেক করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনার পা ব্রেক প্যাডেলের কাছাকাছি রাখুন এবং টেলগেটিং এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার দ্রুত রেসপন্স করার ক্ষমতা হ্রাস করে। আপনি যদি অনুমান করেন যে সামনে চালক একটি অনিরাপদ কৌশল অবলম্বন করতে পারে, যদি এটি করা নিরাপদ হয় তবে লেন পরিবর্তন করতে প্রস্তুত থাকুন।

মনে রাখবেন, নিরাপদ স্টপিং দূরত্ব বজায় রাখা মানে শুধুমাত্র অন্য ড্রাইভারের ভুলের কারণে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নয় বরং রাস্তার যেকোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে রেসপন্স করতে নিজেকে পর্যাপ্ত সময় এবং স্থান দেওয়া। সতর্ক থাকুন, ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন এবং সর্বদা নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন।

১.৩ রাস্তায় নিরাপদে ফিরে আসা

আপনি যখন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যেখানে দূর্ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত থামার জায়গা নেই, তখন কিভাবে সেখান থেকে নিজেকে বাঁচানো যাবে সে পথ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরকম পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বের করে আনার সবচেয়ে কার্যকর পথ বেছে নিতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে কিছু পদক্ষেপ রয়েছে:

ক. **শান্ত থাকুন এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা** মাথা ঠান্ডা রাখুন এবং সম্ভাব্য বিপদ এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য যানবাহনের গতিবিধি দ্রুত মূল্যায়ন করুন। সামনের রাস্তায় ফোকাস বজায় রাখুন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

খ. **সম্ভাব্য স্কেপ রুট চিহ্নিত করা** পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার পথ হিসেবে কাজ করতে পারে এমন কোনো উপলব্ধ পথ বা খোলা স্থানের সন্ধান করুন। এসবের মধ্যে রয়েছে রাস্তা সংলগ্ন গলি, মিডিয়ান স্ট্রিপ বা পাশের লেন এরকম এলাকাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যেখানে আপনি আসন্ন সংঘর্ষ এড়াতে নিরাপদে কৌশল অবলম্বন করে স্কেপ করতে পারেন।

গ. **নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া** প্রতিটি সম্ভাব্য স্কেপ রুটের সাথে যুক্ত ঝুঁকি বিবেচনা করুন। সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সম্বলিত থাকে এমন রুটগুলো সন্ধান করুন। এমন পথ বেছে নেওয়া এড়িয়ে চলুন যা আপনাকে অন্য যানবাহন, পথচারী বা বাধার পথে নিয়ে যেতে পারে।

ঘ. **যোগাযোগের উদ্দেশ্য নির্দেশ করা** অন্য চালকদের কাছে আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে আপনার টার্ন সিগন্যাল এবং যোগাযোগের অন্যান্য ফর্ম (যেমন হর্ন বাজানো) ব্যবহার করুন। এটি তাদের আপনার কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং সংঘর্ষ বা বিভ্রান্তি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

ঙ. **আত্মবিশ্বাসের সাথে স্কেপ করা** একবার আপনি ভাল স্কেপ রুট চিহ্নিত করলে, দ্রুত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করুন। আপনার নিরাপদে চলাচল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান তৈরি করতে প্রয়োজনে গাড়র গতি বাড়ান বা হ্রাস করুন। অন্যান্য চালকদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার কাজ তাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করে না।

চ. **সতর্ক থাকুন এবং প্রয়োজন অনুসারে এডজাস্ট করা** আপনি আপনার স্কেপ রুটটি কার্যকর করার সাথে সাথে পরিস্থিতিটি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করুন। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে বা নতুন বাধা দেখা দিলে আপনার স্পিড বা ড্রাইভিং কৌশল এডজাস্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আশেপাশের ট্র্যাফিক সম্পর্কে সচেতনতা বজায় রাখুন এবং নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

মনে রাখবেন, ভাল স্কেপ রুট বেছে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন দ্রুত চিন্তাভাবনা, পরিস্থিতিগত সচেতনতা এবং আপনার ড্রাইভিং ক্ষমতার প্রতি আস্থা। প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং কৌশলগুলোর নিয়মিত অনুশীলন আপনার মূল্যায়ন এবং রাস্তায় চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

১.৩.১ এস্কেপ রুট-পরের লেইনে যাওয়া

আপনি যদি এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়েন যেখানে ক্র্যাশ এড়াতে আপনাকে দ্রুত পরবর্তী লেনে যেতে হবে, এখানে আপনি নিচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন:

পরের লেইনে যাওয়া

ক. **শান্ত থাকা** এই পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা এবং মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্ক আপনার দ্রুত এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

খ. **লুকিং গ্লাস চেক করা** আপনার চারপাশের ট্র্যাফিক মূল্যায়ন করতে আপনার রিয়ারভিউ এবং সাইড মিররগুলিতে দ্রুত নজর দিন। নিশ্চিত করুন যে পাশের লেনটিতে যাওয়ার জায়গা আছে এবং অন্য কোন যানবাহন এখানে আপনাকে যেতে বাঁধা দিবে না।

ব্লাইন্ড স্পট

গ. **টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করা** আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল অন করে আপনি লেন পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন তার জন্য সংকেত দিন। এটি অন্য চালকদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করে এবং যেকোনো সম্ভাব্য সংঘর্ষ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ঘ. **ব্লাইন্ড স্পট চেক করা** আপনার আশেপাশের ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে আপনার কাঁধের উপর দিয়ে তাকান। ব্লাইন্ড স্পট এমন জায়গা যা আপনার গাড়ির লুকিং গ্লাসে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। এগিয়ে যাওয়ার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার ব্লাইন্ড স্পটে কোনো যানবাহন নেই।

ঙ. **গতি বাড়ানো বা কমানো** পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, সংলগ্ন লেনের গতির সাথে মিল রেখে হয়ত আপনার গতি বাড়াতে বা হ্রাস করতে হতে পারে। এটি আপনাকে ট্র্যাফিকের প্রবাহকে ব্যাহত না করে ভালভাবে ট্রাফিকে মিশে যেতে সাহায্য করবে।

চ. **ধীরে ধীরে লেন পরিবর্তন করা** স্টিয়ারিং হুইল ভালভাবে আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে পরবর্তী লেনের দিকে যাওয়া শুরু করুন। আশেপাশের যানবাহনের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে সেই অনুযায়ী আপনার গতি এডজাস্ট করুন।

ছ. **ট্র্যাফিক মনিটর করা** লেন পরিবর্তন করার সাথে সাথে আপনার চারপাশের ট্র্যাফিক ক্রমাগত নিরীক্ষণ করুন। সতর্ক থাকুন এবং প্রয়োজনে আপনার অবস্থান এডজাস্ট করতে প্রস্তুত থাকুন।

জ. **লেন পরিবর্তন সম্পূর্ণ করা** একবার আপনি সফলভাবে পরবর্তী লেনে চলে গেলে এবং নিশ্চিত হয়ে গেলে যে সামনে কোনো বাধা নেই, আপনি গাড়ির টার্ন সিগন্যাল বন্ধ করতে পারেন এবং নিরাপদে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারেন।

১.৩.২ স্কেপ রুট-রোডের শোল্ডার লেনে যাওয়া

আপনি যদি ড্রাইভিং এর সময় এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়েন যেখানে আপনাকে দুর্ঘটনা এড়াতে হলে রাস্তার শোল্ডার লেনে চলে যেতে হবে এবং এটি করা নিরাপদ, তাহলে আপনি সেটা বিবেচনা

করতে পারেন। শোল্ডার লেন বলতে আমাদের দেশে রাস্তার বাম পাশে একটি এমারজেন্সি লেন থাকে, যে কোন এমারজেন্সিতে এই লেন ব্যবহার করা হয়, যাকে শোল্ডার লেন বলে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে নিরাপদে নেভিগেট করতে হয় সে সম্পর্কে এখানে একটি ধাপে ধাপে নির্দেশিকা রয়েছে

ক. **শান্ত থাকা** এই পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা এবং মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্ক দ্রুত এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

খ. **আপনার চারপাশের অবস্থা চেক করা** আপনার চারপাশের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন। আপনার শোল্ডার লেনে যাওয়ার সময় বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন কোন বাধা বা অন্য যানবাহন আছে কিনা চেক করুন। ট্রাফিক অবস্থা এবং কাছাকাছি যানবাহনের গতি বিবেচনা করুন।

গ. **টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করা** আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল অন করে আপনি লেন পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন তার জন্য সংকেত দিন। এটি অন্য চালকদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করে এবং যেকোনো সম্ভাব্য সংঘর্ষ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ঘ. **ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে চলা** আকস্মিক কৌশল এড়াতে ধীরে ধীরে আপনার গতি কমিয়ে দিন। আপনার পিছনের যানবাহনগুলিকে জানাতে আপনার ব্রেক আলতো চাপুন যে আপনি গতি কমিয়ে দিচ্ছেন।

ঙ. **ব্লাইন্ড স্পট চেক করা** আপনার আশেপাশের ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে আপনার কাঁধের উপর দিয়ে তাকান। ব্লাইন্ড স্পট এমন জায়গা যা আপনার গাড়ির লুকিং গ্লাসে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। এগিয়ে যাওয়ার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার ব্লাইন্ড স্পটে কোনো যানবাহন নেই।

চ. **শোল্ডার লেনে চলে যাওয়া** একবার আপনি এটি নিরাপদ নির্ধারণ করে নিলে, আপনার গাড়িটিকে রাস্তার শোল্ডার লেনে স্মুথভাবে নিয়ে যান। সতর্ক থাকুন এবং আকস্মিক মভমেন্ট এড়িয়ে চলুন।

ছ. **নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা** স্টিয়ারিং হুইলে একটি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন এবং আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন। রাস্তার অবস্থার কোন পরিবর্তন বা শোল্ডার লেনে বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

জ. **প্রয়োজনে গাড়ি বন্ধ করা** আপনি যদি আপনার গাড়িটিকে থামাতে চান তবে তা ধীরে ধীরে এবং নিরাপদে করুন। অন্য ড্রাইভারদের কাছে নিজেকে আরও দৃশ্যমান করতে আপনার হ্যাজার্ড লাইট চালু করুন।

ঝ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা** একবার আপনি নিরাপদে শোল্ডার লেনে চলে গেলে, পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করুন। সড়কপথে পুনঃপ্রবেশ করা নিরাপদ হলে, সাবধানে করুন।

১.৩.৩ স্কেপ রুট-রাস্তার বাইরে যাওয়া

এমারজেন্সি অবস্থায় অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা বা দূর্ঘটনা থেকে বাঁচতে বিকল্প রাস্তা বা এমার্জেন্সি রাস্তা ব্যবহার করাকে স্কেপ রুট বলে। আপনি যদি এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়েন যেখানে ক্র্যাশ এড়াতে আপনাকে দ্রুত মেইন রাস্তার বাইরে চলে যেতে হবে, এখানে আপনি নিচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন:

ক. **শান্ত থাকা** সংযত থাকা এবং আতঙ্ক এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্কিত হওয়া আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা তৈরী করতে পারে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই এরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে হবে।

খ. **বিপত্তি মুল্যায়ন করা** রাস্তার অবস্থা, অন্যান্য যানবাহনের উপস্থিতি এবং সম্ভাব্য বাধাগুলি মূল্যায়ন করুন। এই মূল্যায়ন আপনাকে সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।

গ. **ইন্ডিকেটর বা হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার** আপনার গাড়ির ইন্ডিকেটর বা হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার করে অন্য ড্রাইভারদের কাছে আপনার কি করতে যাচ্ছেন তার সংকেত দিন। এটি তাদের কাছে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ অনুমান করতে এবং আপনার সুবিধার জন্য স্থান তৈরি করতে সহায়তা করবে।

ঘ. **লুকিং গ্লাস এবং ব্লাইন্ড স্পট** লেন পরিবর্তন করার আগে বা রাস্তা পরিবর্তন করার আগে, নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্য যানবাহনের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে আপনার গাড়ির লুকিং গ্লাস এবং ব্লাইন্ড স্পটগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক করেছেন।

ঙ. **নিরাপদ জায়গা খুজে বের করা** রাস্তার বাইরে একটি খোলা জায়গা চিহ্নিত করুন যেখানে আপনি নিরাপদে স্কেপ করতে পারবেন। এর মধ্যে খালি জায়গা, মাঠ, খালি পার্কিং লট বা অন্য কোনো এলাকা যা দুর্ঘটনা এড়াতে আপনার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা হবে।

চ. **সতর্কতা অবলম্বন** পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, আপনার এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষের বিন্দুর মধ্যে একটি নিরাপদ ব্যবধান তৈরি করতে আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে গতি বৃদ্ধি করতে হতে পারে। অন্যদিকে, আপনার যদি পর্যাপ্ত সময় এবং স্থান থাকে তবে ধীরে ধীরে এবং মসৃণভাবে ব্রেক করা নিরাপদ বিকল্প হতে পারে।

ছ. **গাড়ির কন্ট্রোলিং** আপনি রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন। মসৃণভাবে চালনা করুন এবং অতিরিক্ত বা আকস্মিক নড়াচড়া করা এড়িয়ে চলুন যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারেন।

জ. **সংকেত ব্যবহার** সম্ভব হলে, কাছাকাছি ড্রাইভারদের সাথে চোখের যোগাযোগ করুন যাতে তারা আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রয়োজনে হাতের সংকেত ব্যবহার করুন।

ঝ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন** একবার আপনি ক্র্যাশ এড়িয়ে গেলে এবং স্টপে এসে গেলে, পরিস্থিতি আবার মূল্যায়ন করুন এবং জরুরি সার্ভিস নিতে তাদের সাথে যোগাযোগ করা বা এরকম কাজে জড়িত অন্যান্য পক্ষের সাথে তথ্য বিনিময় করার মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন।

মনে রাখবেন, প্রতিটি পরিস্থিতি অনন্য, এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এই মুহূর্তে আপনি যতটা সম্ভব ভাল এবং নিরাপদ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১.৪ রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করার সঠিক পদক্ষেপ

আপনি যদি গাড়ি চালানোর সময় খুব দ্রুত রাস্তার বাঁকে চলে যান, তাহলে আপনার ভুল সংশোধন করতে এবং আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আপনি যা করতে পারেন:

ক. **শান্ত থাকা** শান্ত থাকা এবং আতঙ্কিত হওয়া এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্কিত হওয়া আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলতে পারে।

খ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা** রাস্তার বাঁক কত বেশি, রাস্তার অবস্থা এবং বাঁকের মধ্যে এবং আশেপাশের যেকোনো সম্ভাব্য বিপদ দ্রুত মূল্যায়ন করুন। এই মূল্যায়ন আপনাকে সর্বোত্তম পদক্ষেপটি বুঝতে সাহায্য করবে।

গ. **মসৃণভাবে ব্রেক করা** আপনার গতি কমাতে ধীরে ধীরে এবং মসৃণভাবে ব্রেকগুলি প্রয়োগ করুন। হার্ড ব্রেক এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার গাড়ি স্কিড করতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। আপনার গাড়ির স্থায়িত্ব এবং পিচ্ছিল পৃষ্ঠে চাকার লক করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হন।

ঘ. **বাঁকে স্টিয়ার করা** বাঁকের দিকে স্টিয়ারিং হুইলটি ঘুরিয়ে দিন। দৃঢ় গ্রিপ বজায় রাখুন এবং মসৃণভাবে চালনা করুন, হঠাৎ বা ঝাঁকুনিপূর্ণ আন্দোলন এড়িয়ে যান যা আপনার গাড়িকে অস্থিতিশীল করতে পারে।

ঙ. **সামনের দিকে তাকানো** যতটা সম্ভব সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তার বাঁকে আপনার দৃষ্টিকে ফোকাস করুন। এটি আপনাকে রাস্তার অবস্থার কোন সম্ভাব্য বাধা বা পরিবর্তন অনুমান করতে সাহায্য করবে।

চ. **আপনার গতি নিয়ন্ত্রণ করা** রাস্তার বাঁকে থাকাকালীন, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আপনার গতি পরিবর্তন করুন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এখনও খুব দ্রুত যাচ্ছেন, আপনার গতি আরও কমাতে ধীরে ধীরে ব্রেক করা চালিয়ে যান।

ছ. **আপনার লেনে থাকা** বিপরীত লেনে পারাপার করা বা রাস্তার প্রান্তের দিকে চলে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার লেনের মধ্যে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন এবং অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে সচেতন হন।

জ. **ধীরে ধীরে গতি বাড়ানো** একবার আপনি নিরাপদে কার্ভটি নেভিগেট করার পরে এবং আপনার নিয়ন্ত্রণে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেলে, আপনি রাস্তার অবস্থা এবং গতি সীমার জন্য উপযুক্ত হিসাবে ধীরে ধীরে গতি বৃদ্ধি করতে পারেন।

ঝ. **অভিজ্ঞতা থেকে শেখা** ঘটনার পরে, খুব দ্রুত বাঁকে প্রবেশের ভুলের কারণ কী তা চিন্তা করুন। আপনার ড্রাইভিং অভ্যাস এডজাস্ট করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন বক্ররেখার কাছে যাওয়ার আগে আপনার গতি কমানো এবং প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং কৌশল অনুশীলন করা।

মনে রাখবেন, গতিসীমার মধ্যে গাড়ি চালানো এবং রাস্তার অবস্থা, বক্ররেখা এবং অন্যান্য কারণের উপর ভিত্তি করে আপনার গতি এডজাস্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সামনের রাস্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হন বা নিজেকে আপনার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হন, তাহলে আপনার শান্ত হওয়া এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন না করা পর্যন্ত সহায়তা চাওয়া বা নিরাপদ অবস্থানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেলফ চেক (Self Check)-১: ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

১. এক কথায় উত্তর দিন - ৮টি

১.১ দূর্ঘটনা কী?

উত্তরঃ

১.২ সড়ক দূর্ঘটনার একটি কারন লিখুন।

উত্তরঃ

১.৩ পিপিই কী?

উত্তরঃ

১.৪ জরুরী পরিস্থিতিতে কী করতে হবে?

উত্তরঃ

১.৫ টার্ন সিগন্যাল কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ

১.৬ রাস্তায় চলার সময় সামনের গাড়ি থেকে কতটুকু দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাতে হবে?

উত্তরঃ

১.৭ হ্যাজার্ড লাইট কখন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ

১.৮ জরুরী পরিস্থিতি কি?

উত্তরঃ

২. সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন- ৪ টি

১. কোনটি পিপিই?

(ক) র‍্যাচেট (খ) সেফটি সু (গ) হুইল রেঞ্জ (ঘ) স্টীয়ারিং হুইল

২. জরুরী পরিস্থিতিতে জরুরী পরিসেবা নম্বরটি কত?

(ক) ১১১ (খ) ১২১ (গ) ৯৯৯ (ঘ) ১২৩

৩. জরুরী পরিস্থিতিতে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?

(ক) লুকিং গ্লাস (খ) এমার্জেন্সি নাম্বার (গ) ফ্লেয়ার (ঘ) পতাকা

৪. গাড়ির স্টপিং স্পেস এর জন্য কোন নিয়ম ব্যবহার করা হয়?

(ক) ১০ সেকেন্ড নিয়ম (খ) ২ সেকেন্ড নিয়ম (গ) ২ সেকেন্ড নিয়ম (ঘ) কোনটি না

উত্তরঃ

৩. সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. লেন পরিবর্তন করার সময় হ্যাজার্ড লাইট চালু করতে হয়।

২. পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস না রাখলে কোন সমস্যা নাই।

৩. রাস্তার বাঁকে স্পীডে চলে গেলে সতর্কতার সাথে মসৃনভাবে ব্রেক করতে হবে।

৪. সম্ভাব্য দূর্ঘটনা থেকে বাঁচতে সতর্কতার সাথে পরের লেনে স্কেপ করা যাবে।

৫. স্কেপ রুটে স্কেপ করার সময় ব্লাইন্ড স্পট চেক করা জরুরী।

উত্তরঃ

উত্তরপত্র (Answer Key)-১: ঘটতে চলেছে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে পারা

১. এক কথায় উত্তর দিন - ৮টি

১.১ দূর্ঘটনা কী?

উত্তরঃ দূর্ঘটনা একটি অদৃষ্টপূর্ব, অকল্পনীয় ও আকস্মিক ঘটনা বা বিষয় যা প্রায়শই অমনোযোগীতার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

১.২ সড়ক দূর্ঘটনার একটি কারন লিখুন।

উত্তরঃ ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে জানা না থাকা এবং ট্রাফিক আইন না মানা সড়ক দূর্ঘটনার অন্যতাম কারণ।

১.৩ পিপিই কী?

উত্তরঃ Personal Protective Equipment (PPE) (ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সরঞ্জাম)

১.৪ জরুরী পরিস্থিতিতে কী করতে হবে?

উত্তরঃ ৯৯৯ এ ফোন করে সহায়তা নিতে হবে।

১.৫ টার্ন সিগন্যাল কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ লেন পরিবর্তন করা, মোড় নেওয়া ইত্যাদি কাজে টার্ন সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়।

১.৬ রাস্তায় চলার সময় সামনের গাড়ি থেকে কতটুকু দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাতে হবে?

উত্তরঃ ২ থেকে ৫ সেকেন্ড দূরত।

১.৭ হ্যাজার্ড লাইট কখন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ জরুরী পরিস্থিতিতে হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার করা হয়।

১.৮ জরুরী পরিস্থিতি কি?

উত্তরঃ জরুরী পরিস্থিতি হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতি যা স্বাস্থ্য, জীবন, সম্পত্তি বা পরিবেশের তাৎক্ষনিক ঝুকি সৃষ্টি করে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন- ৪ টি

উত্তর

২.১ কোনটি পিপিই?

(ক) র‍্যাচেট (খ) সেফটি সু√ (গ) হুইল রেঞ্জ (ঘ) স্টীয়ারিং হুইল

২.২ জরুরী পরিস্থিতিতে জরুরী পরিসেবা নম্বরটি কত?

(ক) ১১১ (খ) ১২১ (গ) ৯৯৯√ (ঘ) ১২৩

২.৩ জরুরী পরিস্থিতিতে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?

(ক) লুকিং গ্লাস (খ) এমার্জেন্সি নাম্বার (গ) ফ্লেয়ার√ (ঘ) পতাকা

২.৪ গাড়ির স্টপিং স্পেস এর জন্য কোন নিয়ম ব্যবহার করা হয়?

(ক) ১০ সেকেন্ড নিয়ম (খ) ২ সেকেন্ড নিয়ম√ (গ) ২ সেকেন্ড নিয়ম (ঘ) কোনটি না

৩. সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করুন।

উত্তর

৩.১ লেন পরিবর্তন করার সময় হ্যাজার্ড লাইট চালু করতে হয়। **মিথ্যা**

৩.২ পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস না রাখলে কোন সমস্যা নাই। **মিথ্যা**

৩.৩ রাস্তার বাঁকে স্পীডে চলে গেলে সতর্কতার সাথে মসৃনভাবে ব্রেক করতে হবে। **সত্য**

৩.৪ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা থেকে বাঁচতে সতর্কতার সাথে পরের লেনে স্কেপ করা যাবে। **সত্য**

৩.৫ স্কেপ রুটে স্কেপ করার সময় ব্লাইন্ড স্পট চেক করা জরুরী। **সত্য**

জব-শিট (Job Sheet)-১.১: রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা।

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় রাস্তার বাঁকে দ্রুত চলে গেলে ঐ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে ।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- শান্ত থাকতে হবে এবং সতর্ক থকতে হবে,
- আকস্মিক হার্ড ব্রেক করা যাবে না।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. রাস্তার বাঁকে দ্রুত চলে শান্ত থাকতে হবে এবং আতঙ্কিত হওয়া এড়িয়ে চলুন।
২. রাস্তার বাঁক কত বেশি, রাস্তার অবস্থা এবং বাঁকের মধ্যে এবং আশেপাশের যেকোনো সম্ভাব্য বিপদ দ্রুত মূল্যায়ন করুন। এই মূল্যায়ন আপনাকে সর্বোত্তম পদক্ষেপটি বুঝতে সাহায্য করবে।
৩. আপনার গাড়ির গতি কমাতে ধীরে ধীরে এবং মসৃণভাবে ব্রেক প্রয়োগ করুন। হার্ড ব্রেক এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার গাড়ি স্কিড করতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।
৪. বাঁকের দিকে স্টিয়ারিং হুইলটি ঘুরিয়ে দিন। দৃঢ় গ্রিপ বজায় রাখুন এবং মসৃণভাবে চালনা করুন, হঠাৎ বা ঝাঁকুনিপূর্ণ আন্দোলন এড়িয়ে যান যা আপনার গাড়িকে অস্থিতিশীল করতে পারে।
৫. যতটা সম্ভব সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তার বাঁকে আপনার দৃষ্টিকে ফোকাস করুন। এটি রাস্তার অবস্থার কোন সম্ভাব্য বাধা বা পরিবর্তন অনুমান করতে সাহায্য করবে।
৬. রাস্তার বাঁকে থাকাকালীন, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আপনার গতি পরিবর্তন করুন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এখনও খুব দ্রুত যাচ্ছেন, আপনার গতি আরও কমাতে ধীরে ধীরে ব্রেক করা চালিয়ে যান।
৭. বিপরীত লেনে পারাপার করা বা রাস্তার প্রান্তের দিকে চলে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার লেনের মধ্যে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন এবং অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে সচেতন হন।
৮. একবার আপনি নিরাপদে কার্ভটি অতিক্রম করার পরে আপনি রাস্তার অবস্থা এবং গতি এডজাস্ট করুন।
৯. বাঁক অতিক্রম করার পরে সাবধানে সামনে এগিয়ে যান।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১.১: রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করা।

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	কার্যকারী মোটরযান	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	টায়ার গ্রিপ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	ওয়ার্নিং ডিভাইস	স্ট্যান্ডার্ড	সেট	০১

জব-শিট (Job Sheet)-১.২: দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুট বাচাই করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুট বাচাই করা সম্পর্কে জানতে পারবে ।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- শান্ত থাকতে হবে এবং সতর্ক থকতে হবে,
- আকস্মিক হার্ড ব্রেক করা যাবে না।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. এই পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা এবং মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্ক দ্রুত এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
২. চারপাশের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন। স্কেপ রুটে যাওয়ার সময় বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন কোন বাধা বা অন্য যানবাহন আছে কিনা চেক করুন।
৩. ট্রাফিক অবস্থা এবং কাছাকাছি যানবাহনের গতি বিবেচনা করুন।
৪. গাড়ির টার্ন সিগন্যাল অন করে আপনি স্কেপ রুটে/লেন পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন তার জন্য সংকেত দিন।
৫. আকস্মিক কৌশল এড়াতে ধীরে ধীরে আপনার গতি কমিয়ে দিন।
৬. আপনার পিছনের যানবাহনগুলিকে জানাতে আপনার ব্রেক আলতো চাপুন যে আপনি গতি কমিয়ে দিচ্ছেন।
৭. আশেপাশের ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে আপনার কাঁধের উপর দিয়ে তাকান।
৮. ব্লাইন্ড স্পট এমন জায়গা যা আপনার গাড়ির লুকিং গ্লাসে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না।
৯. এগিয়ে যাওয়ার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার ব্লাইন্ড স্পটে কোনো যানবাহন নেই।
১০. নিরাপদ নিশ্চিত হলে গাড়িটিকে স্কেপ রুটে স্মুথভাবে নিয়ে যান।
১১. সতর্ক থাকুন এবং আকস্মিক মভমেন্ট এড়িয়ে চলুন।
১২. স্টিয়ারিং হুইল দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন এবং আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন।
১৩. রাস্তার অবস্থার কোন পরিবর্তন বা শোল্ডার লেনে বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
১৪. যদি আপনার গাড়িটিকে থামাতে চান তবে তা ধীরে ধীরে এবং নিরাপদে করুন।
১৫. অন্য ড্রাইভারদের কাছে নিজেকে আরও দৃশ্যমান করতে আপনার হ্যাজার্ড লাইট চালু করুন।
১৬. স্কেপ রুটে চলে গেলে, পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করুন।
১৭. সড়কপথে পুনঃপ্রবেশ করা নিরাপদ হলে, সাবধানে করুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১.২: দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুট বাচাই করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	কার্যকারী মোটরযান	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	টায়ার গ্রিপ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	ওয়ার্নিং ডিভাইস	স্ট্যান্ডার্ড	সেট	০১

শিখনফল -২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১ কিছু অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২ একটি হুইল স্কিড চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গ্রিপ রিজার্ভ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে। ৩ অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (যদি যানটি থাকে তবে) "এ্যাভয়ডেন্স" ম্যানুভারে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। ৪ গাড়ির পানির মত পিছলে যাওয়ার মুহূর্তটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রিপ রিজার্ভ ফিরে পাওয়ার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে। ৫ পরিস্থিতির প্রয়োজনে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল (গাড়িতে থাকলে) সুইচ অন করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১ প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২ সিবিএলএম ৩ হ্যান্ডআউটস ৪ ল্যাপটপ ৫ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬ কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭ ইন্টারনেট সুবিধা ৮ হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯ অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১ অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভ ২ হুইল স্কিড এবং গ্রিপ রিজার্ভ ▪ ফ্রন্ট হুইল ▪ রিয়ার হুইল ▪ ফোর হুইল ৩ অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম ৪ গাড়ির পানির মত পিছলে যাওয়ার (Aquaplaning/Hydroplanning) মুহূর্ত এবং গ্রিপ রিজার্ভ ৫ ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সুইচ
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১ অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার করা। ২ ফোর হুইল স্কিড থেকে গাড়ি পুনরুদ্ধার করা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত পরীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্ট ফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ২ : গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা।
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ২ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ২ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন। ▪ জব শিট- ২.১ অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ২.১ অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার। ▪ জব শিট- ২.২ : ফোর হুইল স্কিড থেকে গাড়ি পুনরুদ্ধার করা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট-২.২ : ফোর হুইল স্কিড থেকে গাড়ি পুনরুদ্ধার করা।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ও বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে

২.১ অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভ
২.২ হুইল স্কিড এবং গ্রিপ রিজার্ভ
২.৩ অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম
২.৪ গাড়ির পানির মত পিছলে যাওয়ার (Aquaplaning/Hydroplanning) মুহূর্ত এবং গ্রিপ রিজার্ভ
২.৫ ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সুইচ

ভূমিকা

সর্বাধিক নিরাপদ ড্রাইভিং দক্ষতা আপনাকে সর্বদা আপনার গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখায়। কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব হয় না।

এমন কিছু সময় আছে যখন সবচেয় দক্ষ চালকরাও তাদের গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় রাস্তায় পানি বা বরফ বা নুড়ি থাকতে পারে যা আমাদের গাড়ির নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয় অথবা সংঘর্ষের ফলেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। আমরা গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে, কীভাবে নিরাপদে থাকা যায় তা এখানে আলোচনা করা হল।

২.১ অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভ

ড্রাইভিং এবং যানবাহন পরিচালনার প্রেক্ষাপটে, "অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা" বলতে সাধারণত ড্রাইভিং অবস্থার জন্য যা প্রয়োজন তার বাইরে আলাদা টায়ার থেকে যে অতিরিক্ত গ্রিপ বা ট্র্যাকশন পাওয়া যায় তা বোঝায়। এই অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপটি অনেক ভাল নিরাপত্তা প্রদান করতে এবং রাস্তার অবস্থা বা জরুরী অবস্থার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য অব্যবহৃত রেখে দেওয়া হয়।

টায়ার গ্রিপ

অতিরিক্ত টায়ার রিজার্ভ রাখার জন্য এখানে কয়েকটি কারণ দেওয়া হয়েছে:

ক. **নিরাপত্তা** রিজার্ভের মধ্যে কিছু টায়ারের গ্রিপ রাখা নিশ্চিত করে যে টায়ারগুলো নিয়ন্ত্রণ হারানো ছাড়াই রাস্তার অবস্থার যেমন ভিজা বা পিচ্ছিল পৃষ্ঠের হঠাৎ পরিবর্তনগুলি পরিচালনা করতে পারে। এই অতিরিক্ত গ্রিপ জরুরী কৌশলের সময় স্কিডিং বা পিছলে যাওয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে, ড্রাইভারকে গাড়ির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

খ. **হ্যান্ডলিং এবং স্থিতিশীলতা** অতিরিক্ত গ্রিপ উপলব্ধ থাকার ফলে টায়ারগুলো রাস্তার সাথে আরও ভাল গ্রিপ বজায় রাখতে দেয়, বিশেষ করে কর্নারিং বা উচ্চ-গতির কৌশল আবলম্বনের সময়। এটি সামগ্রিক হ্যান্ডলিং এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে, গাড়িটিকে আরও অনুমানযোগ্য এবং ড্রাইভারের দেওয়া ইনপুটগুলোর প্রতি আরো সক্রিয় করে তোলে।

গ. **অসম পৃষ্ঠ** রাস্তার চলাচলের সময় অপ্রত্যাশিত অনিয়ম, গর্ত বা ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে যা ক্ষণিকের জন্য ট্র্যাকশন হ্রাস করতে পারে। রিজার্ভের মধ্যে অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ থাকা টায়ারগুলিকে রাস্তার সাথে গ্রিপ বজায় রাখতে সাহায্য করে, নিয়ন্ত্রণ হারানোর বা টায়ারের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে "রিজার্ভের অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ" থাকা মানে এটা বোঝায় না যে, ড্রাইভারদের ইচ্ছাকৃতভাবে ট্র্যাকশনের সীমার কাছাকাছি গাড়ি চালানো উচিত। নিরাপদ এবং আইনগত সীমার মধ্যে গাড়ি চালানো এবং সেই অনুযায়ী রাস্তার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

২.২ হুইল স্কিড এবং গ্রিপ রিজার্ভ

যখন আপনার গাড়ির টায়ার রাস্তায় তাদের গ্রিপ হারিয়ে ফেলে তখন স্কিডিং ঘটে। যখন টায়ার তাদের গ্রিপ হারিয়ে ফেলে, তখন আপনি আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাবেন এবং আপনি দুর্ঘটনার পতিত হতে পারেন।

ব্রেক করা বন্ধ করুন এবং গাড়ির গতি হ্রাস করুন। তারপরে, আপনি যে দিকে যেতে চান দ্রুত স্টিয়ারিং হুইলটি সেদিকে ঘুরিয়ে দিন। আপনার গাড়িটি সঠিক দিকে ফিরে আসার সাথে সাথে, বাঁক নেওয়া বন্ধ করতে এবং আপনার পছন্দসই পথে থাকার জন্য আপনাকে স্টিয়ারিং হুইল বিপরীত দিকে ঘুরাতে হবে।

২.২.১ স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার

যদি আপনার সামনের চাকা স্কিড করে

ক. এক্সিলারেটর প্যাডেল থেকে আপনার পা সরিয়ে নিন এবং গিয়ার নিউট্রাল এ স্থানান্তর করুন, কিন্তু দ্রুত স্টীয়ারিং হুইল ঘুরানোর চেষ্টা করবেন না।

খ. চাকা পাশের দিকে স্কিড করার সাথে সাথে টায়ার গ্রিপ গাড়ির গতি কমিয়ে দেবে এবং ট্র্যাকশন ফিরে আসবে। এই সময় আপনি যে দিকে যেতে চান সেদিকে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি চালনা করুন। তারপর ট্রান্সমিশনটিকে "ড্রাইভে" রাখুন বা ক্লাচটি ছেড়ে দিন এবং আস্তে আস্তে গতি বৃদ্ধি করুন।

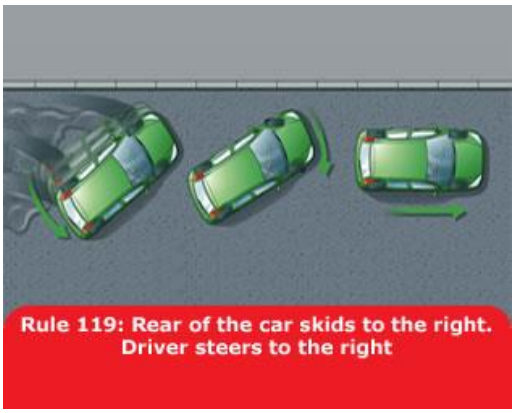

স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার

যদি আপনার পিছনের চাকা স্কিড হয়

ক. এক্সিলারেটর থেকে আপনার পা সরিয়ে নিন।

খ. সামনের চাকাগুলি যে দিকে যেতে চান সেদিকে চালনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার পিছনের চাকা বাম দিকে স্লাইডিং হয়, বাম দিকে স্টিয়ারিং চালনা করুন। যদি ডান দিকে স্লাইডিং করে তাহলে ডান দিকে স্টীয়ারিং ঘুরান।

গ. সামনের চাকা সোজা হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনার গাড়ির পিছনের চাকাগুলি অন্যভাবে স্লাইড করা শুরু করে, তবে স্টিয়ারিং হুইলটিকে সেই দিকে ঘুরানো শুরু করুন। আপনার গাড়িটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে আপনাকে কয়েকবার বাম এবং ডানদিকে যেতে হতে পারে।

ঘ. আপনার যদি স্ট্যান্ডার্ড ব্রেক থাকে তবে সেগুলি আস্তে আস্তে পাম্প করুন।

ঙ. আপনার যদি অ্যান্টি-লক ব্রেক (ABS) থাকে তবে ব্রেক পাম্প করবেন না। ব্রেকগুলিতে জোরে চাপ প্রয়োগ করুন। আপনি ব্রেক পালস অনুভব করবেন এবং এটি স্বাভাবিক।

ফোর হুইল স্কিড

গাড়ি চালানোর সময় চার চাকার স্কিড, যা ফোর-হুইল স্লাইড বা ফোর-হুইল ড্রিফ্ট নামেও পরিচিত, তখন ঘটে যখন একটি গাড়ির চারটি চাকা একই সাথে রাস্তার পৃষ্ঠের সাথে ট্র্যাকশন হারায় এবং গাড়িটি পাশের দিকে স্লাইড বা প্রবাহিত হয়। এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি যার ফলে গাড়ির উপর

নিয়ন্ত্রন হারানো এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফোর-হুইল স্কিড কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তার কিছু সাধারণ টিপস এখানে রয়েছে:

ক. **শান্ত থাকুন** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল শান্ত থাকা এবং আতঙ্ক এড়ানো। আতঙ্কিত হওয়ার কারণে ভূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

খ. **স্কিডের দিকে স্টিয়ার** গাড়ির পিছনের অংশ যদি বাম দিকে পিছলে যায় (ওভারস্টিয়ার), স্টিয়ারিং হুইলটি আলতো করে বাম দিকে ঘুরিয়ে দিন। যদি এটি ডানদিকে (আন্ডারস্টিয়ার) স্লাইডিং হয়, তাহলে আলতো করে ডানদিকে যান। এটি নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে।

গ. **অতিরিক্ত সংশোধন করবেন না** আকস্মিক বা আক্রমণাত্মক স্টিয়ারিং ঘুরানো এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত সংশোধন স্কিডকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে।

ঘ. **গ্যাস প্যাডেলটি ছেড়ে দিন** এক্সিলারেটর থেকে আপনার পা সরিয়ে নিন। এটি গাড়ির ওজনকে সামনের দিকে সরাতে এবং সামনের চাকার ট্র্যাকশন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

ঙ. **হার্ড ব্রেকিং এড়িয়ে চলুন** হার্ড ব্রেক করবেন না। ধীরে ধীরে মন্থর করার জন্য ব্রেকগুলিতে মৃদু এবং অবিচলিত চাপ প্রয়োগ করুন।

চ. **কোথায় যেতে চান তা দেখুন** কোথায় যেতে চান তার দিকে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন, স্কিড করে গাড়ি বর্তমানে কোথায় যাচ্ছে তা নয়। আপনার শরীর আপনার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, তাই সঠিক দিকে তাকানো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে।

ফোর-হুইল স্কিড প্রতিরোধ করা

ক. **নিরাপদ গতিতে গাড়ি চালান:** রাস্তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতি সামঞ্জস্য করুন, বিশেষ করে প্রতিকূল আবহাওয়ায়।

খ. **টায়ার রক্ষণাবেক্ষণ করুন:** গাড়ির টায়ারগুলি সঠিকভাবে স্ফীত এবং পর্যাপ্ত থ্রেড গভীরতা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

গ. **প্রতিরক্ষামূলকভাবে গাড়ি চালান:** আপনার আশেপাশের পরিবেশ এবং অন্যান্য চালকদের কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

ঘ. **পিচ্ছিল এলাকা অনুমান করুন:** পিচ্ছিল অবস্থার লক্ষণ, যেমন বরফের দাগ, ভেজা পাতা, বা তেলের দাগগুলি দেখুন এবং সেই অনুযায়ী আপনার ড্রাইভিং এডজাস্ট করুন।

ঙ. **ব্রেক করুন এবং সুথভাবে গতি বাড়ান:** অ্যাক্সিলারেটর এবং ব্রেক যদি আকস্মিক এবং ঝাঁকুনিপূর্ণ মুভমেন্ট এড়িয়ে চলুন।

২.২.২ স্কিড প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি টিপস

ক. নিশ্চিত করুন যে আপনার টায়ারে পর্যাপ্ত গ্রিপ আছে। টায়ার একটি "ওয়ের বার" দিয়ে তৈরি করা হয় ব্যবহারের সময় যদি টায়ারের স্তর "ওয়ের বার" এর স্তরে পৌঁছায়, তবে নতুন টায়ার কিনে লাগাতে হয়। আপনি উপর থেকে একটি সরু বস্তু ঢুকিয়ে আপনার গাড়ির টায়ার পরীক্ষা করতে পারেন।

খ. ভেজা, বরফ বা তুষার পড়তেছে এরকম অবস্থায় ধীরে ধীরে গাড়ি চালান।

গ. আপনার এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে একটি উপযুক্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এতে আপনার সামনের ড্রাইভার থামলে আপনার রেসপন্স জানাতে আপনার কাছে সময় থাকবে ব্রেক করার। হঠাৎ থামার চেষ্টা করলে স্কিড হতে পারে।

ঘ. একটি বক্ররেখা বা বাঁকে প্রবেশ করার আগে গাড়ির কমাতে হবে। খুব দ্রুত বাঁক নেওয়া বা মোড়ের চারপাশে যাওয়ার সময় হঠাৎ ব্রেক করা স্কিডের কারণ হতে পারে।

২.৩ অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম

অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম মানে মোটরগাড়ির এমন সিস্টেম যা চলন্ত গাড়িতে ব্রেক প্রয়োগ করার সময় চাকাগুলোকে ব্রেক এর কারণে লক করা থেকে বাধা দেয়। অর্থাৎ হার্ড ব্রেক যখন করা হয় তখন গাড়ির চাকা ব্রেকের কারনে লক হয়ে গেলে স্কিড করে বা পিছলে গিয়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই চাকার লক হওয়া প্রতিরোধ করে এবিএস। ABS এর সাহায্যে, আপনি ব্রেক প্রয়োগ করার সাথে সাথে, চাকার সেন্সরগুলো চাকার ঘূর্ণন ট্র্যাক করে এবং যখন চাকা লক হতে চলে, তখন বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে (ECU) একটি সংকেত পাঠায়, পরবর্তিতে তা লক হওয়া প্রতিরোধ করে এবং চাকা স্কিড হওয়া ঠেকায়।

একটি অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS) হল একটি নিরাপত্তাবিশিষ্ট অ্যান্টি-স্কিড ব্রেকিং সিস্টেম যা বিমান এবং স্থল যানবাহন যেমন গাড়ি, মোটরসাইকেল, ট্রাক এবং বাসে ব্যবহৃত হয়। ABS ব্রেক করার সময় চাকাগুলোকে লক করা থেকে বিরত রেখে কাজ করে, যার ফলে রাস্তার পৃষ্ঠের সাথে ট্র্যাক্টিভ যোগাযোগ বজায় থাকে এবং চালককে গাড়ির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগ দেয়।

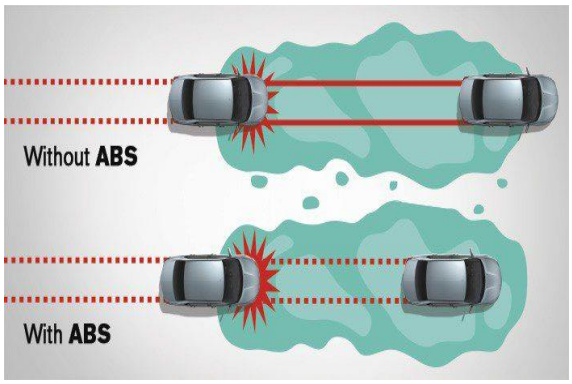

অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম

অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম এর সুবিধাসমূহ

ABS (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) হল যানবাহনের একটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যা ব্রেক করার সময় চাকাগুলিকে লক করা থেকে বাধা দেয়, যার ফলে চালককে স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং স্কিডিং এড়াতে সাহায্য করে। এখানে ABS এর কিছু সুবিধা রয়েছে:

ক. **স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ভাল হয়** ABS হার্ড ব্রেকিং বা জরুরী পরিস্থিতিতে স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। চাকা লক-আপ প্রতিরোধ করে, ABS সর্বোচ্চ ব্রেকিং ফোর্স প্রয়োগ করে ব্রেক করলেও চাকা স্কিড হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে। এটি এমন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বাধা বা সংঘর্ষ এড়াতে আকস্মিক কৌশলের প্রয়োজন হয়।

খ. **থামার দূরত্ব কমায়** চাকা লক-আপ এবং স্কিডিং প্রতিরোধ করে, ABS ব্রেকিংয়ের সময় গাড়ির থামার দূরত্ব কমাতে সাহায্য করে। সিস্টেমটি ড্রাইভারকে রাস্তার পৃষ্ঠের সাথে ট্র্যাকশন বজায় রাখার সময় হার্ড ব্রেক করতে দেয়। এটি বিশেষ করে পিচ্ছিল বা অসম পৃষ্ঠে উপকারী হতে পারে যেখানে কার্যকর ব্রেকিংয়ের জন্য টায়ার গ্রিপ বজায় রাখা অপরিহার্য।

গ. **উন্নত স্থিতিশীলতা এবং ট্র্যাকশন** ABS ব্রেক করার সময় গাড়ির সামগ্রিক স্থিতিশীলতা এবং ট্র্যাকশনে অবদান রাখে। চাকাগুলিকে লক করা থেকে আটকানোর মাধ্যমে, সিস্টেমটি টায়ারের ভাল গ্রিপ এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, এমনকি বিভিন্ন স্তরের ট্র্যাকশন সহ রাস্তার পৃষ্ঠতলেও গ্রিপ বজায়

রাখতে সহায়তা করে। এটি আরও আত্মবিশ্বাসী এবং নিয়ন্ত্রিত ব্রেকিংয়েরর সুযোগ দেয়, বিশেষ করে চ্যালেঞ্জিং রাস্তার পরিস্থিতিতে।

ঘ. **গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি** ABS কর্নারিং করার সময় ব্রেক করার সময় অনেক ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে। পৃথক চাকায় ব্রেকের চাপ পরিবর্তন করে, ABS চাকা লক-আপ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এবং চালককে বাঁক নিয়ে চলার সময় গাড়ির দিককে আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগ দেয়। এই বৈশিষ্ট্যটি এমন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে কার্যকর যেখানে বক্ররেখা বা বাঁক নেভিগেট করার সময় হঠাৎ ব্রেক করা প্রয়োজন।

ঙ. **স্কিডিং এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস** ABS-এর প্রাথমিক সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল ব্রেক করার সময় স্কিডিং এবং নিয়ন্ত্রণ হারানো প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। চাকা লক-আপ প্রতিরোধ করার জন্য ক্রমাগত ব্রেক চাপ মনিটর করে, ABS রাস্তার পৃষ্ঠের সাথে ট্র্যাকশন বজায় রাখতে সহায়তা করে। এটি গাড়ির পিছলে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘোরার ঝুঁকি হ্রাস করে, সামগ্রিক নিরাপত্তার উন্নতি করে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ABS উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করে, এটি নিরাপদ ড্রাইভিং অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে না। ড্রাইভারদের সবসময় সামনের গাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা উচিত, রাস্তার অবস্থার সাথে তাদের গতি এডজাস্ট করা উচিত এবং নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ব্রেক প্রয়োগ করা উচিত। ABS হল একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যা দায়িত্বশীল ড্রাইভিং আচরণের পরিপূরক।

২.৪ গাড়ির পানির মত পিছলে যাওয়ার (Aquaplaning/Hydroplanning) মুহূর্ত এবং গ্রিপ রিজার্ভ

ক. **হাইড্রোপ্লানিং এবং চাকা পিছলে যাওয়া** হাইড্রোপ্লানিং শব্দটি সাধারণত একটি পানি জমে থাকা রাস্তার উপরে গাড়ির টায়ার স্কিডিং করাকেই বুঝায়। হাইড্রোপ্লানিং হয়ে গেলে ঘাবড়ে না গিয়ে ঐ মুহূর্তে অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে আনাতে হবে এবং ব্রেক চাপা যাবে না। স্টিয়ারিংয়ে নিয়ন্ত্রন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে গতি কমে গেলেই রাস্তার সাথে পুনরায় টায়ারের সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং গাড়ি চালকের নিয়ন্ত্রনে আসবে। বৃস্টিতে গাড়িচালাতে গেলে আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা একান্ত জরুরী।

হাইড্রোপ্লানিং

খ. **মোটরযান হাইড্রোপ্লেন শুরু করলে করণীয়**

আপনি একজন চালক হিসেবে যতই দক্ষ এবং নিরাপদ হোন না কেন, হাইড্রোপ্ল্যানিং কার্যত যে কারও সাথেই ঘটতে পারে। যখন এটি হয়, তখন কী করবেন এবং কী করবেন না তা জানা আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

- শান্ত থাকুন এবং ধীর গতিতে থাকুন। আতঙ্কিত হওয়ার স্বাভাবিক তাগিদ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ব্রেক ছেড়ে দিন, নাহলে আপনার গাড়ি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

- ব্রেক পাম্প করুন, মানে ব্রেক বারবার দ্রুত ধরা ছারার মাধ্যমে রাখুন, ব্রেক প্যাডেলে হালকা পাম্পিং অ্যাকশন ব্যবহার করুন।
- স্কিড মধ্যে স্টীয়ারিং করুন। এটি পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু স্কিডের দিকে স্টিয়ারিং আপনার টায়ারগুলিকে পুনরায় আগের জায়গায় আনতে সাহায্য করতে পারে যাতে আপনি গাড়ির স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে পারেন।
- ট্র্যাকশন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। হাইড্রোপ্ল্যানিং পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পরে এটি মোটামুটি সুস্পষ্ট হবে কারণ আপনি স্বাভাবিকভাবে চালনা করতে সক্ষম হবেন।

২.৫ ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সুইচ

ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম (TCS) শনাক্ত করে যে গাড়ির চাকার মধ্যে ট্র্যাকশন কমে গেছে কিনা। রাস্তায় চাকার গ্রিপ হারাচ্ছে এমন একটি চাকা শনাক্ত করার পরে, সিস্টেমটি স্বয়ক্রিয়ভাবে সেই চাকার উপর ব্রেক প্রয়োগ করে বা পিছলে যাওয়া চাকায় গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাস করে।

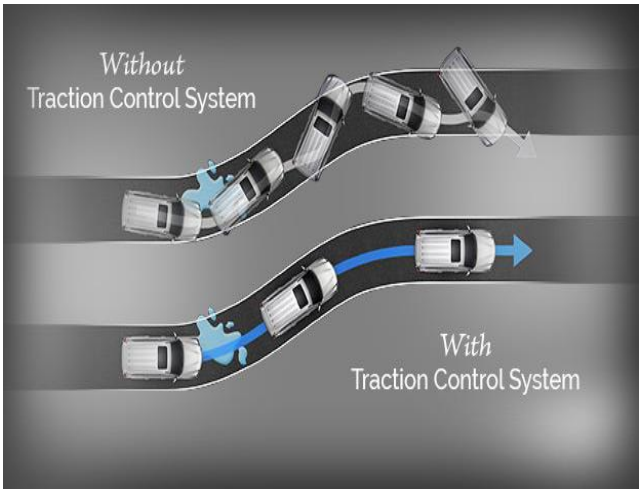

ট্র্যাকশন কন্ট্রোল অনেক আধুনিক যানবাহনের একটি বৈশিষ্ট্য যা ট্র্যাকশন বজায় রাখতে এবং বিভিন্ন ড্রাইভিং পরিস্থিতিতে চাকার স্লিপেজ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। এটি সেন্সর ব্যবহার করে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় যখন এক বা একাধিক চাকা পিছলে যায়, এবং তারপরে এটি ব্রেক প্রয়োগ করে বা ট্র্যাকশন ফিরে পেতে চাকার ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাস করে।

ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সাধারণত স্বয়ক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়, যখন এটি চাকা স্লিপেজ সনাক্ত করে তখন এক্টিভেট হয়। কিছু যানবাহন ড্রাইভিং অবস্থা এবং চালকের পছন্দের উপর নির্ভর করে ম্যানুয়ালি এটি চালু বা বন্ধ করার বিকল্পও প্রদান করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল চালু রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে রাস্তার পৃষ্ঠ পিচ্ছিল, যেমন বৃষ্টি, তুষার বা বরফ। সিস্টেমটি হুইলস্পিন প্রতিরোধ করে এবং ট্র্যাকশন বজায় রেখে স্থিতিশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। যখন স্টপ থেকে গতিতে চালনা শুরু হয়, স্পীডে গাড়ি চালানো হয়, বা পিচ্ছিল পৃষ্ঠে বাঁক নেওয়া হয় তখন এটি বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে।

এমন কিছু পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে সাময়িকভাবে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল বন্ধ করা উপকারী। উদাহরণস্বরূপ, গভীর তুষার বা বালিতে, যেখানে সামান্য পরিমাণ হুইলস্পিন আসলে গাড়িটিকে ট্র্যাকশন পেতে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। কিছু অফ-রোড ড্রাইভিং পরিস্থিতিতে চাকাগুলিতে আরও ভাল ট্র্যাকশনের জন্য ট্র্যাকশন কন্ট্রোল বন্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে।

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

১. অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ কেন রাখা হয়?

উত্তর:

২. অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম কি?

উত্তর:

৩. ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম (TCS) কি?

উত্তর:

৪. হাইড্রোপ্লানিং বলতে কি বুঝায়?

উত্তর:

৫. ড্রাইভিং এর সময় স্টীয়ারিং হুইলে কোন পজিশনে ধরতে হয়?

উত্তর:

৬. স্কিড প্রতিরোধের জন্য কি করতে হয়?

উত্তর:

৭. ECU কি?

উত্তর:

৮. ফোর-হুইল স্কিড বলতে কি বুঝায়?

উত্তর:

উত্তর পত্র (Answer Key)- ২: গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সঠিক কাজগুলি করা

১. অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ কেন রাখা হয়?

উত্তর: ড্রাইভিং এবং যানবাহন পরিচালনার প্রেক্ষাপটে, "অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা" বলতে সাধারণড্রাইভিং অবস্থার জন্য যা প্রয়োজন তার বাইরে আলাদা টায়ার থেকে যে অতিরিক্ত গ্রিপ বা ট্র্যাকশন পাওয়া যায় তা বোঝায়। এই অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপটি অনেক ভাল নিরাপত্তা প্রদান করতে এবং রাস্তার অবস্থা বা জরুরী অবস্থার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য অব্যবহৃত রেখে দেওয়া হয়।

২. অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম কি?

উত্তর: অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS) হল একটি নিরাপত্তাবিশিষ্ট অ্যান্টি-স্কিড ব্রেকিং সিস্টেম যা বিমান এবং স্থল যানবাহন যেমন গাড়ি, মোটরসাইকেল, ট্রাক এবং বাসে ব্যবহৃত হয়। ABS ব্রেক করার সময় চাকাগুলোকে লক করা থেকে বিরত রেখে কাজ করে, যার ফলে রাস্তার পৃষ্ঠের সাথে ট্র্যাক্টিভ যোগাযোগ বজায় থাকে এবং চালককে গাড়ির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগ দেয়।

৩. ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম (TCS) কি?

উত্তর: ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম (TCS) শনাক্ত করে যে গাড়ির চাকার মধ্যে ট্র্যাকশন কমে গেছে কিনা। রাস্তায় চাকার গ্রিপ হারাচ্ছে এমন একটি চাকা শনাক্ত করার পরে, সিস্টেমটি স্বয়ক্রিয়ভাবে সেই চাকার উপর ব্রেক প্রয়োগ করে বা পিছলে যাওয়া চাকায় গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাস করে।

৪. হাইড্রোপ্লানিং বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: হাইড্রোপ্লানিং শব্দটি সাধারণত একটি পানি জমে থাকা রাস্তার উপরে গাড়ির টায়ার স্কিডিং করাকেই বুঝায়। হাইড্রোপ্লানিং হয়ে গেলে ঘাবড়ে না গিয়ে ঐ মুহূর্তে অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে আনাতে হবে এবং ব্রেক চাপা যাবে না। স্টিয়ারিংয়ে নিয়ন্ত্রন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে গতি কমে গেলেই রাস্তার সাথে পুনরায় টায়ারের সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং গাড়ি চালকের নিয়ন্ত্রনে আসবে।

৫. ড্রাইভিং এর সময় স্টীয়ারিং হইলে কোন পজিশনে ধরতে হয়?

উত্তর: হাত স্টিয়ারিং হুইলে "নাইন এবং থ্রি" পজিশনে রেখে ভাল করে গ্রিপ করে রাখতে হয়।

৬. স্কিড প্রতিরোধের জন্য কি করতে হয়?

উত্তর: স্কিড প্রতিরোধে করণীয়

ক. নিশ্চিত করুন যে আপনার টায়ারে পর্যাপ্ত গ্রিপ আছে। টায়ার একটি "ওয়ের বার" দিয়ে তৈরি করা হয় ব্যবহারের সময় যদি টায়ারের স্তর "ওয়ের বার" এর স্তরে পৌঁছায়, তবে নতুন টায়ার কিনে লাগাতে হয়। আপনি উপর থেকে একটি সরু বস্তু ঢুকিয়ে আপনার গাড়ির টায়ার পরীক্ষা করতে পারেন।

খ. ভেজা, বরফ বা তুষার পড়তেছে এরকম অবস্থায় ধীরে ধীরে গাড়ি চালান।

গ. আপনার এবং আপনার সামনের গাড়ির মধ্যে একটি উপযুক্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এতে আপনার সামনের ড্রাইভার থামলে আপনার রেসপন্স জানাতে আপনার কাছে সময় থাকবে ব্রেক করার। হঠাৎ থামার চেষ্টা করলে স্কিড হতে পারে।

ঘ. একটি বক্ররেখা বা বাঁকে প্রবেশ করার আগে গাড়ির গতি কমাতে হবে। খুব দ্রুত বাঁক নেওয়া বা মোড়ের চারপাশে যাওয়ার সময় হঠাৎ ব্রেক করা স্কিডের কারণ হতে পারে।

৭. ECU কি?

উত্তর: Electronic Control Unit.

৮. ফোর-হুইল স্কিড বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: গাড়ি চালানোর সময় চার চাকার স্কিড, যা ফোর-হুইল স্লাইড বা ফোর-হুইল ড্রিফ্ট নামেও পরিচিত, তখন ঘটে যখন একটি গাড়ির চারটি চাকা একই সাথে রাস্তার পৃষ্ঠের সাথে ট্র্যাকশন হারায় এবং গাড়িটি পাশের দিকে স্লাইড বা প্রবাহিত হয়। এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি যার ফলে গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রন হারানো এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জব শিট (Job Sheet)- ২.১ : অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার করা।

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা এবং ব্যবহার করা সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- শান্ত থাকতে হবে এবং সতর্ক থকতে হবে,
- স্টীয়ারিং ভালভাবে গ্রিপ করে ধরে রাখতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. গাড়ির টায়ার রাস্তায় তাদের গ্রিপ হারিয়ে ফেলে তখন স্কিডিং ঘটে। যখন টায়ার তাদের গ্রিপ হারিয়ে ফেলে, তখন আপনি আপনার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাবেন এবং আপনি দুর্ঘটনার পতিত হতে পারেন।
২. ব্রেক করা বন্ধ করুন এবং গাড়ির গতি হ্রাস করুন।
৩. আপনি যে দিকে যেতে চান দ্রুত স্টিয়ারিং হুইলটি সেদিকে ঘুরিয়ে দিন।
৪. এক্সিলারেটর প্যাডেল থেকে আপনার পা সরিয়ে নিন এবং গিয়ার নিউট্রাল এ স্থানান্তর করুন, কিন্তু দ্রুত স্টীয়ারিং হুইল ঘুরানোর চেষ্টা করবেন না।
৫. গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করুন এবং চাকায় অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ লাগান।
৬. আবার গাড়ি চালু করে সামনে আগানোর চেষ্টা করুন।
৭. চাকা পাশের দিকে স্কিড করার সাথে সাথে টায়ার গ্রিপ গাড়ির গতি কমিয়ে দেবে এবং ট্র্যাকশন ফিরে আসবে। এই সময় আপনি যে দিকে যেতে চান সেদিকে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি চালনা করুন। তারপর ট্রান্সমিশনটিকে "ড্রাইভে" রাখুন বা ক্লাচটি ছেড়ে দিন এবং আস্তে আস্তে গতি বৃদ্ধি করুন।
৮. সামনের চাকাগুলি যে দিকে যেতে চান সেদিকে চালনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার পিছনের চাকা বাম দিকে স্লাইডিং হয়, বাম দিকে স্টিয়ারিং চালনা করুন। যদি ডান দিকে স্লাইডিং করে তাহলে ডান দিকে স্টীয়ারিং ঘুরান।
৯. সামনের চাকা সোজা হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনার গাড়ির পিছনের চাকাগুলি অন্যভাবে স্লাইড করা শুরু করে, তবে স্টিয়ারিং হুইলটিকে সেই দিকে ঘুরানো শুরু করুন। আপনার গাড়িটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে আপনাকে কয়েকবার বাম এবং ডানদিকে যেতে হতে পারে।
১০. আপনার যদি স্ট্যান্ডার্ড ব্রেক থাকে তবে সেগুলি আস্তে আস্তে পাম্প করুন।
১১. আপনার যদি অ্যান্টি-লক ব্রেক (ABS) থাকে তবে ব্রেক পাম্প করবেন না। ব্রেকগুলিতে জোরে চাপ প্রয়োগ করুন। আপনি ব্রেক পালস অনুভব করবেন এবং এটি স্বাভাবিক।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ২.১ : অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখা, ব্যবহার করা এবং স্কিড থেকে পুনরুদ্ধার

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	কার্যকারী মোটরযান	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	টায়ার গ্রিপ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	ওয়ার্নিং ডিভাইস	স্ট্যান্ডার্ড	সেট	০১

জব শিট (Job Sheet)- ২.২ : ফোর হুইল স্কিড থেকে গাড়ি পুনরুদ্ধার করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় ফোর হুইল স্কিড থেকে গাড়ি পুনরুদ্ধার করা সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- শান্ত থাকতে হবে এবং সতর্ক থকতে হবে,
- স্টীয়ারিং ভালভাবে গ্রিপ করে ধরে রাখতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. ফোর হুইল স্কিড হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল শান্ত থাকা এবং আতঙ্ক এড়ানো। আতঙ্কিত হওয়ার কারণে ভূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।
২. গাড়ির পিছনের অংশ যদি বাম দিকে পিছলে যায় (ওভারস্টিয়ার), স্টিয়ারিং হুইলটি আলতো করে বাম দিকে ঘুরিয়ে দিন।
৩. যদি এটি ডানদিকে (আন্ডারস্টিয়ার) স্লাইডিং হয়, তাহলে আলতো করে ডানদিকে যান। এটি নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে।
৪. আকস্মিক বা আক্রমণাত্মক স্টিয়ারিং ঘুরানো এড়িয়ে চলুন।
৫. অতিরিক্ত সংশোধন স্কিডকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে।
৬. এক্সিলারেটর থেকে আপনার পা সরিয়ে নিন।
৭. এটি গাড়ির ওজনকে সামনের দিকে সরাতে এবং সামনের চাকার ট্র্যাকশন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।
৮. হার্ড ব্রেক করবেন না।
৯. ধীরে ধীরে মন্থর করার জন্য ব্রেকগুলিতে মৃদু এবং অবিচলিত চাপ প্রয়োগ করুন।
১০. কোথায় যেতে চান তার দিকে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন, স্কিড করে গাড়ি বর্তমানে কোথায় যাচ্ছে তা নয়।
১১. আপনার শরীর আপনার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, তাই সঠিক দিকে তাকানো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে।
১২. চাকা স্কিড হওয়া কমে গেলে গাড়ি স্থির করার চেষ্টা করুন।
১৩. ধীরে ধীরে সামনের দিকে আগাতে থাকুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ২.২ : ফোর হুইল স্কিড থেকে গাড়ি পুনরুদ্ধার করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস:

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	কার্যকারী মোটরযান	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	টায়ার গ্রিপ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	ওয়ার্নিং ডিভাইস	স্ট্যান্ডার্ড	সেট	০১

শিখনফল -৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১ ইমার্জেন্সি প্রসিডিউর অনুযায়ী ইমারজেন্সি ও সম্ভাব্য ইমারজেন্সি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। ২ ইমারজেন্সি সিচুয়েশনের জটিলতার ভিত্তিতে এ্যাকশনের অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। ৩ রেগুলেটরি ও কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ৪ ইমারজেন্সি প্রসিডিউর এবং/ অথবা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী রেস্পন্সিবিলিটি পালন করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১ প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২ সিবিএলএম ৩ হ্যান্ডআউটস ৪ ল্যাপটপ ৫ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬ কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭ ইন্টারনেট সুবিধা ৮ হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯ অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১ ইমারজেন্সি ও সম্ভাব্য ইমারজেন্সি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন ২ ইমারজেন্সি ▪ অপরাধের ঘটনা (হোল্ড-আপ, অপহরণ এবং সম্পর্কিত অপরাধ) ▪ হিট এবং রান ▪ ইঞ্জিন ওভারহিটিং বা ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের ফলে আগুনের সূত্রপাত ৩ ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এ্যাকশন ৪ এ্যাকশন ▪ প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ▪ আহত যাত্রীকে নিকটতম মেডিকেল সুবিধাতে পাঠানো ▪ সড়ক অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে থানায় পাঠানো ▪ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গাড়িতে উঠার জন্য যাত্রীদের মনেকরিয়ে দেওয়া ▪ জরুরি সার্ভিসগুলির আগমনের আগে এবং পরে সাইট কন্ট্রোলে সহায়তা করা ▪ ফ্ল্যাট টায়ার পরিবর্তন করা ▪ ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন সাফ করা ৫ ঘটনার প্রতিবেদন ৬ ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রেস্পন্সিবিলিটি ▪ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা ▪ বীমা সুবিধার দাবি ▪ ভুক্তভোগীর স্বজনদের অবহিত করা ৭ তদন্ত এবং কর্তৃপক্ষ ইনকোয়ারিতে রেসপন্স করা
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১ গাড়ির ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা। ২ ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত পরীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা।
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৩ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৩-এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন। ▪ জব শিট- ৩.১ গাড়ীর ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ৩.১ গাড়ীর ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা। ▪ জব শিট- ৩.২ : ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ৩.২ : ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ-

৩.১ ইমারজেন্সি ও সম্ভাব্য ইমারজেন্সি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন
৩.২ ইমারজেন্সি
৩.৩ ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এ্যাকশন
৩.৪ এ্যাকশন
৩.৫ ঘটনার প্রতিবেদন
৩.৬ ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রেস্পন্সিবিলিটি
৩.৭ তদন্ত এবং কর্তৃপক্ষ ইনকোয়ারিতে রেসপন্স করা।

৩.১ ইমারজেন্সি ও সম্ভাব্য ইমারজেন্সি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করন

ইমার্জেন্সি বা জরুরী পরিস্থিতি হল অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা পরিস্থিতি যা নিরাপত্তা, সম্পত্তি বা সুস্থতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিগুলো চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়ন জরুরী। জরুরী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কীভাবে জরুরী এবং সম্ভাব্য জরুরী পরিস্থিতি সনাক্ত করা যায় এবং মূল্যায়ন করা যায় তার একটি সাধারণ রূপরেখা এখানে এখানে দেওয়া হয়েছে;

ক. **সতর্কতা এবং পর্যবেক্ষণ** সবসময় সজাগ মানসিকতা বজায় রাখা এবং সক্রিয়ভাবে আপনার চারপাশ পর্যবেক্ষণ করা আপনাকে সম্ভাব্য জরুরী পরিস্থিতি সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। এতে অস্বাভাবিক শব্দ, গন্ধ, দর্শনীয় স্থান বা আচরণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া অন্তর্ভুক্ত যা সমস্যা বা বিপদ নির্দেশ করতে পারে।

খ. **ঝুঁকি মূল্যায়ন** একবার একটি সম্ভাব্য জরুরী পরিস্থিতি চিহ্নিত করা হলে, এটির ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে পরিস্থিতির তীব্রতা, সম্ভাব্য বিপদ এবং ব্যক্তি, সম্পত্তি বা পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা। ঝুঁকি মূল্যায়ন উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানানো এবং প্রয়োজনীয় সংস্থান বরাদ্দ করতে সহায়তা করে।

গ. **জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা** আপনার অবস্থান বা সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনাগুলোর সাথে নিজেকে পরিচিত করুন। এই পরিকল্পনাগুলো বিভিন্ন জরুরী পরিস্থিতিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। বিভিন্ন ধরনের জরুরী অবস্থার জন্য উচ্ছেদ পদ্ধতি, জরুরী যোগাযোগ এবং নির্দিষ্ট প্রোটোকল অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

ঘ. **প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা** জরুরী পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরী পরিস্থিতি সনাক্ত এবং মূল্যায়ন করার জন্য আপনার দক্ষতা বাড়াতে পারে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ সেশন এবং মহড়াগুলো ব্যক্তিদের বিভিন্ন জরুরী পরিস্থিতিতে নেওয়া নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

ঙ. **যোগাযোগ এবং রিপোর্টিং** একবার একটি সম্ভাব্য জরুরী পরিস্থিতি চিহ্নিত করা হলে, জরুরী প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিদের কাছে অবিলম্বে এবং সঠিকভাবে তথ্য পাঠানো বা যোগাযোগ করা অপরিহার্য। এতে জরুরী সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করা, সুপারভাইজারদের সতর্ক করা বা জরুরী অ্যালার্ম সিস্টেম সক্রিয় করা ইত্যাদি থাকতে পারে।

চ. **চলমান পর্যবেক্ষণ** জরুরী পরিস্থিতিতে, যেকোনো পরিবর্তন বা উন্নয়নের জন্য পরিস্থিতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রতিক্রিয়া কৌশলগুলোর সমন্বয়ের অনুমতি দেয়।

মনে রাখবেন, জরুরী পরিস্থিতি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং প্রোটোকলগুলো প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন প্রতিষ্ঠানের ধরন, শিল্প বা অবস্থান। জরুরী পরিস্থিতিতে কার্যকর এবং নিরাপদ

প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে আপনার সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জরুরী পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করা অপরিহার্য।

৩.২ ইমারজেন্সি

জরুরী ব্যবস্থাপনার সমন্বয়কারী ক্রিটিকাল ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম এবং জরুরী পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগুলির জন্য দায়বদ্ধ। এগুলো একটি সর্ব-বিপদ দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া এবং জরুরী ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা হিসাবে ডিজাইন করা হয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা, প্রশমন, প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারের ক্রিয়াকলাপ।

রেসপন্স করার জন্য অগ্রাধিকার হল-

- মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করুন এবং নিরাপদ করা
- ঘটনা স্থিতিশীলকরণের জন্য সবাইকে প্রস্তুত রাখা
- সম্পত্তি এবং অবকাঠামো সুরক্ষিত করা
- পরিবেশ রক্ষা এবং সংরক্ষণ করা।

জরুরী পরিস্থিতিতে চালকরা যে সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হল ট্রানজিট যানটি সরিয়ে নেওয়া হবে কি না। যদি ধোঁয়া বা আগুন থাকে তবে প্রথমে যাত্রীদের সরিয়ে ফেলুন, তারপরে কারণ তদন্ত করুন। ইঞ্জিন থেকে যদি ধোঁয়া বা আগুন আসে তবে হুডটি কখনও খুলবেন না।

- যাত্রীদের সাথে শান্তভাবে যোগাযোগ করুন যে সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, তারা বের হওয়ার জন্য কোন পথটি ব্যবহার করবেন এবং বাহন ছেড়ে যাওয়ার পরে তারা কোথায় অবস্থান করবেন।
- যদি কোন প্রতিবন্ধী, দুর্বল প্রবীণ, শিশু বা হুইলচেয়ার যাত্রী থাকে তবে চলনক্ষম যাত্রীদের কাছে সরিয়ে নেওয়ার সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
- সমস্ত যাত্রী যানটি থেকে সরানো হয়ে গেলে, শান্তভাবে যাত্রীদের একটি নিরাপদ অঞ্চলে গাইড করুন, তাদের অবস্থা নির্ধারণ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে জরুরী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

ক. অপরাধের ঘটনায় করণীয় (হোল্ড-আপ, অপহরণ এবং সম্পর্কিত অপরাধ)

ফৌজদারি আইনে অপহরণ হল বেআইনীভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করা। অ্যাসপোর্টেশন/অপহরণ সাধারণত জোর করে বা ভয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় না। অর্থাৎ অপরাধী শিকারকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, তবে শিকার স্বেচ্ছায় গাড়ীতে উঠার জন্য প্ররোচিত হলেও এটি অপহরণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

এমন পরিস্থিতিতে আপনার নিরাপত্তা এবং আপনার যাত্রীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন। যতটা সম্ভব শান্ত থাকুন এবং আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ বা উস্কানি দেবেন না। আপনার হাত দৃশ্যমান রাখুন এবং হঠাৎ মুভমেন্ট এড়িয়ে চলুন যা পরিস্থিতিকে প্রতিকূলে নিয়ে যেতে পারে। যদি আক্রমণকারীরা আপনার জিনিসপত্র বা গাড়ি দাবি করে, তাদের দাবি মেনে চলুন এবং নায়ক হওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার জীবন বস্তুগত সম্পদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। আততায়ীদের চেহারা, কণ্ঠস্বর, এবং পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারীর জন্য উপযোগী হতে পারে এমন কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত মনোযোগ দিন। পরিস্থিতির ঠিক হলে ঘটনার রিপোর্ট করতে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা তাদের সরবরাহ করুন। ড্রাইভিং করার সময় আটকে থাকার সম্মুখীন হলে সর্বদা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিন সম্পদের চেয়ে।

খ. হিট এবং রান

হিট অ্যান্ড রান একটি অপরাধ। গুরুতর আঘাত এবং কাউকে আহত করে দূর্ঘটনার স্থান থেকে পালিয়ে গেলে হিট এন্ড রান ঘটে। আপনি যদি আঘাত করেন এবং পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান এবং এর মধ্যে কেউ আহত হয়েছে এবং যদি ধরা পড়ে যান তবে জরিমানা এবং কারাদন্ডের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আহত ব্যক্তির দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করা যেতে পারে। দুর্ঘটনার স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে বাদীর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ও দিতে হতে পারে।

গ. ইঞ্জিন ওভারহিটিং বা ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের ফলে আগুনের সূত্রপাত

আগুন ধরার জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন: অক্সিজেন, জ্বালানী এবং তাপ। গাড়িতে আগুন লাগে সাধারণত জ্বালানী, বৈদ্যুতিক সিস্টেম, এক্সস্ট সিস্টেম এবং পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক তরল ইত্যাদির কারণে। যদিও এখন পর্যন্ত, যানবাহনের আগুনের সবচেয়ে বড় কারণ হল জ্বালানী।

ঘ. জ্বালানী সম্পর্কিত আগ্নিকান্ড

যেসকল অংশে জ্বালানী সংযোগ থাকে যেমন ফুয়েল ইনজেক্টর এবং ফুয়েল প্রেশার রেগুলেটর এই ক্ষেত্রে যানবাহনের আগুন সেসকল অংশে লাগতে পারে। এই দুটি উপাদানের ও-রিং রয়েছে যা সময় এবং শুষ্ক উত্তাপের কারণে বের হয়ে যেতে পারে যা অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে। ফুয়েল ইনজেক্টর এবং ফুয়েল প্রেশার রেগুলেটর চাপের মধ্যে থাকে এবং যা একবার গাড়ি চলার সময় ফাটল বা ভেঙ্গে গেলে বা ও-রিং ফুটা হয়ে গেলে, জ্বালানী লিক করে ফোঁটা ফোঁটা পড়বে বা স্প্রে এর মতও বের হতে পারে। এই জ্বালানীর লিকেজ উতসটির সাথে ইগনিশনের সংযোগ হলেই আগুন ধরতে পারে।

বৈদ্যুতিক কারণে যানবাহন অগ্নিকান্ড: গাড়িতে বৈদ্যুতিক আগুন সাধারণত মানুষের ত্রুটির কারণে ঘটে। উদাহরণ:

- ভুল নিয়মে ব্যাটারি ইনস্টল করা হলে,
- হিট সিংক বা তারের সংযোগ ত্রুটি,
- অফ-রোড লাইটিং সঠিকভাবে ইনস্টল করা না হলে,
- উচ্চ ভোল্টেজ এর সংযোগ সমূহ ভালভাবে না দিলে বা লুজ থাকলে,
- বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ভাল মানের কার ব্যবহার না করলে।

ঙ. এক্সহস্ট সিস্টেম সম্পর্কিত গাড়ির আগুন

গাড়ির আগুনের পরিপ্রেক্ষিতে এক্সহস্ট থেকে আগুন লাগা বেশ সাধারণ ব্যপার। এক্সোস্ট সিস্টেম এর দৈঘ্য অনেক হওয়ায় এটি যানবাহনের অনেক অংশ পরিবেষ্টন করে এবং এক্সোস্ট সিস্টেম প্রচুর পরিমাণে গরম স্পট তৈরি করে। যানবাহনের নিচে আমরা এক্সহস্ট পাইপটির দিকে খেয়াল করলে সেখানে ক্যাটালিটিক কনভার্টার দেখি (কিছু গাড়িতে বর্তমানে ২টা বা ৪টা থাকে) যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে। অনেকদিন ধরে ব্যবহারের সাথে সাথে, ক্যাটালিটিক কনভার্টার জ্যাম হয়ে যেতে পারে এবং এটি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। যখন এক্সহস্ট সিস্টেম মেরামত করার পরে হিট সিংক সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় না তখন আগুন ধরে যেতে পারে। এই এক্সহস্ট সিস্টেম এর উচ্চ তাপমাত্রার কারণে গাড়িতে অগ্নিকান্ড হতে পারে।

চ. পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক তরল দ্বারা সৃষ্ট গাড়ির আগুন

পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক তরল (তেল) যা ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন সিস্টেম, পাওয়ার স্টিয়ারিং এবং রিয়ার-এন্ড ডিফারেনশিয়াল এ ব্যবহার হয়। এই ধরনেন ফ্লুইড থেকে অগ্নিকান্ড সাধারণত খুব সহজে হয় না। তবে একবার এই আগুন লাগলে তা অনেক মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময়ের প্রথম দিকে বৃষ্টির সময় চৌরাস্তার চারপাশে অনেক পিচ্ছিল হয়। এই পিচ্ছিলতা সৃষ্টি হয় গাড়ি থেকে তেল পরে। বছরের পর বছর শুকনো জলবায়ুতে গাড়ির তেলের সিলগুলি শুকিয়ে যায়, মানবদেহের ত্বকের মতো নয়, যাতে প্রায়শই ধীরে ধীরে ছোট এবং স্থায়ী ছিদ্র হয়ে যায়। এধরণের লিকযুক্ত গাড়ির পার্টসগুলো রাস্তায় বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে। সময়ের সাথে সাথে এই ছিদ্রগুলো দিয়ে লিক হওয়া তেল ইঞ্জিন এবং চ্যাসিসের চারপাশে জমে ও জমাট বাঁধে, যা ইঞ্জিন এবং গাড়ির বডি পার্টস এর অপ্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং তেল আগুন ধরার জন্য এক দুর্দান্ত উৎস। তেল এর আগুন খুব কম সময়ে ছড়িয়ে পরতে পারে।

ছ. গাড়ির আগুন রোধে করণীয়

যদি কেবল সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তবে বেশিরভাগ যানবাহনের অগ্নিকান্ড এড়ানো সম্ভব হবে। তবে সময় এবং অর্থ সবসময় পাশে থাকে না এবং সবাই তারাতারি সে কাজগুলো স◌পাদন করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজগুলো এড়িয়ে চলে - তবে দিনগুলো মাসে রূপান্তরিত হয় এবং তারপরেও মোটরযানের রক্ষণাবেক্ষণ পুরোপুরি ভুলে যায়, যতক্ষণ না মোটরযানের কোন সমস্যা হয়।

গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং ওয়্যারিংগুলো নিয়মিত মেইনটেইন করা, গাড়ি চালানোর সময় নিরাপত্তা বজায় রাখা, গাড়িতে নিরাপদ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সতর্কতার চিহ্নগুলো পর্যবেক্ষণ করে গাড়িতে আগুন প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- মোটরযান চালানোর আগে সবকিছু চেক করে নিন।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর বৈদ্যুতিক সংযোগ ভালভাবে চেক করুন।
- আগুনের ঝুঁকি হ্রাস করতে গাড়ির প্রতিটি তেল এর জায়গা চেক করে দেখুন।
- প্রতিটি গাড়ির একটি রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী থাকে যা মোটরযান প্রস্তুতকারকের দ্বারা প্রস্তাবিত- এবং তা মেনে চললে যানবাহনের অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং মোটরযানের অন্যান্য সমস্যাও সমাধান হতে পারে।
- অনেক জ্বালানী সঞ্চালন অংশ পরীক্ষা করতে হলে উপরের ঢাকনা বা যন্ত্রাংশগুলো সরানো ছাড়া পরীক্ষা করা অসম্ভব। সেগুলো খুলে নিয়মিত চেক করে দেখুন।
- কখনো কোন মেরামত প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই মেরামত করে নিন।
- মোটরযানে দাহ্য পদার্থ রাখা থেকে বিরত থাকুন, গাড়িতে ধুমপান করবেন না।
- গাড়িতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখুন।
- গাড়ি যদি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়, তাহলে ইঞ্জিন কে ঠান্ডা হওয়ার সময় দিন- বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

জ. গাড়িতে আগুন লাগলে করণীয়

যে মুহূর্তে গাড়িতে আগুন ধরে গেছে মনে হবে, চালককে অবশ্যই রাস্তা থেকে নেমে যাওয়ার সিগন্যাল দিয়ে রাস্তা থেকে পাশে নেমে যেতে হবে এবং কোন সুরক্ষিত জায়গায় পার্ক করতে হবে যেখানে ট্রাফিক অবরোধ হবেনা।

- যদি রাস্তা থেকে নামার কোন উপায় না থকে ভারী যানজটে আটকা পড়ে যায় তবে হ্যজার্ড লাইট (ঝুঁকিপূর্ণ বাতি) চালু করুন এবং গাড়িটি পার্কিং করুন।
- গাড়িটি বন্ধ করে বেরিয়ে আসতে হবে এবং নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করুন।
- যানবাহনের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বিষাক্ত ধোঁয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে যা শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা করতে পারে। তাই দ্রুত গাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে।
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার জানা থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে। গাড়িতে সবসময় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকা জরুরী।
- যদি গাড়িতে আগুন লাগার পর নিভানোর কাজের অভিজ্ঞতা না থাকে তবে এটি চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পেশাদারদের উপর ছেড়ে দিতে হবে।
- জরুরী নম্বরে সাহায্যো জন্য ফোন করতে হবে।

গাড়ির অগ্নিকান্ড সাধারণ ঘটনা নয়, তবে অগ্নিকান্ড ঘটে থাকে। গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলে, জ্বলে পুড়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভবত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

ঝ. দুর্ঘটনা, আগুন এবং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করা

- গাড়িটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দিন। এটি ধোঁয়া থেকে আগুনের বিস্তার থেকে রক্ষা করবে।
- যানবাহনের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তাই দ্রুত গাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার জানা থাকলে তা ব্যবহার করুন। গাড়িতে সবসময় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকা জরুরী।
- যদি গাড়িতে আগুন লাগার পর নিভানোর কাজের অভিজ্ঞতা না থাকে তবে এটি চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকুন।
- যদি আগুন গাড়ির সামনের দিকের কাছাকাছি বা হুডের নীচে থাকে তবে হুড কোনভাবেই তোলা যাবে না।
- জরুরী নম্বরে কল করুন এবং জরুরী ভিত্তিতে আপনার সুপারভাইজার এর সাথে যোগাযোগ করুন।
- কান্ত থাকার চেষ্টা করুন এবং নিশ্বাস ফেলে নিজেকে নিরাপদ রাখুন।
- আপনার গাড়ি নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন এবং হ্যাজার্ড লাইট জালিয়ে দিন।
- গাড়ি থেকে সবাইকে বের করে নিরাপদ অনস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।
- আহত মানুষের জন্য ফার্স্ট এইড এর প্রয়োজন হলে জরুরি চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করুন।
- গাড়িতে শিশু থাকলে তাদের নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যাবেন এবং শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে।

৩.৩ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এ্যাকশন

ট্রানজিট সংস্থার প্রেরণকারী বা অন্যান্য মূল প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কর্মীদের সাথে জরুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে কী কী মূল তথ্য জানাতে হবে তা ড্রাইভারকে বুঝতে হবে। ড্রাইভারকে অবশ্যই পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং জরুরি চিকিৎসা ব্যক্তিদের সহায়তা করতে হবে যারা ট্রানজিট গাড়ির জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়। ড্রাইভারকে জরুরী প্রতিক্রিয়া কর্মীদের যানবাহনের সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানাতে হবে, যেমন জরুরী প্রস্থানের অবস্থান এবং ব্যবহার বা জরুরী শাট-অফের অবস্থান।

কী এবং কীভাবে যাত্রীদের কাছে যোগাযোগ করবেন: জরুরী অবস্থায় মূল বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার সময় ড্রাইভারকে অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে; চালককে যাত্রীদের সাথে স্পষ্ট এবং শান্তভাবে সরিয়ে নেওয়ার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজের উদ্দেশ্যগুলি জানাতে হবে। চালকরা সহজেই বিভ্রান্ত, জ্ঞানীয় দুর্বলতা বা সংবেদনশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরিয়ে দিতে সহায়তা করতে পারে যাতে তারা তাদের জীবন-হুমকি দেখতে বা শুনতে না পায় বা ভয় না পায়।

যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার পরে, কোন নিরাপদ স্থানে জড়ো হওয়া নিশ্চিত করার জন্য চালকের দায়িত্ব থাকে। ড্রাইভারের উচিত সমস্ত যাত্রীদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির পথ থেকে বের করা, ট্রাফিকের বাইরে কোন সুরক্ষিত অঞ্চলে, যদি সম্ভব হয় যানবাহন থেকে সর্বনিম্ন ১০০ ফুট দূরত্বে নিয়ে যাওয়া। ড্রাইভার যদি কাজটি পরিচালনা করতে না পারে তবে জরুরী অবস্থা থেকে দূরে যাত্রীদের গাইড করার জন্য তাদের মধ্য থেকে একজন উপযুক্ত যাত্রী মনোনীত করতে হবে।

গাড়িতে আগুন লাগার ক্ষেত্রে-

- গাড়িটি পুরোপুরি থেমে গেলে ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দিন। এটি ধোঁয়া থেকে আগুনের বিস্তার থেকে রক্ষা করবে।
- যানবাহনের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বিষাক্ত ধোঁয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে যা শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা করতে পারে। তাই দ্রুত গাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার জানা থাকলে তা ব্যবহার করুন। গাড়িতে সবসময় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকা জরুরী।
- যদি গাড়িতে আগুন লাগার পর নিভানোর কাজের অভিজ্ঞতা না থাকে তবে এটি চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকুন। পেশাদারদের কারো উপর ছেড়ে দিন।
- জরুরী নম্বরে কল করুন এবং জরুরী ভিত্তিতে আপনার সুপারভাইজার এর সাথে যোগাযোগ করুন।

গাড়ি চালানোর সময় জরুরী সময়ে দূর্ঘটনা কবলিতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা তাদের মঙ্গল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে কিছু পদক্ষেপ রয়েছে যা আপনি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে সহায়তা করতে পারেন:

ক. **আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা** চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করার আগে, আপনার নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাফিক থেকে দূরে, নিরাপদ স্থানে আপনার গাড়ি পার্ক করুন এবং অন্যদের সতর্ক করার জন্য হ্যাজার্ড লাইট সক্রিয় করুন। যে কোনো চলমান বিপদের জন্য দৃশ্যটি মূল্যায়ন করুন, যেমন আগুন, জ্বালানি লিকেজ, বা অস্থিতিশীল কাঠামো এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

খ. **জরুরী সার্ভিসগুলিতে কল করা** ঘটনার রিপোর্ট করতে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য দিতে জাতীয় জরুরি সার্ভিসের নম্বরে (999) ডায়াল করুন। লাইনে থাকুন এবং তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন, কারণ তারা জরুরি অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

গ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা** আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবস্থা মূল্যায়ন করুন। তারা সচেতন আছেন কিনা, শ্বাস নিচ্ছেন কিনা এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। আহত ব্যক্তির সাথে সাবধানতার সাথে যোগাযোগ করুন এবং নিজের পরিচয় দিন, ব্যাখ্যা করুন যে আপনি সাহায্য করার জন্য আছেন।

ঘ. **প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা** আপনার যদি প্রাথমিক চিকিৎসার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকে, তাহলে আপনার সামর্থ্যের মধ্যে মৌলিক জীবন রক্ষাকারী হস্তক্ষেপগুলি পরিচালনা করুন। এর মধ্যে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর), রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা বা আহত ব্যক্তির ঘাড় এবং মেরুদন্ড স্থিতিশীল করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যদি সন্দেহভাজন মেরুদন্ডের আঘাত থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সময় DRSABCD (Danger, Response, Send for help, Airway, Breathing, CPR, Defibrillation) নীতিগুলি অনুসরণ করুন।

ঙ. **বাইস্ট্যান্ডারদের কাছ থেকে সহায়তার অনুরোধ করা** যদি সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে যারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম, তাদের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করুন। এর মধ্যে কাউকে অতিরিক্ত চিকিৎসা সহায়তা বা সহায়তা ফ্ল্যাগ ডাউন করার নির্দেশ দেওয়া, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহ সংগ্রহ করা বা প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

চ. **আহত ব্যক্তির সাথে থাকা** চিকিৎসা দেওয়ার জন্য চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে গেলে, তাদের পরিস্থিতি এবং আপনার করা প্রাথমিক চিকিৎসা ও যত্ন সম্পর্কে যে কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করুন। আহত ব্যক্তির সাথে থাকুন যতক্ষণ না চিকিৎসা কর্মীদের দ্বারা উপশম হয়, যদি না এটি অনিরাপদ হয়ে পড়ে বা আপনাকে জরুরী **সার্ভিস** কর্মীর দ্বারা চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩.৪ এ্যাকশন

জরুরী সার্ভিসের আগমনের আগে এবং পরে সাইট নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদান পরিস্থিতির সাথে জড়িত প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সাহায্য করতে পারেন এমন কিছু উপায় দেওয়া আছে-

ক. **এলাকা সুরক্ষিত করা** যদি এটি করা নিরাপদ হয়, জরুরী স্থানের চারপাশে একটি নিরাপদ ঘের স্থাপন করুন। এটি অতিরিক্ত দুর্ঘটনা বা আঘাত প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এলাকাটি বেষ্টনী দেওয়ার জন্য শঙ্কু, বেড়া বা সতর্কতা টেপ ব্যবহার করুন এবং নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারীদের রাখতে।

খ. **সরাসরি ট্রাফিকে সাহায্য করা** যদি প্রয়োজন হয় এবং আপনি যদি নিরাপদে এটি করার ক্ষমতার বিষয়ে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করেন, তাহলে জরুরি সাইট থেকে সরাসরি ট্রাফিককে সাহায্য করুন। এটি যানজট রোধ করতে পারে এবং যানবাহনের মসৃণ প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে, জরুরী সার্ভিসগুলিকে আরও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সহায়তা করতে পারে।

গ. **সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করা** জরুরী সার্ভিস আসতে দেরি হলে, কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করুন এবং প্রদান করুন। এতে জরুরী অবস্থা, সম্ভাব্য বিপদ এবং জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাবে।

ঘ. **আহত ব্যক্তিদের সহায়তা করা** ঘটনাস্থলে আহত ব্যক্তিরা থাকলে, তাদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার যদি প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকে, পেশাদার চিকিৎসা সহায়তা আসার জন্য অপেক্ষা করার সময় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন। গুরুতরভাবে আহত ব্যক্তিদের স্থানান্তর করবেন না যদি না একেবারে প্রয়োজন হয় এবং যদি আপনি তা করার জন্য প্রশিক্ষিত হয়ে থাকেন।

ঙ. **জরুরী সার্ভিসগুলির সাথে যোগাযোগ করা** জরুরী সার্ভিসগুলি পৌঁছলে, তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন অতিরিক্ত তথ্য বা সহায়তা প্রদান করুন। ঘটনা সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকুন এবং তাদের পদক্ষেপ এর সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করুন।

চ. **নির্দেশাবলী অনুসরণ করা** একবার জরুরী সার্ভিসগুলি সাইটে উপস্থিত হলে, তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করুন। তারা প্রশিক্ষিত পেশাদার যারা পরিস্থিতির দায়িত্ব নেবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আপনাকে গাইড করবে।

ছ. **শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বজায় রাখা** ঘটনাস্থলে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করুন। দর্শকদের তাদের দূরত্ব বজায় রাখতে এবং জরুরী প্রতিক্রিয়াকারীদের কাজে হস্তক্ষেপ এড়াতে সহায়তা করার জন্য বলুন। তাদের আশ্বস্ত করুন যে জরুরী সাহায্য এসেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্ভাব্য সবকিছু করা হচ্ছে।

জ. **প্রমাণ সংরক্ষণ করা** জরুরী অবস্থা যদি অপরাধ বা দুর্ঘটনার দৃশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভাব্য প্রমাণের সাথে টেম্পারিং বা বিরক্ত করা এড়িয়ে চলুন। ঘটনাস্থল ত্যাগ করুন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের তদন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দিন।

৩.৪.১ **প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা** একজন আহত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম যে সহযোগিতা বা সেবা প্রদান করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি কোনো দৈব দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা বিপত্তিকালীন সময়ে কোনো আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে বা অন্য কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্বে তার অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

গাড়ি চালানোর সময় জরুরী সময়ে দূর্ঘটনা কবলিতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা তাদের মঙ্গল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে কিছু পদক্ষেপ রয়েছে যা আপনি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে সহায়তা করতে পারেন:

ক. **আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন** চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করার আগে, আপনার নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাফিক থেকে দূরে, নিরাপদ স্থানে আপনার গাড়ি পার্ক করুন এবং অন্যদের সতর্ক করার জন্য হ্যাজার্ড লাইট সক্রিয় করুন। যে কোনো চলমান বিপদের জন্য দৃশ্যটি মূল্যায়ন করুন, যেমন আগুন, জ্বালানি লিকেজ, বা অস্থিতিশীল কাঠামো এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

খ. **জরুরী পরিষেবাগুলিতে কল করুন** ঘটনার রিপোর্ট করতে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য দিতে জাতীয় জরুরি পরিষেবার নম্বরে (999) ডায়াল করুন। লাইনে থাকুন এবং তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন, কারণ তারা জরুরি অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

গ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন** আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবস্থা মূল্যায়ন করুন। তারা সচেতন আছেন কিনা, শ্বাস নিচ্ছেন কিনা এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। আহত ব্যক্তির সাথে সাবধানতার সাথে যোগাযোগ করুন এবং নিজের পরিচয় দিন, ব্যাখ্যা করুন যে আপনি সাহায্য করার জন্য আছেন।

ঘ. **প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন** আপনার যদি প্রাথমিক চিকিৎসার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকে, তাহলে আপনার সামর্থ্যের মধ্যে মৌলিক জীবন রক্ষাকারী হস্তক্ষেপগুলি পরিচালনা করুন। এর মধ্যে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর), রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা বা আহত ব্যক্তির ঘাড় এবং মেরুদণ্ড স্থিতিশীল করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যদি সন্দেহভাজন মেরুদণ্ডের আঘাত থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সময় DRSABCD (Danger, Response, Send for help, Airway, Breathing, CPR, Defibrillation) নীতিগুলি অনুসরণ করুন।

ঙ. **বাইস্ট্যান্ডারদের কাছ থেকে সহায়তার অনুরোধ করুন** যদি সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে যারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম, তাদের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করুন। এর মধ্যে কাউকে অতিরিক্ত চিকিৎসা সহায়তা বা সহায়তা ফ্ল্যাগ ডাউন করার নির্দেশ দেওয়া, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহ সংগ্রহ করা বা প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

চ. **আহত ব্যক্তির সাথে থাকুন** চিকিৎসা দেওয়ার জন্য চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে গেলে, তাদের পরিস্থিতি এবং আপনার করা প্রাথমিক চিকিৎসা ও যত্ন সম্পর্কে যে কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করুন। আহত ব্যক্তির সাথে থাকুন যতক্ষণ না চিকিৎসা কর্মীদের দ্বারা উপশম হয়, যদি না এটি অনিরাপদ হয়ে পড়ে বা আপনাকে জরুরী পরিষেবা কর্মীর দ্বারা চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩.৪.২ আহত যাত্রীকে নিকটতম মেডিকেল ফেসিলিটিতে পাঠানো

যখন একটি জরুরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যেখানে একজন আহত যাত্রীর অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তখন গাড়ি চালানোর সময় তাদের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জরুরী প্রতিক্রিয়ায় একজন আহত যাত্রীকে নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিবহন করার সময় বিবেচনা করার জন্য এখানে কিছু পদক্ষেপ রয়েছে:

ক. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন** যাত্রীর আঘাতের তীব্রতা মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করুন। যদি আঘাত জীবন-হুমকির হয় বা অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খ. **ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিসেস (EMS) এর জন্য কল করুন:** পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জানাতে এবং অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অনুরোধ করতে জাতীয় জরুরি নাম্বার (999) ডায়াল করুন। অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য, আঘাতের বিবরণ এবং তাদের প্রয়োজন হতে পারে এমন অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করুন।

গ. **প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন, যদি নিরাপদ হয়** গাড়ি চালানোর সময় এটি করা নিরাপদ হলে, আহত যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন। এর মধ্যে রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা, ফ্র্যাকচার স্থির করা বা প্রয়োজনে সিপিআর করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যাইহোক, নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রাথমিক ফোকাস নিরাপদ ড্রাইভিং এবং গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

ঘ. **নিরাপদে গাড়ি চালান** আহত যাত্রীকে পরিবহন করার সময়, অতিরিক্ত ক্ষতি রোধ করতে নিরাপদ ড্রাইভিং অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিন। ট্র্যাফিক আইনগুলি পর্যবেক্ষণ করুন, রাস্তার অবস্থার জন্য উপযুক্ত এবং নিরাপদ গতি বজায় রাখুন এবং আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য চালকদের সতর্ক করতে হ্যাজার্ড লাইট বা জরুরী সংকেত ব্যবহার করুন। আপনার মনোযোগ রাস্তায় রাখুন এবং বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন।

ঙ. **যাত্রীর সাথে কথা বলুন** যাত্রার সময় আরাম এবং সহায়তা প্রদানের জন্য আহত যাত্রীকে আশ্বস্ত করুন এবং কথা বলুন। তাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করুন এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন বা অবনতি হলে যথাযথ পদক্ষেপ নিন।

চ. **চিকিৎসা সুবিধা অবহিত করুন** সম্ভব হলে, আগত জরুরী কেস সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে নিকটস্থ চিকিৎসা সুবিধা বা হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করুন। তাদের কোনো প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রদান করুন, যেমন আঘাতের প্রকৃতি, আগমনের আনুমানিক সময় এবং EMS থেকে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ বা অনুরোধ থাকলে তা জানান।

যদি কোনো সময় আপনি মনে করেন যে পরিস্থিতি এমন যে, আপনার নিরাপদে গাড়ি চালানোর থাকছে না, তাহলে ইএমএস আসার জন্য অপেক্ষা করা আরও উপযুক্ত হতে পারে। তারা স্পটে এসে তাদের প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ অ্যাম্বুলেন্সে তাৎক্ষণিক যত্ন এবং পরিবহন সরবরাহ করতে পারে।

উপরন্তু, জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং আহত ব্যক্তিদের পরিবহন সংক্রান্ত স্থানীয় আইন ও প্রবিধানগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করা গুরুত্বপূর্ণ। আহত যাত্রীর সুস্থতার জন্য যথাযথ প্রোটোকল অনুসরণ করা এবং পেশাদার চিকিৎসা সহায়তা চাওয়া অপরিহার্য।

৩.৪.৩ সড়ক অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে থানায় পাঠানো

ড্রাইভিং ইমার্জেন্সিতে যদি একজন রোড ক্রাইম ভিকটিমকে থানায় নিয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতির তৈরী হয়, তাহলে নিজের এবং ভিকটিম উভয়ের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। যে সকল বিষয় মাথায় রেখে কাজ করতে হবে;

ক. **আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন** আপনার যানবাহন একটি নিরাপদ স্থানে পার্ক করুন, যানজট থেকে দূরে, হ্যাজার্ড লাইট চালু রেখে। আপনার নিরাপত্তার জন্য আর কোন হুমকি বা ঝুঁকি নেই তা নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক আশেপাশের অবস্থা চেক করুন।

খ. **জরুরি নাম্বারে করুন** অপরাধের রিপোর্ট করতে এবং সহায়তার প্রয়োজনে জরুরি নম্বরে (911) কল করুন। আপনার অবস্থান, অপরাধের বিবরণ এবং ভিকটিম এর অবস্থা সহ পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের সরবরাহ করুন।

গ. **ঘটনাস্থল সংরক্ষণ করুন** সম্ভব হলে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা না আসা পর্যন্ত অপরাধের দৃশ্যটি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করুন। তদন্তে সহায়তা করতে পারে এমন সম্ভাব্য প্রমাণ স্পর্শ করা বা সরানো এড়িয়ে চলুন। নিজেকে বা ভিকটিমকে ঝুঁকিতে না ফেলার জন্য সতর্ক থাকুন।

ঘ. **সান্ত্বনা এবং সহায়তা প্রদান করুন** কর্তৃপক্ষের আসার জন্য অপেক্ষা করার সময়, ভিকটিমকে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস প্রদান করুন। তাদের জানান যে সাহায্য আসছে এবং তাদের শান্ত ও সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করুন। কোন সম্ভাব্য প্রমাণ নষ্ট করা বা ঘটনাস্থলে টেম্পারিং এড়িয়ে চলুন।

ঙ. **আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন** পুলিশ এলে তাদের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করুন এবং তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। তারা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে, তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং তদন্ত শুরু করবে।

চ. **ভিকটিমকে পরিবহন করা** পরিস্থিতি এবং ভিকটিমের অবস্থার উপর নির্ভর করে, পুলিশ নিজেরাই পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারে। যদি তারা আপনাকে ভিকটিমকে থানায় নিয়ে যেতে বলে, তাদের নির্দেশাবলী সাবধানে অনুসরণ করুন। নিশ্চিত করুন যে ভুক্তভোগী আপনার গাড়িতে নিরাপদে এবং আরামদায়কভাবে নির্ধারিত স্থানে পৌছান।

ছ. **আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করুন** আপনি থানায় পৌঁছালে, ঘটনা এবং ভিকটিম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিবরণ বা তথ্য প্রদান করুন। বিবৃতি দিতে প্রস্তুত থাকুন এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন।

৩.৪.৪ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গাড়িতে উঠার জন্য যাত্রীদের মনে করিয়ে দেওয়া

ড্রাইভিং এর সময় দূর্ঘটনা ঘটলে এরকম জরুরী পরিস্থিতিতে যাত্রীদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গাড়িতে চড়ে নিরাপদ স্থানে গমন করা জরুরী। এই অবস্থায় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের সাহায্য করা এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সকলকে নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। নিম্নে সাধারণ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হল-

ক. যাত্রীদের শান্ত থাকতে এবং আতঙ্কিত হওয়া এড়াতে উৎসাহিত করুন। তাদের স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিন যে তাদের শান্ত থাকার চিন্তা করতে হবে এবং কার্যকরভাবে নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে সাহায্য করতে হবে।

খ. ড্রাইভার বা ট্রানজিট কর্মীদের দেওয়া যেকোনো ঘোষণা বা নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে শুনতে যাত্রীদের নির্দেশ দিন। তাদের নিরাপত্তার জন্য এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করার গুরুত্বের উপর জোর দিন।

গ. যাত্রীদের মনে করিয়ে দিন যেন তারা তাদের আসনে বসে থাকে এবং যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকে, বিশেষ করে জরুরি পরিস্থিতিতে। যদি উপলব্ধ থাকে তবে তাদের সিট বেল্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দিন এবং স্থায়িত্বের জন্য হ্যান্ডেল বা বারগুলো ধরে রাখুন।

ঘ. যাত্রীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বা বাধা থেকে গাড়ির মাঝের আইলগুলো পরিষ্কার রাখতে বলুন। এটি গাড়ির মধ্যে দ্রুত এবং নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে, বিশেষ করে জরুরী পরিস্থিতিতে।

ঙ. যাত্রীদের গাড়িতে জরুরী বহির্গমনের অবস্থান এবং কীভাবে সেগুলি পরিচালনা করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত করুন। তাদের দ্রুত সরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে এই এক্সিট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন।

চ. যাত্রীদের সতর্ক থাকতে মনে করিয়ে দিন এবং কোন সন্দেহজনক কার্যকলাপ বা কোন জিনিস না পাওয়া গেলে ড্রাইভার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করুন। অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলে তাদের কথা বলতে উৎসাহিত করুন।

ছ. যাত্রীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপডেট দিতে থাকুন। এটি উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং জরুরী অবস্থার অগ্রগতি বা পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের অবগত রাখতে পারে।

জ. যাত্রীদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। বয়স্ক যাত্রী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এমন ব্যক্তিদের সহায়তা দিতে উৎসাহিত করুন। অন্যদের সহায়তা করার সময় তাদের নিজেদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে তাদের মনে করিয়ে দিন।

ঝ. জরুরী কর্মীদের দ্বারা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, যাত্রীদের গাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দিন যতক্ষণ না বের হওয়া নিরাপদ হয়। সময়ের আগে প্রস্থান করা তাদের অতিরিক্ত ঝুঁকি বা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

ঞ. চাপের পরিস্থিতিতে, যাত্রীদের ধৈর্যশীল এবং সহযোগিতা করার কথা মনে করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি অবস্থার সময় বিলম্ব বা ব্যাঘাত ঘটতে পারে সেজন্য ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা নিরাপদ এবং আরও ভাল পদক্ষেপ নিতে অবদান রাখতে পারে।

৩.৪.৫ জরুরি পরিষেবার আগমনের আগে এবং পরে সাইট কন্ট্রোলে সহায়তা করা

জরুরী পরিষেবার আগমনের আগে এবং পরে সাইট নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদান পরিস্থিতির সাথে জড়িত প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সাহায্য করতে পারেন এমন কিছু উপায় দেওয়া আছে-

ঝ. **এলাকা সুরক্ষিত করুন** যদি এটি করা নিরাপদ হয়, জরুরী স্থানের চারপাশে একটি নিরাপদ ঘের স্থাপন করুন। এটি অতিরিক্ত দুর্ঘটনা বা আঘাত প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এলাকাটি বেষ্টনী দেওয়ার জন্য শঙ্কু, বেড়া বা সতর্কতা টেপ ব্যবহার করুন এবং নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারীদের রাখতে।

ঞ. **সরাসরি ট্রাফিক** যদি প্রয়োজন হয় এবং আপনি যদি নিরাপদে এটি করার ক্ষমতার বিষয়ে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করেন, তাহলে জরুরি সাইট থেকে সরাসরি ট্রাফিককে সাহায্য করুন। এটি যানজট রোধ করতে পারে এবং যানবাহনের মসৃণ প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে, জরুরী পরিষেবাগুলিকে আরও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সহায়তা করতে পারে।

ট. **সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করুন** জরুরী পরিষেবা আসতে দেরি হলে, কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করুন এবং প্রদান করুন। এতে জরুরী অবস্থা, সম্ভাব্য বিপদ এবং জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাবে।

ঠ. **আহত ব্যক্তিদের সহায়তা করুন** ঘটনাস্থলে আহত ব্যক্তিরা থাকলে, তাদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার যদি প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকে, পেশাদার চিকিৎসা সহায়তা আসার জন্য অপেক্ষা করার সময় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন। গুরুতরভাবে আহত ব্যক্তিদের স্থানান্তর করবেন না যদি না একেবারে প্রয়োজন হয় এবং যদি আপনি তা করার জন্য প্রশিক্ষিত হয়ে থাকেন।

ড. **জরুরী পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগ করুন** জরুরী পরিষেবাগুলি পৌঁছলে, তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন অতিরিক্ত তথ্য বা সহায়তা প্রদান করুন। ঘটনা সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকুন এবং তাদের পদক্ষেপ এর সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করুন।

ঢ. **নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন** একবার জরুরী পরিষেবাগুলি সাইটে উপস্থিত হলে, তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করুন। তারা প্রশিক্ষিত পেশাদার যারা পরিস্থিতির দায়িত্ব নেবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আপনাকে গাইড করবে।

ণ. **শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বজায় রাখুন** ঘটনাস্থলে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করুন। দর্শকদের তাদের দূরত্ব বজায় রাখতে এবং জরুরী প্রতিক্রিয়াকারীদের কাজে হস্তক্ষেপ এড়াতে সহায়তা করার জন্য বলুন। তাদের আশ্বস্ত করুন যে জরুরী সাহায্য এসেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্ভাব্য সবকিছু করা হচ্ছে।

ত. **প্রমাণ সংরক্ষণ করুন** জরুরী অবস্থা যদি অপরাধ বা দুর্ঘটনার দৃশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভাব্য প্রমাণের সাথে টেম্পারিং বা বিরক্ত করা এড়িয়ে চলুন। ঘটনাস্থল ত্যাগ করুন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের তদন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দিন।

৩.৪.৬ ইমার্জেন্সিতে ফ্ল্যাট টায়ার পরিবর্তন

যদি কোন চাকা বার্স্ট হলে বা টায়ার ফেটে গেলে গাড়ির টায়ার পরিবর্তন করতে হয়। কোন নাট-বোল্ট ভাঙ্গা থাকলে তা পরিবর্তন। অতিরিক্ত ঘর্ষনে টায়ার ক্ষয় বা অনেক দিন ব্যবহারে টায়ার ক্ষয় হলে সেই টায়ার দিয়ে গাড়ি চালনা করলে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই টায়ারের অবস্থা দেখে টায়ার পরিবর্তন করে নতুন টায়ার লাগাতে হয়।

ক. গাড়ীর টায়ার পরিবর্তন করতে একটি সমতল, স্থিতিশীল এবং নিরাপদ জায়গা খুজুন। একটি শক্ত জায়গায় রাখা উচিত যা গাড়িটিকে নিজ অবস্থানে স্থির হয়ে থাকে। যদি আপনি কোনও রাস্তার কাছে থাকেন তবে ট্র্যাফিক থেকে যতদূর সম্ভব পার্ক করুন এবং জরুরী ফ্ল্যাশারগুলি (হ্যাজার্ড লাইট) চালু করুন। নরম স্থান এবং পাহাড় এড়িয়ে চলুন।

খ. পার্কিং ব্রেক ফিক্সড করুন এবং গাড়িটিকে "পার্ক" অবস্থানে রাখুন। সামনের এবং পিছনের চাকার সামনে ও পিছনে শক্ত (ইট, কাঠ, পাথর টুকরা) কিছু দিয়ে দিন।

গ. অতিরিক্ত টায়ার এবং জ্যাকটি বের করুন। আপনি যে চাকাটি পরিবর্তন করতে চলেছেন তার কাছে ফ্রেমের নিচে জ্যাকটি রাখুন। নিশ্চিত করুন যে জ্যাকটি আপনার গাড়ির ফ্রেমের ধাতব অংশের সাথে স্থাপন করা হয়েছে।

ঘ. অনেক গাড়ির নিচে বরাবর শক্ত প্লাস্টিকের ফ্রেম থাকে। আপনি যদি জ্যাকটিকে সঠিক জায়গায় না রাখেন, আপনি বডি উপরে তোলা শুরু করার সময় এটি প্লাস্টিকটিতে ক্র্যাক করতে পারে। আপনি যদি জ্যাকটি রাখার সঠিক জায়গাটি সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তবে আপনার গাড়ির ম্যানুয়ালটি দেখে নিতে পারেন। বেশিরভাগ আধুনিক ইউনি-বডি গাড়িগুলির জন্য চাকার পাশেই জ্যাক সেট করার জন্য মার্ক করা থাকে এবং সেখানে ছোট ছিদ্র বা খাজ কাটা থাকে।

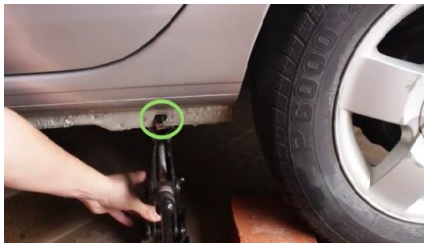

ঙ. যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়িটিকে উপরে তোলা না হয় জ্যাকটি উপরে তুলতে থাকুন। জ্যাকটি গাড়ির নীচের অংশের সাথে শক্ত স্থানে থাকা উচিত।

চ. হাবক্যাপটি সরান এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরিত দিকে ঘুরিয়ে নাটগুলি লুজ করুন। প্রথমে নাট লুজ করার সময় মাটিতে চাকা রেখে, আপনি নিশ্চিত হবেন যে আপনি চাকাটির পরিবর্তে নাট ঘুরাচ্ছেন।

ছ. আপনার গাড়ী বা স্ট্যান্ডার্ড ক্রস রেঞ্চের সাথে আসা রেঞ্চটি ব্যবহার করুন। রেঞ্চের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সাইজ নাট খোলার ব্যবস্থা আছে। একটি সঠিক আকারের রেঞ্চ নাটের উপরে সহজেই সেট হয়ে যাবে।

জ. আপনার লগ নাটের জন্য সঠিক সকেটের সাইজের পাশাপাশি গাড়িতে একটি ব্রেকার বার রাখতে পারেন।

ঝ. লগ নাটটি লুজ করতে বেশি জোর নিতে হতে পারে। অন্য সব কিছু ব্যর্থ হলে, আপনি আপনার দেহের ওজন বা রেঞ্চের উপর স্টম্প ব্যবহার করতে পারেন (একেবারে নিশ্চিত হন যে আপনি এটিকে সঠিক দিকে ঘুরাচ্ছেন) ।

ঞ. মাটি থেকে টায়ার তুলতে জ্যাকটি পাম্প করুন বা ক্র্যাক করুন। ফ্ল্যাট টায়ার সরাতে এবং অতিরিক্ত টায়ার প্রতিস্থাপনের জন্য আপনাকে এটিকে যথেষ্ট উচু করতে হবে।

ট. গাড়ি উপরে তোলার সময়, গাড়ি স্থিতিশীল কিনা তা নিশ্চিত করুন। যদি কোন নড়াচড়া লক্ষ্য করেন, জ্যাকটি নিচু করুন এবং গাড়িটি পুরোপুরি তোলার আগে সমস্যাটি ঠিক করুন।

ঠ. যদি জ্যাকটি বাকা হয়ে থাকে তাহলে এটা নিচু করুন এবং এটি পুনরায় স্থাপন করুন যাতে এটি সরাসরি উপরে উঠতে পারে।

ড. নাটগুলি সঠিক ভাবে খুলুন। এগুলি আলগা না হওয়া পর্যন্ত তাদের ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব নাটগুলি খুলে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলুন।

ঢ. চাকা সরিয়ে ফেলুন। গাড়ির নীচে ফ্ল্যাট টায়ার রাখুন যাতে কোন জ্যাক গাড়ির ভর নিতে না পারলে অথবা কোন অনাকাক্ষিত পরিস্থিতিতে গাড়িটি পুরানো চাকার উপর পড়ে যায় এবং আঘাতটি প্রতিরোধ করতে পারে। যদি জ্যাকটি সমতল, শক্ত বেসে স্থাপন করা হয় তবে আশা করা যায় কোন সমস্যা হবে না।

ণ. যদি টায়ার মরিচা পড়ে থাকে তাহলে টায়ারটি আলগা করতে আপনি রাবারের হ্যামার দিয়ে টায়ারের অভ্যন্তরে আঘাত করে চেষ্টা করতে পারেন, বা অতিরিক্ত টায়ারটি বাইরের অর্ধেকটি আঘাত করতে ব্যবহার করতে পারেন।

ত. অতিরিক্ত টায়ার হাবের উপর রাখুন। চাকাটি যত্নসহকারে হাবের উপর বসিয়ে নাটগুলি সেট করুন।

ধ. নাটগুলি হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টাইট দিন। রেঞ্জ ব্যবহার করে টায়ার আস্তে আস্তে টাইট দিন, একবারে পুরোপুরি টাইট দিবেন না। প্রত্যেকটি নাট সমভাবে লাগানোর পরে নাটগুলি পুরোপুরি টাইট দিন। জ্যাক থেকে গাড়ি নামিয়ে আবার নাটগুলি চেক করে শক্ত করে টাইট দিন।

ন. টায়ারে পুরো ওজন প্রয়োগ না করে গাড়ি নিচু করুন। যতটা সম্ভব নাট শক্ত করুন।

প. গাড়িটি পুরোপুরি মাটিতে নামিয়ে জ্যাকটি সরিয়ে ফেলুন। নাট আঁটসাঁট করা শেষ করুন এবং হাবক্যাপটি প্রতিস্থাপন করুন।

ফ. আপনার গাড়ির ডিক্কিতে পুরানো টায়ার রাখুন এবং এটি একটি মেকানিকের কাছে দিন। মেরামতের ব্যয়ের জন্য একটি এস্টিমেট নিন। যদি টায়ারটি মেরামতযোগ্য না হয় তবে তারা এটিকে যথাযথভাবে বাদ দিয়ে নতুন একটি প্রতিস্থাপন করতে পারে।

৩.৪.৭ ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার করা

দুর্ঘটনার পরে গাড়ির ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার করা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অতিরিক্ত ক্ষতি কমানোর জন্য সতর্কতার সাথে পরিষ্কার করা উচিত। একটি ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন কীভাবে পরিষ্কার করবেন সে সম্পর্কে এখানে একটি সাধারণ নির্দেশিকা দেওয়া হল;

ক. ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার করার আগে, ক্ষতির পরিমাণ এবং সম্ভাব্য বিপদগুলি মূল্যায়ন করুন। যদি উইন্ডশীল্ড ভেঙ্গে যায় বা কাচের ধারালো টুকরো থাকে, তাহলে আঘাতজনিত ক্ষতি এড়াতে অতিরিক্ত যত্ন নিন।

খ. প্রতিরক্ষামূলক গ্লাভস পরুন এবং যদি পাওয়া যায় তবে সেফটি গগলস বা চশমা ব্যবহার করুন যা ভাঙা কাঁচের টুকরো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। নিরাপত্তা সবসময় শীর্ষ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

গ. উইন্ডস্ক্রিন থেকে ভাঙ্গা কাচের বড় টুকরো থাকলে সাবধানে সরিয়ে ফেলুন। ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো আলতো করে সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি করতে ডাস্টপ্যান বা প্লাস্টিকের স্কুপ ব্যবহার করুন।

ঘ. বড় ধ্বংসাবশেষ সরানো হলে, উইন্ডশীল্ড এবং আশেপাশের এলাকা থেকে অবশিষ্ট ছোট কাচের টুকরোগুলিকে ভ্যাকুয়াম করে নিয়ে ফেলুন বা ঝাড়ু দিন। টুকরোগুলি সংগ্রহ করতে একটি নরম ঝাড়ু এবং ডাস্টপ্যান সহ একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করুন। সমস্ত ছোট টুকরা তুলে ফেলা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য জায়গাটা ভাল করে দেখুন।

ঙ. ভাঙ্গা কাচ একটি নিরাপদ এবং দায়িত্বশীল পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করুন। অন্যদের আঘাত এড়াতে একটি শক্ত ব্যাগ বা পাত্রে রাখুন এবং স্থানীয় প্রবিধান বা নির্দেশিকা অনুযায়ী এটি নিষ্পত্তি করুন। খালি হাতে ভাঙা গ্লাস ধরা এড়িয়ে চলুন।

চ. উইন্ডশীল্ডটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং সাময়িক সুরক্ষার প্রয়োজন হলে, আপনি এটিকে টারপ, প্লাস্টিকের শীট বা ভারী-কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। এটি অতিরিক্ত ধ্বংসাবশেষ গাড়িতে প্রবেশ করা প্রতিরোধ করতে এবং উইন্ডস্ক্রিন মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা না হওয়া পর্যন্ত উপাদানগুলি গাড়িতে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

৩.৫ ঘটনার প্রতিবেদন

একটি ঘটনার প্রতিবেদন হলো একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলির আনুষ্ঠানিক রেকর্ড। রিপোর্টটি সাধারণত কোন ঘটে যাওয়া আঘাত বা দূর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

ক. দূর্ঘটনা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীতা

ঘটনা বা আঘাতের পরে ঘটনার রিপোর্টগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। রিপোর্টে ঘটনার বিভিন্নি গুরুত্তপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়। যেমন ঘটনাটি ঘটার স্থান, ঘটনা বা আঘাতে স্বাক্ষীদের তালিকা, আক্রান্তের সংখ্যা, ঘটনার ফলে গৃহিত পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার বিবরণ, ঘটনার ফটো এবং ভিডিও। কোন ঘটনার তদন্ত বা বিশ্লেষনে ঘটনার প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়। এতে জড়িত ঝুকিগুলো দূর করতে এবং ভবিষৎ এ অনূরুপ ঘটনা প্রতিরোধের মূল কারণ এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ঘটনার প্রতিবেদন গুলো সুরক্ষা দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মোটরযান চালানোর সময় যদি কোন দূর্ঘটনা বা ঘটনা ঘটে তবে অবশ্যই দূর্ঘটনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। দূর্ঘটনায় আঘাত/ ক্ষতি হয়েছে কিনা তা লিখিত পূর্বক নির্দিষ্ট ফর্মে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট করা হয়। দূর্ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয়।

খ. **দূর্ঘটনা প্রতিবেদনের নমুনা**

দূর্ঘটনা প্রতিবেদন ফর্ম

দূর্ঘটনার বারো (১২) ঘন্টার মধ্যে কর্মীর মাধ্যেমে প্রতিবেদন সম্পন্ন করতে হবে

দূর্ঘটনার তারিখ: _____ দূর্ঘটনার সময়: _____

আহত ব্যক্তির নাম: _____

ঠিকানা: _____

ফোন নম্বর: _____

পুরুষ/ নারী: _____ জন্ম তারিখ: _____

দূর্ঘটনার বিবরণ:

_____

_____

_____

যিনি আহত ব্যক্তি ছিলেন: _____

আঘাতের ধরণ: _____

আঘাতের জন্য কি হাসপাতাল/ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়েছিল? হ্যাঁ: _____ না: _____

হাসপাতালের নাম: _____

ঠিকানা:

_____

মোবাইল নম্বর: _____

আহত ব্যক্তি/অভিভাবকের স্বাক্ষর/তারিখ: _____

গুরুত্বপূর্ণ নোট এবং নির্দেশনা:

_____

_____

প্রস্তুতকারকের নাম:_____ তারিখ:_____

অনুমোদনকারীর নাম: _____ স্বাক্ষর: _____

৩.৬ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রেস্পন্সিবিলিটি

৩.৬.১ পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা

পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা জরুরী পরিস্থিতিতে গাড়ি চালানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে যখন আঘাত, উল্লেখযোগ্য ক্ষতি বা সম্ভাব্য আইনি ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। পুলিশের কাছে দুর্ঘটনার বিষয় কীভাবে রিপোর্ট করতে হয় সে সম্পর্কে এখানে একটি সাধারণ নির্দেশিকা রয়েছে:

ক. **ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা** নিজের, আপনার যাত্রীদের এবং দুর্ঘটনায় জড়িত অন্যদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন। যদি কোনো আঘাতের জন্য অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, অবিলম্বে জরুরি নাম্বারে কল করুন।

খ. **নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা** যদি সম্ভব হয় এবং যদি এটি দুর্ঘটনার দৃশ্যের নথিপত্রে হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে দূর্ঘটনা কবলিত যানবাহনগুলিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। যেমন রাস্তার পাশে বা কাছাকাছি পার্কিং লটে। এটি অতিরিক্ত দুর্ঘটনা বা যানজট রোধ করতে সহায়তা করে।

গ. **তথ্য সংগ্রহ করুন** দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করুন,

- দুর্ঘটনার তারিখ, সময় এবং অবস্থান।
- দূর্ঘটনা কবলিত সমস্ত পক্ষের নাম, যোগাযোগের তথ্য এবং লাইসেন্স প্লেট নম্বর।
- অন্যান্য পক্ষের বীমা বিবরণ।
- জড়িত যানবাহনের বর্ণনা (মেক, মডেল, রঙ) ।
- সাক্ষীর নাম এবং যোগাযোগের তথ্য।

ঘ. **পুলিশকে কল করুন** পুলিশকে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করতে 999 অথবা কাছাকাছি থানার নাম্বার যদি থাকে তাহলে কল করুন। দুর্ঘটনার প্রকৃতি, অবস্থান এবং কোন আঘাত সহ দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য তাদের সরবরাহ করুন।

ঙ. **নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন** জরুরী পরিষেবা দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত তারা আপনাকে ঘটনাস্থলে থাকতে বলতে পারে বা আপনাকে একটি রিপোর্ট দায়ের করার জন্য নিকটবর্তী থানায় যেতে নির্দেশ দিতে পারে। সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করুন এবং অতিরিক্ত কোন তথ্য জানতে চাইলে তা প্রদান করুন।

চ. **পুলিশ রিপোর্ট ফাইল করুন** যদি পুলিশ দুর্ঘটনার দৃশ্যে সাড়া না দেয়, তাহলে আপনাকে একটি স্থানীয় থানায় রিপোর্ট করার জন্য যেতে হতে পারে। আপনার ড্রাইভারের লাইসেন্স, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং বীমা তথ্য সহ আপনার সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং ডকুমেন্ট নিয়ে যাবেন।

ছ. **সঠিক বিবরণ প্রদান করুন** পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করার সময়, দুর্ঘটনার একটি সঠিক এবং বিশদ বিবরণ প্রদান করুন। রাস্তার অবস্থা, আবহাওয়া বা অন্য কোনো কারণ যা এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে সে সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার বর্ণনা সৎ এবং উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে।

জ. **প্রতিবেদনের অনুলিপি সংগ্রহ করুন** প্রতিবেদনটি দাখিল করার পরে, পুলিশকে দুর্ঘটনার প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি আপনাকে প্রদান করার জন্য বলুন। বীমা দাবি বা দুর্ঘটনা সম্পর্কিত আইনি বিষয় মোকাবেলা করার সময় এটি সহায়ক হবে।

৩.৬.২ দুর্ঘটনার পরে বীমা দাবি করা

দুর্ঘটনার পরে একটি বীমা দাবি সহজতর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। যাতে আপনি ক্ষতি বা আঘাতের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান। একটি বীমা দাবি সহজতর করার জন্য এখানে একটি সাধারণ নির্দেশিকা রয়েছে:

ক. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনার বীমা কোম্পানিকে অবহিত করুন। তারিখ, সময়, অবস্থান, এবং দুর্ঘটনার বিবরণ সহ ঘটনার বিষয় সঠিক এবং বিশদ তথ্য প্রদান করুন। বীমা দাবি করার জন্য কিভাবে কাজ করতে হবে তার নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

খ. দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ করুন, যেমন পুলিশ রিপোর্ট, ক্ষতির ফটোগ্রাফ, এবং কোন মেডিকেল রিপোর্ট বা বিল যদি চিকিৎসা হয়ে থাকে। এছাড়াও, বীমা তথ্য সহ ঘটনায় জড়িত অন্য পক্ষের সাথে কোনো কথোপকথন বা চিঠিপত্রের বিষয় নোট করুন।

গ. আপনার বীমা কোম্পানির দেওয়া বীমা দাবি ফর্মটি পূরণ করুন। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সঠিক এবং বিশদ তথ্য প্রদান করুন, এতে ক্ষয়ক্ষতি এবং আঘাত এর বেপারে উল্লেখ থাকবে। সৎ এবং স্বচ্ছভাবে সব কাজ করতে হবে।

ঘ. আপনার দাবির ফর্মের সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি সংযুক্ত করুন, ফটোগ্রাফ, পুলিশ রিপোর্ট, মেডিকেল রেকর্ড, মেরামতের অনুমান এবং আপনার দাবিকে সমর্থন করে এমন অন্য কোনো প্রমাণ সহ। আপনার নিজের রেকর্ডের জন্য এই নথিগুলির কপি তৈরি করুন।

ঙ. আপনার বীমা কোম্পানি থেকে অতিরিক্ত তথ্য বা ডকুমেন্টেশন চাইলে সাথে সাথে সাড়া দিন। তাদের তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং তাদের প্রয়োজন হতে পারে এমন বিশদ বিবরণ বা প্রমাণ সরবরাহ করুন।

চ. আপনার দাবির অগ্রগতি ট্র্যাক রাখুন এবং কোনো বিলম্ব বা উদ্বেগ থাকলে আপনার বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করুন। প্রক্রিয়াটির অবস্থা এবং যে কোন সিদ্ধান্ত বা নিষ্পত্তি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে তাদের সাথে যোগাযোগে থাকুন।

ছ. আপনি যদি দাবি প্রক্রিয়া চলাকালীন কোন অসুবিধা বা বিবাদের সম্মুখীন হন, আপনি আইনী পরামর্শ বা পাবলিক ইন্স্যুরেন্স অ্যাডজাস্টারের সাথে পরামর্শ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। তারা জটিল প্রক্রিয়া মোকাবেলায় নির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে। অথবা যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ন্যায্য নিষ্পত্তি পাচ্ছেন না তখন তাদের পরামর্শ নিন।

৩.৬.৩ ভুক্তভোগীর স্বজনদের অবহিত করা

দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতিতে জড়িত একজন ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের জানানোর জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীলতা, সহানুভূতি এবং স্পষ্ট যোগাযোগ। ভিকটিমের আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে ঘটনা সম্পর্কে সঠিক এবং নিশ্চিত তথ্য আছে। ভুক্তভোগীর পরিচয়, দুর্ঘটনা বা জরুরী অবস্থার প্রকৃতি এবং আপনি শেয়ার করতে পারেন এমন কোনো প্রাসঙ্গিক বিবরণ জানুন।

আপনি যদি কর্তৃত্ব বা দায়িত্বের পদে থাকেন, যেমন একজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, জরুরী প্রতিক্রিয়াকারী, বা হাসপাতালের কর্মী সদস্য, তাহলে আপনাকে আত্মীয়দের জানানোর জন্য মনোনীত করা হতে পারে। যদি সম্ভব হয়, বিজ্ঞপ্তি তৈরি করার জন্য একটি শান্ত এবং নিরিবিলি স্থান খুঁজুন। এটি একটি পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে যেখানে আত্মীয়রা বিভ্রান্তি বা বাধা ছাড়াই তথ্য জানতে পারে।

সহানুভূতির সাথে কথোপকথন শুরু করুন। একটি শান্ত এবং মৃদু স্বর ব্যবহার করে সংবাদ প্রদান করুন, এবং তাদের ক্ষতি বা উদ্বেগের জন্য শোক প্রকাশ করুন। তাদের জানান যে আপনি এই কঠিন সময়ে তাদের সমর্থন করার জন্য আছেন। দুর্ঘটনা বা জরুরি অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করুন। কারিগরি শব্দ বা জটিল ভাষা ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন যা আত্মীয়দের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাদের কি ঘটেছে তার একটি ওভারভিউ দিন এবং ভিকটিম এর অবস্থা বা অবস্থান সম্পর্কে আপডেট প্রদান করুন।

আত্মীয়দের প্রশ্ন করার জন্য বা আরও তথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের প্রশ্নের উত্তর দিন এবং সৎভাবে সবকিছু জানান। মানসিক সমর্থন করুন। সংবাদ জানানোর সময় ভিকটিমের আত্মীয়দের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিবেচনায় রাখুন। উপযুক্ত হলে, তাদের বিশ্বাস বা ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্দেশনা বা সহায়তা প্রদান করুন।

আত্মীয়দের যে কোন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করুন, যেমন হাসপাতালে যাওয়া বা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির জন্য সনাক্তকরণ করা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সহায়তা বা নির্দেশনা দিন, যেমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করা বা পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

আপনার যোগাযোগের তথ্য শেয়ার করুন এবং আত্মীয়দের জানান যে তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যদি তাদের আরও প্রশ্ন থাকে বা অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়। যদি আপনার সংস্থা বা সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিচিতি থাকে যারা সহায়তা প্রদান করতে পারে, তাদের তথ্যও প্রদান করুন। অননুমোদিত ব্যক্তিদের সাথে সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করা এড়িয়ে চলুন এবং তথ্য প্রকাশের বিষয়ে আইনি বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলুন।

৩.৭ তদন্ত এবং কর্তৃপক্ষ ইনকোয়ারিতে রেসপন্স করা

তদন্ত এবং কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া জানাতে, সততা, সহযোগিতা এবং আইনি পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধার সাথে সহযোগীতা করা গুরুত্বপূর্ণ।

ক. **তদন্ত পর্যালোচনা করা** তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তদন্ত বা তথ্যের জন্য চিঠি দিলে তা সাবধানে পড়ুন এবং বুঝুন। তদন্তে বর্ণিত কোনো সময়সীমা বা নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার নোট নিন।

খ. **প্রয়োজনে আইনি পরামর্শ নেয়া** তদন্ত বা অনুরোধ করা তথ্য সম্পর্কে আপনার যদি কোনো উদ্বেগ বা অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে আইনি পরামর্শ নেওয়া উপকারী হতে পারে। কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং আপনার অধিকার সুরক্ষিত আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে আইনি লোকজন ভাল নির্দেশনা দিতে পারে।

গ. **প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা** তদন্ত সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি, রেকর্ড বা প্রমাণ সংগ্রহ করুন। এর মধ্যে চুক্তি, আর্থিক রেকর্ড, যোগাযোগের রেকর্ড, বা তদন্তের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ঘ. **সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা** তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানে অবিলম্বে সাড়া দিন এবং অনুরোধ করা তথ্য আপনার যা জানা আছে সবটুকু প্রদান করুন। আপনার কাজে সত্যবাদী, নির্ভুল এবং স্বচ্ছ হোন।

ঙ. **পেশাদারিত্ব বজায় রাখা** তদন্ত প্রক্রিয়া জুড়ে পেশাদার এবং সম্মানজনক আচরণ বজায় রাখুন। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব বা তর্ক এড়িয়ে ভদ্র এবং সৌজন্যমূলকভাবে উত্তর দিন।

চ. **পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়া** প্রশ্ন বা অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়ার সময়, পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। অনুমান এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি কোন কিছু সম্পর্কে অনিশ্চিত হন, তবে ভুল বা বিভ্রান্তিকর উত্তর প্রদান করার পরিবর্তে, আপনি জানেন না বা আপনার কাছে তথ্য নেই বলা ভাল।

ছ. **গোপনীয়তা রক্ষা করা** অনুরোধ করা তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো গোপনীয়তার বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করুন। শুধুমাত্র তদন্তের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করুন।

জ. **সমস্ত যোগাযোগের অনুলিপি রাখা** ইমেল, চিঠি বা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বিনিময় করা অন্য কোনো চিঠিপত্র সহ সমস্ত যোগাযোগের কপি রাখুন। এটি যোগাযোগের একটি রেকর্ড নিশ্চিত করতে এবং অনুসন্ধানের সুযোগ এবং প্রকৃতি আরও বুঝতে সহায়তা করবে।

ঝ. **আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলা** নিশ্চিত করুন যে আপনি তদন্ত সম্পর্কিত কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা বা প্রয়োজনীয়তা মেনে চলছেন। এর মধ্যে প্রমাণ সংরক্ষণ, রেকর্ড বজায় রাখা বা নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ঞ. **প্রয়োজনে যে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা** আপনি যদি তদন্ত বা অনুরোধের কোন দিক সম্পর্কে অনিশ্চিত হন তবে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে দ্বিধা করবেন না। অনুমান করা বা ভুল তথ্য প্রদানের চেয়ে প্রত্যাশা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল।

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

১. ইমার্জেন্সি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর:

২. সেফটি এইড কি? সেফটি এইডগুলোর নাম লিখুন?

উত্তর:

৩. দূর্ঘটনা পরবর্তীতে কি কি তথ্য সংগ্রহ করতে হয়?

উত্তর:

৪. ইমার্জেন্সিতে কি কি একশন নিতে হয়?

উত্তর:

৫. হিট অ্যান্ড রান কি?

উত্তর:

৬. EMS কি এবং কেন কাজে লাগে?

উত্তর:

৭. হোল্ড-আপ এবং অপহরণ সম্পর্কিত অপরাধের ঘটনায় করণীয় কি?

উত্তর:

৮. দূর্ঘটনা প্রতিবেদন কি?

উত্তর:

উত্তর পত্র (Answer Key)- ৩: জরুরী অবস্থায় রেসপন্স করা

১. ইমার্জেন্সি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: ইমার্জেন্সি বা জরুরী পরিস্থিতি হল অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা পরিস্থিতি যা নিরাপত্তা, সম্পত্তি বা সুস্থতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিগুলো চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সড়ক দূর্ঘটনা, গাড়িতে আগুন লাগা ইত্যাদি।

২. সেফটি এইড কি? সেফটি এইডগুলোর নাম লিখুন?

উত্তর: সেফটি অর্থ নিরাপত্তা এবং এইড অর্থ সহায়তা করা। সুতরাং সেফটি এইড মানে, যে কোন দুর্যোগ অবস্থায় নিরাপত্তা সহায়তা করা। নিচে সেফটি এইডের তালিকা দেওয়া হলো-

- ফার্স্ট এইড;
- ফোন;
- ডাক্তার;
- এ্যাম্বুলেন্স।

৩. দূর্ঘটনা পরবর্তীতে কি কি তথ্য সংগ্রহ করতে হয়?

উত্তর: দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়-

- দুর্ঘটনার তারিখ, সময় এবং অবস্থান।
- দূর্ঘটনা কবলিত সমস্ত পক্ষের নাম, যোগাযোগের তথ্য এবং লাইসেন্স প্লেট নম্বর।
- অন্যান্য পক্ষের বীমা বিবরণ।
- জড়িত যানবাহনের বর্ণনা (মেক, মডেল, রঙ) ।
- সাক্ষীর নাম এবং যোগাযোগের তথ্য।

৪. ইমার্জেন্সিতে কি কি একশন নিতে হয়?

উত্তর:

- প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান,
- দূর্ঘটনার রিপোর্ট করা,
- ফ্লাট টায়ার পরিবর্তন করা, ভাঙ্গা উইন্ডস্ক্রীন পরিষ্কার করা।

৫. হিট অ্যান্ড রান কি?

উত্তর: হিট অ্যান্ড রান একটি অপরাধ। গুরুতর আঘাত এবং কাউকে আহত করে দূর্ঘটনার স্থান থেকে পালিয়ে গেলে হিট এন্ড রান ঘটে। আপনি যদি আঘাত করেন এবং পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান এবং এর মধ্যে কেউ আহত হয়েছে এবং যদি ধরা পড়ে যান তবে জরিমানা এবং কারাদন্ডের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৬. EMS কি এবং কেন কাজে লাগে?

উত্তর: ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিসেস (EMS) এর জন্য কল করুন: পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জানাতে এবং অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অনুরোধ করতে জাতীয় জরুরি নাম্বার (999) ডায়াল করুন। অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য, আঘাতের বিবরণ এবং তাদের প্রয়োজন হতে পারে এমন অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করুন।

৭. হোল্ড-আপ এবং অপহরণ সম্পর্কিত অপরাধের ঘটনায় করণীয় কি?

উত্তর: এমন পরিস্থিতিতে আপনার নিরাপত্তা এবং আপনার যাত্রীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন। যতটা সম্ভব শান্ত থাকুন এবং আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ বা উস্কানি দেবেন না। আপনার হাত দৃশ্যমান রাখুন এবং হঠাৎ মুভমেন্ট এড়িয়ে চলুন যা পরিস্থিতিকে প্রতিকূলে নিয়ে যেতে পারে। যদি আক্রমণকারীরা আপনার জিনিসপত্র বা গাড়ি দাবি করে, তাদের দাবি মেনে চলুন এবং নায়ক হওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার জীবন বস্তুগত সম্পদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। আততায়ীদের চেহারা, কণ্ঠস্বর, এবং পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারীর জন্য উপযোগী হতে পারে এমন কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত মনোযোগ দিন। পরিস্থিতির ঠিক হলে ঘটনার রিপোর্ট করতে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা তাদের সরবরাহ করুন। ড্রাইভিং করার সময় আটকে থাকার সম্মুখীন হলে সর্বদা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিন সম্পদের চেয়ে।

৮. দূর্ঘটনা প্রতিবেদন কি?

উত্তর: মোটরযান চালানোর সময় যদি কোন দূর্ঘটনা বা ঘটনা ঘটে তবে অবশ্যই দূর্ঘটনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। দূর্ঘটনায় আঘাত/ ক্ষতি হয়েছে কিনা তা লিখিত পূর্বক নির্দিষ্ট ফর্মে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট করা হয়। দূর্ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয়।

জব শিট (Job Sheet)- ৩.১ : গাড়ির ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান দূর্ঘটনায় গাড়ির ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তণ করা সম্পর্কে জানতে পারবে।

- আত্মরক্ষা মূলক সরঞ্জাম সমুহ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে ।
- গাড়ির বার্স্ট হওয়া চাকা পরিবর্তন করতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- কাজের সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী যেমন হ্যান্ড গ্লোভস, এ্যাপ্রোন, ও সেফটি গগলস অবশ্যই পরিধান করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা: নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে গাড়ির বার্স্ট হওয়া চাকা পরিবর্তণ করতে পারবে।

১. কাজের শুরুতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী পরিধান করতে হবে।

২. গাড়ির জ্যাক পয়েন্টে জ্যাক সংযোজন করতে হবে।

৩. চাকার নাট বোল্ট হুইল রেঞ্জ দ্বারা হালকা ঢিলা করতে হবে।

৪. জ্যাকআপ পয়েন্টে চাপ/ প্যাচ দিয়ে চাকা উপরে তুলতে হবে।

৫. চাকার নাট বোল্টগুলো খুলে চাকা বের করে আনতে হবে।

৬. এরপর স্পেয়ার চাকাটি যথাস্থানে সংযোজন করতে হবে।

৭. নাট বোল্টগুলো হাত দিয়ে হালকা ভাবে টাইট দিতে হবে।

৮. জ্যাক ডাউন করতে হবে এবং চাকা ভূমির সমান্তরালে আনতে হবে।

৯. চাকার নাট বোল্ট গুলো হুইল রেঞ্জ দ্বারা ভালো করে টাইট করতে হবে।

১০. বার্স্ট হওয়া চাকা মেরামত করে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. কাজ শেষে টুলস এবং মালামাল সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৩.১ : গাড়ির ফ্লাট টায়ার বা চাকা পরিবর্তন করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	হুইল রেঞ্জ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	হাইড্রোলিক জ্যাক/ স্ক্রু জ্যাক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	রাবার হ্যামার	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৪	ইট বা কাঠ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

জব শিট (Job Sheet)- ৩.২ : ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান দূর্ঘটনায় ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা সম্পর্কে জানতে পারবে।

- রিপোর্টিং এর জন্য কি কি করতে হয় জানতে পারবে।
- রিপোর্টিং এর প্রক্রিয়া জানতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- নিজের এবং আহত যাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রত্যক্ষ্য এবং সঠিক তথ্য দিয়ে প্রশাসনকে সহায়তা করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা: নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করতে পারবে।

১. নিজের, যাত্রীদের এবং দুর্ঘটনায় জড়িত অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
২. যদি কোনো আঘাতের জন্য অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, অবিলম্বে জরুরি নাম্বারে কল করুন।
৩. যদি সম্ভব হয় এবং যদি এটি দুর্ঘটনার দৃশ্যের নথিপত্রে হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে দূর্ঘটনা কবলিত যানবাহনগুলিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।
৪. যেমন রাস্তার পাশে বা কাছাকাছি পার্কিং লটে। এটি অতিরিক্ত দুর্ঘটনা বা যানজট রোধ করতে সহায়তা করে।
৫. দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করুন, দুর্ঘটনার তারিখ, সময় এবং অবস্থান, দূর্ঘটনা কবলিত সমস্ত পক্ষের নাম, যোগাযোগের তথ্য এবং লাইসেন্স প্লেট নম্বর।
৬. অন্যান্য পক্ষের বীমা বিবরণ, জড়িত যানবাহনের বর্ণনা (মেক, মডেল, রঙ), সাক্ষীর নাম এবং যোগাযোগের তথ্য।
৭. পুলিশকে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করতে 999 অথবা কাছাকাছি থানার নাম্বার যদি থাকে তাহলে কল করুন।
৮. দুর্ঘটনার প্রকৃতি, অবস্থান এবং কোন আঘাত সহ দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য তাদের সরবরাহ করুন।
৯. জরুরী পরিষেবা দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত তারা আপনাকে ঘটনাস্থলে থাকতে বলতে পারে বা আপনাকে একটি রিপোর্ট দায়ের করার জন্য নিকটবর্তী থানায় যেতে নির্দেশ দিতে পারে।
১০. সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করুন এবং অতিরিক্ত কোন তথ্য জানতে চাইলে তা প্রদান করুন।
১১. যদি পুলিশ দুর্ঘটনার দৃশ্যে সাড়া না দেয়, তাহলে আপনাকে একটি স্থানীয় থানায় রিপোর্ট করার জন্য যেতে হতে পারে।
১২. আপনার ড্রাইভারের লাইসেন্স, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং বীমা তথ্য সহ আপনার সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং ডকুমেন্ট নিয়ে যাবেন।
১৩. পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করার সময়, দুর্ঘটনার একটি সঠিক এবং বিশদ বিবরণ প্রদান করুন। রাস্তার অবস্থা, আবহাওয়া বা অন্য কোনো কারণ যা এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে সে সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার বর্ণনা সৎ এবং উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে।
১২. প্রতিবেদনটি দাখিল করার পরে, পুলিশকে দুর্ঘটনার প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি আপনাকে প্রদান করার জন্য বলুন। বীমা দাবি বা দুর্ঘটনা সম্পর্কিত আইনি বিষয় মোকাবেলা করার সময় এটি সহায়ক হবে।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৩.২ : ইমারজেন্সির ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

ক্রম	ডকুমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	ড্রাইভিং লাইসেন্স	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	রেজিস্ট্রেশন	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	বীমা সার্টিফিকেট	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

শিখনফল -৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১ আরও কোনও আঘাত বা ক্ষতি রোধ করতে অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে। ২ আইনের রিকোয়্যারমেন্ট এবং বীমা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে। ৩ কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। ৪ মেডিকেল রীতি অনুযায়ী ফার্স্ট এইড দিতে সক্ষম হয়েছে। ৫ যাত্রীর প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত এবং জরুরী পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১ প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২ সিবিএলএম ৩ হ্যান্ডআউটস ৪ ল্যাপটপ ৫ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬ কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭ ইন্টারনেট সুবিধা ৮ হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯ অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১ আরও কোনও আঘাত বা ক্ষতি রোধ করতে সঠিক পদক্ষেপ ২ সঠিক পদক্ষেপ ▪ ইঞ্জিন থামানো এবং স্যুইচ অফ করা ▪ হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং বাতিগুলি চালু করা ▪ অঞ্চলটি (ত্রিভুজাকৃতির সতর্কতা ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে) সুরক্ষিত করা ▪ আহতদের যত্ন নেওয়া ▪ বিপজ্জনক পণ্য বহন করলে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা ৩ আইনের রিকোয়্যারমেন্ট এবং বীমা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ ৪ আইনের রিকোয়্যারমেন্ট ▪ পুলিশকে অবহিত করা: যখন কেউ আহত হয়, বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়, বা যে কোনও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে তার মালিক দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত নেই। ▪ যথাযথভাবে নাম, ঠিকানা, নিবন্ধন নম্বর এবং বীমা বিশদ প্রদান করা। ▪ ঘটনার সাক্ষী সন্ধান করা। ▪ বীমা প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় দুর্ঘটনার বিবরণ নোট করা। ৫ চিকিৎসা সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা ৬ ফার্স্ট এইড ৭ যাত্রীর প্রয়োজনসমূহ
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১ মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা করা। ২ মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত পরীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) 8: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা।
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৪ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৪-এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন। ▪ জব শিট- ৪.১ মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ৪.১ মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা। ▪ জব শিট- ৪.২ : মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ৪.২ : মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৪: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ও প্রয়োগ করতে পারবে

৪.১ আরও কোনও আঘাত বা ক্ষতি রোধ করতে সঠিক পদক্ষেপ
৪.২ সঠিক পদক্ষেপ
৪.৩ আইনের রিকোয়্যারমেন্ট এবং বীমা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ
৪.৪ আইনের রিকোয়্যারমেন্ট
৪.৫ চিকিৎসা সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা
৪.৬ ফার্স্ট এইড
৪.৭ যাত্রীর প্রয়োজনসমূহ

ভূমিকা

ড্রাইভিং এ দূর্ঘটনা বা যে কোন জরুরী অবস্থার পরে, যেকোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া নিশ্চিত করতে এবং যেকোন শারীরিক বা মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য ফলো-আপ সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

৪.১ আরও কোনও আঘাত বা ক্ষতি রোধ করতে সঠিক পদক্ষেপ

ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় অতিরিক্ত আঘাত বা ক্ষতি রোধ করার জন্য একজন ড্রাইভারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়। এসকল পদক্ষেপ নিলে অতিরিক্ত ক্ষতি থেকে নিজে এবং যাত্রীদের বাঁচানো যেতে পারে। এসকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে;

ক. ইঞ্জিন থামানো এবং স্যুইচ অফ করা,
খ. হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং বাতিগুলি চালু করা,
গ. অঞ্চলটি (ত্রিভুজাকৃতির সতর্কতা ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে) সুরক্ষিত করা,
ঘ. আহতদের যত্ন নেওয়া,
ঙ. বিপজ্জনক পণ্য বহন করলে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

ক. হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং বাতিগুলি চালু করা

ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাসার বা হ্যাজার্ড লাইট সক্রিয় হয় যখন একজন চালক হ্যাজার্ড লাইট বোতাম/সুইচ চাপ দেয়। এই হ্যাজার্ড লাইট অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করে যে, আপনি জরুরী পরিস্থিতিতে থাকতে পারেন বা আপনার গাড়ি রাস্তার পাশে পার্ক করা আছে। আপনি যখন আপনার জরুরি ফ্ল্যাশার সক্রিয় করেন তখন চারটি টার্ন সিগন্যাল লাইট একসাথে চালু হয়। আপনি যদি দুর্ঘটনায় পতিত হন বা আপনার গাড়িতে কোন সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আপনার গাড়ির হ্যাজার্ড লাইট চালু করতে পারেন। হ্যাজার্ড লাইট ফ্ল্যাশ করা পাসিং গাড়িগুলোকে সতর্ক করবে যে আপনি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়েছেন বা আপনার গাড়ির সাহায্যের প্রয়োজন। এই হ্যাজার্ড লাইট আপনার এবং যাত্রীর অতিরিক্ত ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

খ. অঞ্চলটি (ত্রিভুজাকৃতির সতর্কতা ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে) সুরক্ষিত করা

রাস্তায় যেকোন জরুরী অবস্থার জন্য, এই কমলা ত্রিভুজগুলির উভয় পাশে প্রতিফলিত স্ট্রিপ রয়েছে। জরুরী পরিস্থিতিতে সঠিক সরঞ্জাম, প্রাথমিক চিকিৎসা, আলো এবং সংকেত ডিভাইসের প্রয়োজন। জরুরী পরিস্থিতিতে একটি দ্রুত এবং দক্ষ দৃশ্যমানতার কৌশল হিসেবে এরকম প্রতিফলিত ত্রিভুজ ব্যবহার করা প্রয়োজন। একটি সতর্কীকরণ ত্রিভুজ হল একটি ছোট লাল ত্রিভুজ, সাধারণত প্লাস্টিক এবং মেটাল দিয়ে তৈরি যার পৃষ্ঠ অত্যন্ত প্রতিফলিত থাকে। সতর্কীকরণ ত্রিভুজগুলো অন্যান্য ড্রাইভার এবং রাস্তা ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার জন্য ব্যবহার করা হয় যে তারা সামনে আগানোর সময় যাতে ধীরে ধীরে আসে। তারা যাতে বুঝতে পারে আপনি কোন ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে আছেন। সাহায্যের জন্য বা আরো বেশি ক্ষতি থেকে রক্ষা

পাওয়ার এবং ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে আপনার আশে পাশের অঞ্চল সুরক্ষিত করার জন্য এই ত্রিভুজাকৃতির সতর্কতা ডিভাইসগুলি ব্যবহার করা জরুরী।

গ. আহতদের যত্ন নেওয়া

যেকোনো আঘাতের জন্য নিজেকে এবং যাত্রীদের ভাল করে চেক করুন। যদি কেউ আহত হয়, প্রয়োজন ব্যতীত তাদের স্থানান্তর করবেন না, কারণ নড়াচড়া করে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। চিকিৎসক বা জরুরী কাজে নিয়োজিত লোকজন আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন, যদি না নিরাপত্তার জন্য ইমার্জেন্সি প্রয়োজন না হয়ে থাকে (যেমন, আগুন)। প্রয়োজন হলে আহত ব্যাক্তিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তাদের সাথে কথা বলে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্থ করা দরকার। প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাক্তিদের অতিরিক্ত ঝুকি থেকে রক্ষা করে, তাই জরুরী পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা অনেক প্রয়োজনীয়।

ঘ. বিপজ্জনক পণ্য বহন করলে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা

বিপজ্জনক পণ্য বহন করা অবস্থায় জরুরী পরিস্থিতিতে আপনার গাড়িটিকে একটি নির্দিষ্ট জরুরী থামার এলাকায় বা এমন একটি স্থানে নিয়ে যান যা অন্যদের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় যদি এটি করা নিরাপদ হয়। নিশ্চিত করুন যে আপনি ইগনিশন উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে আছেন, যেমন খোলা শিখা, স্পার্ক বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি। আপনি যে বিপজ্জনক পণ্য বহন করছেন তার জন্য নির্দিষ্ট জরুরী বিভাগের সাথে পরামর্শ করুন। এই তথ্যগুলো উপাদান সুরক্ষা ডেটা শীট (MSDS) বা পরিবহন জরুরি কার্ডে (TREMcard) পাওয়া যেতে পারে। প্রস্তাবিত কাজগুলো অনুসরণ করুন, যেমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা জরুরী পদ্ধতি।

জরুরী নম্বর ডায়াল করুন (যেমন, 999) এবং আপনার বর্তমান জরুরি অবস্থার প্রকৃতি এবং আপনি যে বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন করছেন তা সম্পর্কে অবহিত করুন। আপনার অবস্থান, নির্দিষ্ট ধরনের বিপজ্জনক উপাদান এবং কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি বা বিপদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করুন।

জরুরী সহায়তা প্রদানকারীরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাবে, তখন তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং বিপজ্জনক পণ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করুন। জরুরী পরিস্থিতির নিরাপদ সমাধান নিশ্চিত করতে তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

ঘটনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, আপনাকে অন্যান্য সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হতে পারে, যেমন স্থানীয় দমকল বিভাগ, পরিবেশ সংস্থা বা আপনার কোম্পানির বিপজ্জনক পদার্থের ঘটনার জন্য মনোনীত বিভাগ। আপনার এখতিয়ার বা কোম্পানির নীতির সাথে নির্দিষ্ট কোনো রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা থাকলে তা অনুসরণ করুন।

৪.২ সঠিক পদক্ষেপ

যেকোনো আঘাতের জন্য নিজেকে এবং যাত্রীদের ভাল করে চেক করুন। যদি কেউ আহত হয়, প্রয়োজন ব্যতীত তাদের স্থানান্তর করবেন না, কারণ নড়াচড়া করে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। চিকিৎসক বা জরুরী কাজে নিয়োজিত লোকজন আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন, যদি না নিরাপত্তার জন্য ইমার্জেন্সি প্রয়োজন না হয়ে থাকে (যেমন, আগুন)। প্রয়োজন হলে আহত ব্যাক্তিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তাদের সাথে কথা বলে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্থ করা দরকার। প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাক্তিদের অতিরিক্ত ঝুকি থেকে রক্ষা করে, তাই জরুরী পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা অনেক প্রয়োজনীয়।

ক. বিপজ্জনক পণ্য বহন করলে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা

বিপজ্জনক পণ্য বহন করা অবস্থায় জরুরী পরিস্থিতিতে আপনার গাড়িটিকে একটি নির্দিষ্ট জরুরী থামার এলাকায় বা এমন একটি স্থানে নিয়ে যান যা অন্যদের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় যদি এটি করা নিরাপদ হয়। নিশ্চিত করুন যে আপনি ইগনিশন উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে আছেন, যেমন খোলা শিখা, স্পার্ক বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি।

আপনি যে বিপজ্জনক পণ্য বহন করছেন তার জন্য নির্দিষ্ট জরুরী বিভাগের সাথে পরামর্শ করুন। এই তথ্যগুলো উপাদান সুরক্ষা ডেটা শীট (MSDS) বা পরিবহন জরুরি কার্ডে (TREMcard) পাওয়া যেতে পারে। প্রস্তাবিত কাজগুলো অনুসরণ করুন, যেমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা জরুরী পদ্ধতি।

জরুরী নম্বর ডায়াল করুন (যেমন, 999) এবং আপনার বর্তমান জরুরি অবস্থার প্রকৃতি এবং আপনি যে বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন করছেন তা সম্পর্কে অবহিত করুন। আপনার অবস্থান, নির্দিষ্ট ধরনের বিপজ্জনক উপাদান এবং কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি বা বিপদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করুন।

জরুরী সহায়তা প্রদানকারীরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাবে, তখন তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং বিপজ্জনক পণ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করুন। জরুরী পরিস্থিতির নিরাপদ সমাধান নিশ্চিত করতে তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

ঘটনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, আপনাকে অন্যান্য সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হতে পারে, যেমন স্থানীয় দমকল বিভাগ, পরিবেশ সংস্থা বা আপনার কোম্পানির বিপজ্জনক পদার্থের ঘটনার জন্য মনোনীত বিভাগ। আপনার এখতিয়ার বা কোম্পানির নীতির সাথে নির্দিষ্ট কোনো রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা থাকলে তা অনুসরণ করুন।

খ. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

সম্ভব হলে ট্রাফিক থেকে দূরে, নিরাপদ স্থানে আপনার গাড়ি থামান। যদি দুর্ঘটনাটি ছোট হয় এবং যানবাহনগুলো চালানোর উপযোগী হয়, সেগুলোকে রাস্তার পাশে সরিয়ে দিন। কোনো সম্ভাব্য জ্বালানি লিক বা আগুনের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে ইঞ্জিন বন্ধ করুন।

গ. জরুরি সার্ভিসগুলোর সাথে যোগাযোগ করা

দুর্ঘটনার রিপোর্ট করতে উপযুক্ত জরুরি নম্বর (যেমন, 999) ডায়াল করুন। আপনার অবস্থান, জড়িত যানবাহনের সংখ্যা এবং যে ক্ষয় ক্ষতির বিষয়ে সঠিক বিবরণ দিন। জরুরী সেবা দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা সহায়তার জন্য অনুরোধ করুন।

ঘ. পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা

ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করুন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করুন। দুর্ঘটনাস্থলের ছবি তুলুন, এতে জড়িত যানবাহন, ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করুন। জড়িত অন্যান্য চালকের সাথে যোগাযোগ করুন, বীমা এবং গাড়ির তথ্য বিনিময় করুন।

ঙ. কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা

পুলিশ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সঠিক এবং বিস্তারিত তথ্য প্রদান করুন। সঠিক তথ্যের সাথে একমত থাকুন এবং অনুমান করা বা দোষ স্বীকার করা এড়িয়ে চলুন। তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং পূর্ণ সহযোগিতা করুন।

৪.৩ আইনের রিকোয়্যারমেন্ট এবং বীমা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ

একটি বীমা রিপোর্টের জন্য দুর্ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করার সময় সঠিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

ক. **তারিখ এবং সময়** দুর্ঘটনা কখন ঘটেছিল তার সঠিক তারিখ এবং সময় নোট করুন। এই তথ্য দূর্ঘটনা কখন ঘটেছিল তা থেকে কত সময় পার হয়েছে তা জানতে সাহায্য করবে।

খ. **অবস্থান** রাস্তার নাম, চৌরাস্তা, বা দৃশ্য শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে এমন কোন ল্যান্ডমার্ক সহ দুর্ঘটনার অবস্থান নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করে নোট করে রাখুন।

গ. **দুর্ঘটনার বর্ণনা** কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার একটি পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করুন যেমন ভ্রমণের দিকনির্দেশ, লেনের অবস্থান, জড়িত যে কোন ট্র্যাফিক সংকেত বা চিহ্ন এবং জড়িত যানবাহন বা ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপ।

ঘ. **আবহাওয়া এবং রাস্তার অবস্থা** দুর্ঘটনার সময় আবহাওয়ার অবস্থা যেমন পরিষ্কার, বৃষ্টিপাত, কুয়াশাচ্ছন্ন বা তুষারপাতের মতো অবস্থা থাকলে তা নোট করুন। এছাড়াও, রাস্তার অবস্থা উল্লেখ করুন, যেমন শুষ্ক, ভেজা, বরফ বা পিচ্ছিল।

ঙ. **ক্ষয়ক্ষতি এবং আঘাত** দূর্ঘটনা কবলিত যানবাহনের ক্ষতির পরিমাণ এবং চালক, যাত্রী বা পথচারীদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে তার পরিমাণ বর্ণনা করুন। প্রাপ্ত বা প্রয়োজনীয় কোনো চিকিৎসার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।

চ. **সাক্ষীর তথ্য** দুর্ঘটনার কোন সাক্ষী থাকলে, তাদের নাম, যোগাযোগের তথ্য এবং তাদের পর্যবেক্ষণের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ তালিকাভুক্ত করুন। এটি দূর্ঘটনাকে যাচাই করতে এবং আপনার দাবির জন্য অতিরিক্ত সমর্থন প্রদান করতে সহায়তা করবে।

ছ. **ছবি বা ভিডিও** যদি সম্ভব হয়, দুর্ঘটনার দৃশ্য, ক্ষয়ক্ষতি এবং কোন প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা তোলা প্রাসঙ্গিক ছবি বা ভিডিও অন্তর্ভুক্ত করুন। চাক্ষুষ প্রমাণ দুর্ঘটনার আশেপাশের পরিস্থিতির একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদান করতে পারে।

জ. **পুলিশ রিপোর্ট** যদি পুলিশকে ঘটনাস্থলে ডেকে রিপোর্ট করা হয়, তাহলে রিপোর্ট নম্বর এবং অফিসারদের নাম এবং ব্যাজ নম্বর নোট করুন। এই দুর্ঘটনার রিপোর্ট একটি অফিসিয়াল রেকর্ড হিসাবে পরিবেশন করতে পারে।

ঝ. **অন্যান্য ড্রাইভারের তথ্য** দুর্ঘটনায় জড়িত অন্যান্য চালকের নাম, যোগাযোগের বিশদ বিবরণ, চালকের লাইসেন্স নম্বর, গাড়ির নিবন্ধন নম্বর এবং বীমা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।

ঞ. **অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য** যদি দুর্ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক কোনো অতিরিক্ত বিবরণ বা পর্যবেক্ষণ তথ্য পাওয়া যায় তাহলে সেগুলি আপনার প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করুন।

৪.৪ চিকিৎসা সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা

ড্রাইভিং এর সময় বা ওয়ার্কশপে মেরামত কাজের সময় দূর্ঘটনা ঘটে বা সড়ক দূর্ঘটনায় মানুষ আহত হয়। অনেক সময় আহত ব্যাক্তিকে ততক্ষনাৎ হাসপাতালে নিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে জরুরী পরিস্থিতিতে রোগীর কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। দূর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য গাড়ি বা ওয়ার্কশপে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এজন্য গাড়ি বা ওয়ার্কশপে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স বা ফার্স্ট এইড বক্স রাখতে হবে। এই প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে যাতে দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া যায়।

৪.৫ ফার্স্ট এইড

একজন আহত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম যে সহযোগিতা বা সেবা প্রদান করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি কোনো দৈব দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা বিপত্তিকালীন সময়ে কোনো আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে বা অন্য কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্বে তার অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

ফার্স্ট এইড বক্স

ক. যে কারণে ফার্স্ট এইড জরুরী

সড়ক দূঘটনা বা যে কোন কারণে মানুষ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এতে রোগীর জীবনহানি ঘটতে পারে। এ অবস্থায় রোগীকে তাৎক্ষনিক কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা দিলে রোগীর মৃত্যুঝুকি কমানো যায়। সড়ক দূঘটনায় আহত রোগীকে জরুরী পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রোগীর অবস্থা কিছুটা ভালো অবস্থায় এনে পরে হাসপাতালে প্রেরণ করলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।

খ. ফার্স্ট এইড বক্স/ প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স

প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যে নির্দিষ্ট বাক্সে সংরক্ষণ করা হয় তাকে ফার্স্ট এইড বক্স বলে। বক্সে যা যা থাকা উচিত;

- ব্যান্ড এইড,
- তুলা,
- ব্যান্ডেজ,
- স্যালাইন,
- এন্টি-সেপ্টিক বা জীবাণুনাশক।

গ. দূর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োগ

সড়ক দূর্ঘটনায় আহত রোগীর মৃত্যুঝুকি কমাতে প্রাথমিক চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগের কিছু পদ্ধতি

- দ্রুত গতিতে আগের কাজ আগে এবং পরের কাজ পরে নীতিতে কাজ করা উচিত।
- রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হলে দ্রুত কৃত্তিম শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- রক্ত ক্ষরণ হলে দ্রুত রক্ত ক্ষরণ বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্নায়ুবিক আহত রোগীর চিকিৎসা সাথে সাথে করতে হবে।
- রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োগ

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাবে সড়ক দূর্ঘটনায় মানুষ আহত বা নিহত হচ্ছে। এদের মধ্যে বিরাট একটি অংশ দ্রুত সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার জন্য মৃত্যুবরণ করে। সড়ক দূর্ঘটনায় আহত রোগীকে দ্রুত ও সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা দিলে আহত রোগীর মৃত্যুঝুকি অনেক কমে যায়। সড়ক দূর্ঘটনায় আহত যাত্রীর বিভিন্ন উপসর্গ/ সমস্যার অবতারনা হয়। উপসর্গ/ সমস্যা চিহ্নিত করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হবে।

সড়ক দূর্ঘটনায় নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর অবতারণা হয়। যেমন-

- শ্বাসকষ্ট হওয়া,
- মাংশপেশিতে আঘাত লেগে থেতলে যাওয়া,
- রক্তপাত হওয়া,
- পেটের অভ্যন্তরে আঘাত লাগা,
- মাথায় আঘাত লাগা,
- হাড় ভেঙ্গে যাওয়া,
- আগুনে পুড়ে যাওয়া।

ঙ. শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস নিতে কষ্ট হলে প্রাথমিক চিকিৎসা

ফুসফুসে অক্সিজেনযুক্ত বাতাসের অভাব দেখা দিলে রোগীর শ্বাসকষ্ট/ শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এসময় মুখ মন্ডল জিহ্বা নীল হতে দেখা যায় এবং রোগী মারা যায়।

যে সকল কারণে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় যেমন-

- গাড়ির কালো ধোয়া অতিরিক্ত নাকে প্রবেশ করলে।
- বৈদ্যুতিক শক লাগলে।
- হৃদরোগে (হার্ট অ্যাটাকে) আক্রান্ত হলে।

চ. প্রাথমিক চিকিৎসা

ধোয়া যুক্ত স্থান থেকে দ্রুত রোগীকে সরিয়ে আনতে হবে। প্রোন পজিশনিং বা উপুড় করে কিছুসময় শুইয়ে রাখতে হবে (চিত্রের ন্যায়) । এতে রোগীর ফুসফুসে অক্সিজেনের পরিমান বাড়বে। কৃত্তিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। নাক দিয়ে জোরে ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া এবং মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। এতে রোগীর শরীরে অক্সিজেনের পরিমান বাড়বে।

৪.৬ যাত্রীর প্রয়োজনসমূহ

ক. **দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা** জরুরী পরিস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য দুটি গুরুত্তপূর্ণ বিষয় হলো আঘাত (কারন এবং চিকিৎসা) এবং যানবাহন থেকে বেরিয়ে আসা। এক্ষেত্রে গাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বা প্রস্থান করা, যাত্রীর পতন বা অসুস্থতা জরুরী অবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এর সমাধান করতে হয়। শ্বাস কষ্ট এবং হার্টের অবস্থার কারনে অনেক যাত্রী (বিশেষ করে যাদের লুকানো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে) সে সকল যাত্রীর বেশি অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্ট্রেস, তাপ, আদ্রতা, এবং অসুস্থতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। যাত্রী (বিশেষত তরুন, প্রবীন বা শারিরিকভাবে অক্ষম) কোন ব্যক্তি গাড়ির ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যাত্রীদের সিট বেল্ট না ব্যবহার করা এবং হঠাৎ যানবাহন শুরু বা চালকের দ্বারা গাড়ি থামানোর কারনে যাত্রী (বিশেষ করে হুইল চেয়ার ব্যবহার করে এমন যাত্রী) পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং গতিশীল প্রতিবন্ধী যাত্রী তার ভারসাম্য হারাতে পারে এবং গাড়িতে প্রবেশের সময় বা প্রস্থানের সময় পড়ে যেতে পারে।

খ. **জরুরী সেবা** ভ্রমণের সময় যদি কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে নিকটস্থ সহায়তা কেন্দ্র যেমন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতালে নিতে হবে। যদি জরুরী অবস্থায় থাকে (হার্ট অ্যাটাক) তাহলে জরুরী সেবা নম্বরে (৯৯৯) ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স খবর দিতে হবে।

গ. **ফার্স্ট এইড বক্স** ফার্স্ট এইড বক্স ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা আছে কিনা তা ড্রাইভারকে নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সের যে উপকরণগুলোর ব্যবহার জানা সেই উপকরণগুলোই ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহার শেষে পূনরায় তা সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ. **বিরুপ পরিস্থিতি** তাতক্ষণিক বিপদ (রেলপথ ক্রসিং এ গাড়ি স্থবির হওয়া) বা মারাত্মক আবহওযার পরিস্থিতি থাকলে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া উচিত। দৃষ্টিশক্তিহীন, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী যাত্রীকে সরাতে বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হয় সেদিকে খেয়াল রাখত হবে। সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন অল্প বয়স্ক, প্রবীন বা প্রতিবন্ধী যাত্রীদের শারিরীকভাবে সহযোগিতা বা চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

ঙ. **দূর্ঘটনায় ড্রাইভারের দ্বায়িত্ব** সড়ক দূর্ঘটনায় ড্রাইভারের দ্বায়িত্ব হলো নিজের এবং যাত্রীগণের সুরক্ষা এবং সুস্বাস্থের দিকে নজর রাখা। নিজেকে শান্ত রাখা। দূর্ঘটনায় আক্রান্ত মোটরযান থেকে বেরিয়ে আসা এবং যাত্রীদের কিভাবে বের করে আনতে হবে তা চিহ্নিত করা। নিরাপত্তা ও সতর্কতা নিশ্চিত না করে কোন আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করা। আহত সংখ্যা এবং তাদের অবস্থা নির্ধারণ করা। জরুরী পরিসেবার জন্য জরুরী সহায়তা সংস্থায় ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স খবর দেয়া।

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-8: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

১. এক কথায় উত্তর দিন - ৫টি

১.১ ফাস্ট এইড অর্থ কী?

উত্তরঃ

১.২ দূর্ঘটনার অঞ্চলটি সুরক্ষিত রাখার জন্য কি ব্যবিহার করা হয়?

উত্তরঃ

১.৩ ফাস্ট এইড বক্স কাকে বলে?

উত্তরঃ

১.৪ সড়ক দূর্ঘটনায় ২ টি সমস্যা লিখুন।

উত্তরঃ

১.৫ নাক থেকে রক্তপাত হলে কত সময় নাক চেপে ধরে রাখতে হবে?

উত্তরঃ

২. সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন - ৪ টি

২.১ শ্বাসকস্ট হলে কিভাবে শুইয়ে দিতে হয়?

২.২ উত্তরঃ

(ক) কাত করে (খ) পিঠের ওপর (গ) চিত করে (ঘ) প্রোন পজিশনে

২.৩ মাংশপেশিতে আঘাত লাগলে কত সময় বরফ দিয়ে পেচিয়ে রাখতে হবে?

(ক) ১০ (খ) ১৫ (গ) ২০ (ঘ) ২৫

২.৪ কত সময়ের মধ্যে নাক থেকে রক্তপাত বন্ধ না হলে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে?

(ক) ১০-২০ (খ) ৫-১০ (গ) ১৫-২০ (ঘ) ১০-১৫

২.৫ হাড় ভাঙ্গা কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৫ (গ) ৭ (ঘ) ৩

৩. সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করুন।

উত্তরঃ

৩.১ পোড়া স্থানে প্রচুর পানি ঢালতে হয়।

৩.২ পোড়া স্থানে বরফ, ডিম, তুলা লাগানো নউচিত নয়।

৩.৩ দূর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর মৃত্যুঝুকি কমায়।

৩.৪ মাথায় আঘাতের স্থানে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।

উত্তর পত্র (Answer Key)- 8: ফলো-আপ সাপোর্ট এবং এসিসট্যান্সের ব্যবস্থা করা

১. এক কথায় উত্তর দিন - ৫টি

উত্তরঃ

১.১ ফাস্ট এইড অর্থ কী?

উত্তরঃ ফাস্ট এইড অর্থ প্রাথমিক চিকিৎসা।

১.২ দূর্ঘটনার অঞ্চলটি সুরক্ষিত রাখার জন্য কি ব্যবিহার করা হয়?

উত্তরঃ ত্রিভুজাকৃতির সতর্কতা ডিভাইস।

১.৩ ফাস্ট এইড বক্স কাকে বলে?

উত্তরঃ প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যে নির্দিষ্ট বাক্সে সংরক্ষণ করা হয় তাকে ফার্স্ট এইড বক্স বলে।

১.৪ সড়ক দূর্ঘটনায় ২ টি সমস্যা লিখুন।

উত্তরঃ মাথায় আঘাত লাগা, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া।

১.৫ নাক থেকে রক্তপাত হলে কত সময় নাক চেপে ধরে রাখতে হবে?

উত্তরঃ ১০ মিনিট

২. সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন- ৪ টি

উত্তরঃ

২.১ শ্বাসকস্ট হলে কিভাবে শুইয়ে দিতে হয়?

(ক) কাত করে (খ) পিঠের ওপর (গ) চিত করে **(ঘ) প্রোন পজিশনে**√

২.২ ২. মাংশপেশিতে আঘাত লাগলে কত সময় বরফ দিয়ে পেচিয়ে রাখতে হবে?

(ক) ১০ **(খ) ১৫**√ (গ) ২০ (ঘ) ২৫

২.৩ ৩. কত সময়ের মধ্যে নাক থেকে রক্তপাত বন্ধ না হলে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে?

(ক) ১০-২০ (খ) ৫-১০ **(গ) ১৫-২০**√ (ঘ) ১০-১৫

২.৪ ৪. হাড় ভাঙ্গা কত প্রকার?

(ক) ২√ (খ) ৫ (গ) ৭ (ঘ) ৩

৩. সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করুন।

৩.১ পোড়া স্থানে প্রচুর পানি ঢালতে হয়।	**সত্য**
৩.২ পোড়া স্থানে বরফ, ডিম, তুলা লাগানো নউচিত নয়।	**সত্য**
৩.৩ দূর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর মৃত্যুঝুকি কমায়।	**সত্য**
৩.৪ মাথায় আঘাতের স্থানে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।	**মিথ্যা**

জব শিট (Job Sheet)- ৪.১ : মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান দূর্ঘটনায় আহত হলে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ঐ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে ।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে পিপিই পরিধান করে নিতে হবে,
- ক্ষতস্থান ও এর চারপাশ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে,
- কাঁচি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ও উপকরণ নিন।
২. ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে পরিস্কার বা গজ কাপড় দিয়ে প্যাড তৈরী করে ক্ষতস্থানটি চেপে ধরুন।
৩. পরে ক্ষতের পাশের স্থানের রক্ত মুছে ফেলা ব্যান্ডেজ বা পরিস্কার কাপড় দিয়ে বেধে দিন।
৪. যদি পা অথবা হাত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং হাড় না ভেঙ্গে থাকে তবে ক্ষতস্থান চেপে রেখে সতর্কতার সাথে ক্ষতস্থানটি উঁচু করে ধরুন।
৫. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে টুর্নিকেট প্রদান করুন যা অধিক রক্তক্ষরণকে বাধা দেবে।
৬. রোগী নিজেই হাত দিয়ে সরাসরি চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারেন।
৭. ক্ষতস্থানে কোন বস্তু ঢুকে গেলে তা নিজে না সরিয়ে প্রশিক্ষিত কারও সহয়তা নিন, কারন তা রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে দিতে পারে।
৮. যদি আহত ব্যক্তির মুখের বা চোয়ালের নিম্নাংশে রক্তক্ষরণ হয় তবে তাকে কাত করে শুইয়ে দিন, যাতে ক্ষরণকৃত রক্ত তার মুখের ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে।
৯. ক্ষত গভীর হলে বা রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলে রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করুন।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৪.১ : মোটরযান চালনার সময় জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	কাঁচি	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	স্যাভলন	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	ব্যান্ডেজ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	গজ কাপড়	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৪	টুর্নিকেট	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

জব শিট (Job Sheet)- ৪.২ : মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নোক্ত সতর্কতা বাঞ্চনীয়-

- যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে,
- আহত যাত্রীদের নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. জরুরী পরিস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য দুটি গুরুত্তপূর্ণ বিষয় হলো আঘাত (কারন এবং চিকিৎসা) এবং যানবাহন থেকে বেরিয়ে আসা।
২. এক্ষেত্রে গাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বা প্রস্থান করা, যাত্রীর পতন বা অসুস্থতা জরুরী অবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এর সমাধান করতে হয়।
৩. শ্বাস কষ্ট এবং হার্টের অবস্থার কারনে অনেক যাত্রী (বিশেষ করে যাদের লুকানো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে) সে সকল যাত্রীর বেশি অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. স্ট্রেস, তাপ, আদ্রতা, এবং অসুস্থতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। যাত্রী (বিশেষত তরুন, প্রবীন বা শারিরিকভাবে অক্ষম) কোন ব্যক্তি গাড়ির ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে তাদের নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে।
৫. যাত্রীদের সিট বেল্ট ব্যবহার করার জন্য বলে দিতে হবে এবং হঠাৎ যানবাহন শুরু বা চালকের দ্বারা গাড়ি থামানোর কারনে যাত্রী (বিশেষ করে হুইল চেয়ার ব্যবহার করে এমন যাত্রী) পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারে সেজন্য সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাতে হবে।
৬. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং গতিশীল প্রতিবন্ধী যাত্রী তার ভারসাম্য হারাতে পারে এবং গাড়িতে প্রবেশের সময় বা প্রস্থানের সময় পড়ে যেতে পারে তখন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
৭. ভ্রমণের সময় যদি কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে নিকটস্থ সহায়তা কেন্দ্র যেমন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতালে নিতে হবে।
৮. যদি জরুরী অবস্থায় থাকে (হার্ট অ্যাটাক) তাহলে জরুরী সেবা নম্বরে (৯৯৯) ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স খবর দিতে হবে।
৯. ফার্স্ট এইড বক্স ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা আছে কিনা তা ড্রাইভারকে নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
১০. প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সের যে উপকরণগুলোর ব্যবহার জানা সেই উপকরণগুলোই ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহার শেষে পূনরায় তা সংরক্ষণ করতে হবে।
১১. তাতক্ষণিক বিপদ (রেলপথ ক্রসিং এ গাড়ি স্থবির হওয়া) বা মারাত্মক আবহওযার পরিস্থিতি থাকলে যাত্রীদের সরিয়ে নিতে হবে।
১২. দৃষ্টিশক্তিহীন, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী যাত্রীকে সরাতে বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
১৩. দূর্ঘটনায় আক্রান্ত মোটরযান থেকে বেরিয়ে আসা এবং যাত্রীদের কিভাবে বের করে আনতে হবে তা চিহ্নিত করতে হবে।
১৪. নিরাপত্তা ও সতর্কতা নিশ্চিত না করে কোন আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা যাবেনা।
১৫. আহত সংখ্যা এবং তাদের অবস্থা নির্ধারণ করা। জরুরী পরিসেবার জন্য জরুরী সহায়তা সংস্থায় ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স খবর দিতে হবে।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৪.২ : মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	কাঁচি	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	স্যাভলন	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	ব্যান্ডেজ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	গজ কাপড়	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৪	টুর্নিকেট	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

শিখনফল -৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১ গাড়িতে কোনও সমস্যা লক্ষ্য করলে, এটি নিরাপদে থামাতে পেরেছিল। ২ ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত করার জন্য ভাঙ্গানের পরে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে ৩ গৌণ চলমান মেরামত করতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১ প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২ সিবিএলএম ৩ হ্যান্ডআউটস ৪ ল্যাপটপ ৫ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৬ কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার ৭ ইন্টারনেট সুবিধা ৮ হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ৯ অডিও ভিডিও ভিভাইস
বিষয়বস্তু	১ গাড়িতে কোনও সমস্যা লক্ষ্য করলে, এটি নিরাপদে থামানো ২ গাড়ির সমস্যা ▪ ব্রেক ফেইল; ▪ টায়ার ফেইল; এবং ▪ ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন ৩ গাড়ি ভাঙ্গানের যথাযথ ব্যবস্থা ৪ যথাযথ ব্যবস্থা ▪ সম্ভব হলে রাস্তাহতে সরিয়ে ফেলা ▪ হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট চালু করা ▪ সতর্কতা চিহ্নগুলি আইনসম্মতভাবে রাখা ▪ নিয়োগকর্তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ব্রেকডাউন সম্পর্কে জানানো ৫ মাইনর রানিং মেরামত করতে সক্ষম হয়েছে।
জব/টাস্ক/অ্যাক্টিভিটি	১ মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা। ২ গাড়ি ভাঙ্গানের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত পরীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া।
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৫ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৪-এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন। ▪ জব শিট- ৫.১ মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট- ৫.১ মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা। ▪ জব শিট- ৫.২ : গাড়ি ভাঙ্গানের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। ▪ স্পেসিফিকেশন শিট-৫.২ : গাড়ি ভাঙ্গানের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ও প্রয়োগ করতে পারবে

৫.১ গাড়িতে কোনও সমস্যা লক্ষ্য করলে, এটি নিরাপদে থামানো
৫.২ গাড়ির সমস্যা
৫.৩ গাড়ি ভাঙ্গানের যথাযথ ব্যবস্থা
৫.৪ মাইনর রানিং মেরামত করতে সক্ষম হয়েছে।

ভূমিকা

একটি যানবাহন ভেঙে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যাইহোক, শান্ত থাকা এবং সঠিক পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে, আপনি আপনার নিরাপত্তা এবং সমস্যার দক্ষ সমাধান নিশ্চিত করতে পারেন। নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন, পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন, প্রয়োজনে জরুরি সার্ভিসে যোগাযোগ করুন এবং প্রয়োজনে পেশাদারদের সহায়তা নিন। প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে, আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে যানবাহনের ভাঙনগুলি পরিচালনা করতে পারেন এবং হতে পারে এমন কোনও অসুবিধা কমাতে পারেন।

৫.১ গাড়িতে কোনও সমস্যা লক্ষ্য করলে, এটি নিরাপদে থামানো

আপনি যদি গাড়ি চালানোর সময় আপনার গাড়িতে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করেন এবং এটিকে নিরাপদে থামানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি এই পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন:

ক. **শান্ত থাকা** সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য শান্ত থাকা এবং সমস্যায় মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ।
খ. **আপনার হ্যাজার্ড লাইট চালু করা** আপনার গাড়িতে কোনো সমস্যা আছে কিনা তা অন্য ড্রাইভারদের সতর্ক করতে আপনার হ্যাজার্ড লাইট বা জরুরী ফ্ল্যাশার সক্রিয় করুন।
গ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা** সমস্যা বা ত্রুটি সনাক্ত করার চেষ্টা করুন। গাড়ির শক্তি কমে যাচ্ছে কিনা, অদ্ভুত আওয়াজ করছে বা অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে? এই তথ্য আপনার করণীয় নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।
ঘ. **থামার জন্য একটি নিরাপদ স্থান খোঁজা** নিকটতম নিরাপদ অবস্থান খুঁজুন গাড়িটি পার্ক করর জন্য। আদর্শভাবে, আপনার রাস্তার বাম পাশের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। অন্যান্য ড্রাইভারকে আপনার অবস্থার সংকেত দিতে আপনার ইন্ডিকেটর লাইট ব্যবহার করুন।
ঙ. **ধীরে ধীরে গতি হ্রাস করা** অ্যাক্সিলারেটরের প্যাডেলের উপর ধীরে ধীরে চাপ ছেড়ে দিয়ে গতি কমাতে শুরু করুন। হঠাৎ ব্রেক করবেন না, কারণ এতে গাড়িটি স্কিড বা নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।
চ. **আপনার ব্রেকগুলি বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করা** একবার আপনি গতি কমিয়ে দিলে, ধীরে ধীরে এবং অবিচলিতভাবে ব্রেকগুলি প্রয়োগ করুন। ব্রেক স্টম্পিং এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি চাকা লক করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।
ছ. **গিয়ার নিউট্রাল বা পার্কে স্থানান্তর করা** আপনার যদি ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন থাকে তবে নিউট্রালে স্থানান্তর করুন। স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশনের জন্য, গাড়িটিকে পার্কে রাখুন। এটি ইঞ্জিনটিকে পুনরায় চালু করা এবং আরও ক্ষতি করতে বাধা দেবে।
জ. **পার্কিং ব্রেক নিযুক্ত করা** নিরাপদে থামলে, গাড়িটি স্থির থাকা নিশ্চিত করতে পার্কিং ব্রেক লাগান।
ঝ. **ইঞ্জিন বন্ধ করা** কোনো সম্ভাব্য বিপদ এবং আরও ক্ষতি এড়াতে ইঞ্জিন বন্ধ করুন। যাইহোক, যদি আপনি আগুন বা জ্বালানী লিক হওয়ার সন্দেহ করেন, তাহলে স্টিয়ারিং এবং ব্রেকগুলির শক্তি বজায় রাখার জন্য ইঞ্জিনটি চলমান রেখে দেওয়া ভাল।

ঞ. **নিরাপদে যানবাহন থেকে প্রস্থান করা** যদি এটি করা নিরাপদ হয়, তাহলে রাস্তা থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে গাড়িটি রাখুন এবং গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তা থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে যান।

ট. **পেশাদারের সাহায্য নিন** একবার আপনি নিরাপদ জায়গায় গেলে, সমস্যাটি নির্ণয় এবং সমাধানে সহায়তার জন্য রাস্তার পাশে সহায়তা সার্ভিস বা একজন মেকানিকের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনে রাখবেন, আপনি যদি কোন ব্যস্ত হাইওয়েতে থাকেন বা সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে থাকেন, তাহলে আপনার নিরাপত্তা এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ গাড়ির সমস্যা

রাস্তায় চলার সময় গাড়ি নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এখানে কিছু সাধারণ সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে আপনি যার সম্মুখীন হতে পারেন:

ক. **ইঞ্জিনের সমস্যা** এই সমস্যার মধ্যে একটি ইঞ্জিন মিসফায়ারিং, শক্তি হ্রাস, ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

খ. **ফ্ল্যাট টায়ার** হঠাৎ টায়ার ফ্ল্যাট হয়ে গেলে গাড়িটিকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তুলতে পারে । তখন আপনাকে গাড়িটি থামাতে এবং টায়ার প্রতিস্থাপন করতে বা সাহায্যের জন্য কল করতে হতে পারে।

গ. **ব্রেক ফেইল** ব্রেকের সমস্যাগুলির জন্য ব্রেক করার কার্যকারিতা হ্রাস থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ব্রেক ফেইলর পর্যন্ত হতে পারে, যা গাড়ি চালানো চালিয়ে যাওয়া অনিরাপদ করে তোলে।

ঘ. **বৈদ্যুতিক সমস্যা** ত্রুটিপূর্ণ তারের বা ব্যাটারির সমস্যা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণ হতে পারে, যেমন ডেড সেল, অ-কার্যকর আলো, বা ইগনিশন সিস্টেমে সমস্যা।

ঙ. **স্টিয়ারিং বা সাসপেনশন সমস্যা** স্টিয়ারিং সিস্টেম বা সাসপেনশনের সমস্যাগুলি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তুলতে পারে এবং খুব দ্রুত এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

চ. **ট্রান্সমিশন সমস্যা** একটি ত্রুটিপূর্ণ ট্রান্সমিশন গিয়ার স্থানান্তর, শক্তি হ্রাস, বা অদ্ভুত আওয়াজ করার মত অসুবিধা তৈরি করতে পারে।

ছ. **জ্বালানী সিস্টেমের সমস্যা** জ্বালানী সিস্টেমের সমস্যা, যেমন একটি আটকে থাকা ফুয়েল ফিল্টার বা একটি ত্রুটিপূর্ণ জ্বালানী পাম্প এবং এর ফলে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা সমস্যা হতে পারে এবং গাড়িটি স্থবির হতে পারে।

জ. **অতিরিক্ত গরম হওয়া** যদি ইঞ্জিনের তাপমাত্রা খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে এটি অতিরিক্ত গরম হতে পারে, ফলে আপনাকে গাড়ি থামাতে হতে পারে এবং ইঞ্জিনকে ঠান্ডা হতে দিতে হতে পারে।

ঝ. **সতর্কীকরণ আলো** ড্যাশবোর্ড সতর্কীকরণ আলো ইঞ্জিন সমস্যা, কম তেলের চাপ, বা ত্রুটিপূর্ণ সিস্টেম সহ বিভিন্ন সমস্যা নির্দেশ করতে পারে।

এগুলি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ, সেই সাথে রাস্তায় চলাকালীন গাড়ির অন্যান্য অনেক সমস্যা হতে পারে। আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং গাড়ির আরও ক্ষতি রোধ করতে যেকোন সমস্যা দ্রুত সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৩ গাড়ি ভাঙ্গনের যথাযথ ব্যবস্থা

একটি যানবাহন ব্রেকডাউনের সঠিক ব্যবস্থাপনায় আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অসুবিধা কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ জড়িত। গাড়ির ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে কী করতে হবে সে সম্পর্কে এখানে একটি নির্দেশিকা রয়েছে:

ক. **শান্ত থাকুন এবং একটি নিরাপদ অবস্থান খোঁজ করা** যদি সম্ভব হয়, আপনার গাড়িটিকে রাস্তার পাশে বা ট্র্যাফিক থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার করুন বা অন্য ড্রাইভারদের সতর্ক করতে আপনার জরুরি ব্লিঙ্কার চালু করুন।

খ. **পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা** আপনি যদি পারেন তবে ভাঙ্গানের কারণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি বেসিক কার মেকানিক্সের সাথে পরিচিত হন এবং একটি সাধারণ ফিক্স সনাক্ত করতে পারেন, যেমন একটি ফ্ল্যাট টায়ার, আপনি নিজেই সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হতে পারেন। অন্যথায়, সাহায্যের জন্য কল করা ভাল।

গ. **সংকেত দেয়া** রাস্তার অন্যান্য চালকদের দ্রুত এবং পরিষ্কারভাবে আপনার সংকেত দিন। আপনার হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার করুন, হর্ন বাজান এবং হাতের সংকেত বা হেডলাইট ফ্ল্যাশ করে আপনার পরিস্থিতির অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করুন।

ঘ. **অন্যদের সতর্ক করা** একটি সতর্কীকরণ ত্রিভুজ রাখুন বা শঙ্কু ব্যবহার করুন যে আপনার গাড়িটি স্থির এবং সমস্যায় রয়েছে। এটি অন্যান্য চালকদের সতর্ক করতে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

ঙ. **রাস্তার ধারে সহায়তার সাথে যোগাযোগ করা** আপনার বীমা প্রদানকারী, সদস্যপদ সংস্থা, বা যানবাহন প্রস্তুতকারকের মাধ্যমে যদি আপনার রাস্তার পাশে সহায়তা সার্ভিস থাকে তবে সাহায্যের জন্য তাদের কল করুন। আপনার অবস্থান, আপনি যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং অন্য যেকোন প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে তাদের সঠিক বিবরণ দিন।

চ. **আপনার গাড়ির সাথে থাকুন** সাহায্য না আসা পর্যন্ত আপনার গাড়ির সাথে থাকা সাধারণত নিরাপদ, বিশেষ করে আপনি যদি ব্যস্ত রাস্তায় বা অপরিচিত এলাকায় থাকেন। আপনার দরজা এবং জানালা লক করুন এবং অপরিচিতদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে সতর্ক থাকুন।

ছ. **অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা** আপনি যদি আপনার গাড়িটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে না পারেন বা আপনি যদি আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তিত হন, তাহলে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে এবং নির্দেশনা চাইতে স্থানীয় পুলিশ, নন-ইমার্জেন্সি নম্বরে কল করার কথা বিবেচনা করুন।

জ. **সহায়তার জন্য অপেক্ষা করা** ধৈর্য ধরুন এবং একটি টো ট্রাক বা রাস্তার পাশে সহায়তা প্রদানকারীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন। তারা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে এবং হয় ঘটনাস্থলে মেরামতের চেষ্টা করবে বা আপনার গাড়িটি কাছাকাছি মেরামতের দোকানে নিয়ে যাবে।

ঝ. **মেরামত পর্যবেক্ষণ করা** একবার আপনার গাড়ি মেরামতের দোকানে গেলে, অগ্রগতি ট্র্যাক করতে মেকানিকের সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং মেরামতের জন্য একটি আনুমানিক সময় সম্পর্কে ধারণা নিন। প্রয়োজনে, আপনার গাড়ি মেরামত করার সময় বিকল্প পরিবহনের ব্যবস্থা করুন।

ঞ. **সম্ভব হলে রাস্তাহতে সরিয়ে ফেলা** সম্ভব হলে গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করুন, যেমন একটি ফাঁকা রাস্তা, একটি পার্কিং লট বা রাস্তার ধার। এমন একটি জায়গার দিকে লক্ষ্য করুন যেখানে আপনি নিজেকে বা অন্যদের বিপদে না ফেলে নিরাপদে থাকতে পারেন।

ট. **হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট চালু করা** হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট, হর্ন এবং সিগন্যাল ব্যবহার করে ক্রমাগত আপনার পরিস্থিতি অন্যান্য ড্রাইভারদের সাথে শেয়ার করুন। এটি তাদের জরুরী অবস্থা বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করবে।

ঠ. **সতর্কতা চিহ্নগুলি আইনসম্মতভাবে রাখা** পার্কিং অবস্থায় অন্যদের আপনার বর্তমান অবস্থা জানানোর জন্য লাইট, ফ্লায়ার, আর্লি ওয়ার্নিং ডিভাইস আইনসম্মতভাবে রাখতে হবে যাতে অন্যের কোন সমস্যা না হয়। এই ডিভাইসসমূহ দেখে অন্য ড্রাইভাররা যাতে বুঝতে পারে আপনি বিপদে পরেছেন।

ড. **নিয়োগকর্তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ব্রেকডাউন সম্পর্কে জানানো** যদি আপনার গাড়িটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে না পারেন বা আপনি যদি আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তিত হন, তাহলে পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়োগকর্তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে এবং নির্দেশনা চাইতে স্থানীয় পুলিশ, নন-ইমার্জেন্সি নম্বরে কল করার কথা বিবেচনা করুন। ধৈর্য ধরুন এবং একটি টো ট্রাক বা রাস্তার পাশে সহায়তা প্রদানকারীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন। তারা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে এবং হয় ঘটনাস্থলে মেরামতের চেষ্টা করবে বা আপনার গাড়িটি কাছাকাছি মেরামতের দোকানে নিয়ে যাবে।

মনে রাখবেন, ব্রেকডাউনের সময় আপনার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা আপনাকে ঝুঁকি কমিয়ে কার্যকরভাবে পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।

৫.৪ মাইনর রানিং মেরামত করা

আপনি যদি একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে থাকেন এবং ছোটখাটো চলনসই মেরামত করার প্রয়োজন হয়, তবে আপনি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। যাইহোক, দয়া করে মনে রাখবেন যে নিরাপত্তা আপনার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, এবং যদি ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হয় বা আপনি যদি মেরামত পরিচালনা করার ক্ষমতা সম্পর্কে অনিশ্চিত হন তবে সহায়তার জন্য একজন পেশাদার মেকানিক বা ভ্রাম্যমান সার্ভিস এর সাথে যোগাযোগ করা ভাল। ছোটখাট চলমান মেরামতের জন্য এখানে কিছু সাধারণ নির্দেশিকা রয়েছে:

ক. **ক্ষতির মূল্যায়ন করা** ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে আপনার গাড়িটি সাবধানে পরিদর্শন করুন। ক্ষতির যে কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন, যেমন ডেন্ট, স্ক্র্যাচ বা ভাঙা অংশগুলি সন্ধান করুন। ক্ষতি গাড়ির চালনাযোগ্যতা বা নিরাপত্তা প্রভাবিত করে কিনা তা মূল্যায়ন করুন।

খ. **আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন** কোনো মেরামতের চেষ্টা করার আগে, নিশ্চিত করুন যে আপনি ট্র্যাফিক থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে আছেন। আপনার হ্যাজার্ড লাইট চালু করুন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য চালকদের সতর্ক করতে প্রতিফলিত ত্রিভুজ বা ফ্লেয়ার ব্যবহার করুন।

গ. **অস্থায়ী সমাধানকরা** ক্ষতির ধরণের উপর নির্ভর করে, আপনি গাড়িটিকে একটি মেরামতের দোকানে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপদ করতে কিছু অস্থায়ী মেরামত করতে সক্ষম হতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ:

- যদি একটি সাইড মিরর ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা ভাঙ্গা হয়, আপনি নালী টেপ বা জিপ টাই ব্যবহার করে এটি সাময়িকভাবে সুরক্ষিত করতে পারেন।
- হেডলাইট বা টেললাইট নষ্ট হলে, আপনি প্লাস্টিকের মোড়ক বা প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে টেপ দিয়ে সুরক্ষিত করতে পারেন।

ঘ. **ব্যাটারি সমস্যা সমাধানকরা** ব্যাটারি টার্মিনালের কোন মরিচা/ধাতুমল থাকলে পরিস্কার করে ফেলতে হবে। মরিচা ব্যাটারি খারাপ হতে পারে এমন লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে, তবে আপনার গাড়ির ব্যাটারির বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাটারির টার্মিনালগুলিতে মরিচা পড়ছে কিনা তা সন্ধান করুন। ঠিকঠাক চার্জ আছে কিনা দেখুন।

ঙ. **টায়ার মেরামতকরা** আপনার যদি ফ্ল্যাট টায়ার থাকে তবে আপনি অতিরিক্ত টায়ার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে এটি পরিবর্তন করতে পারেন। নিরাপদে টায়ার পরিবর্তন করতে আপনার গাড়ির ম্যানুয়ালে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

চ. **হেডলাইট বা টেললাইট বাল্ব প্রতিস্থাপন করা**

- হেডলাইট বা টেললাইটের জন্য বাল্ব এবং অ্যাক্সেস পয়েন্ট সনাক্ত করতে আপনার গাড়ির ম্যানুয়ালটি দেখুন যা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন।
- হুড (একটি হেডলাইটের জন্য) বা ট্রাঙ্ক (একটি টেললাইটের জন্য) খুলুন এবং বাল্ব ধারকটি খুঁজুন।
- বাল্বের ধারকের পিছন থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগটি আনপ্লাগ করুন।
- বাল্বের প্রকারের উপর নির্ভর করে, আপনাকে এটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে মোচড় দিতে হবে বা ধারক থেকে এটি সরানোর জন্য এটিকে আনক্লিপ করতে হবে।
- ধারকটিতে নতুন বাল্ব লাগান, নিশ্চিত করুন যে এটি নিরাপদে ফিটিং হয়েছে।
- বাল্বের ধারকের পিছনে বৈদ্যুতিক সংযোগ পুনরায় সংযোগ করুন।
- হেডলাইট চালু করে বা সংশ্লিষ্ট আলো সক্রিয় করে নতুন বাল্ব পরীক্ষা করুন।

ছ. **ফিউজ প্রতিস্থাপন করা**

- ফিউজ বক্স (সাধারণত ড্যাশবোর্ডের নিচে বা ইঞ্জিনের বগিতে) সনাক্ত করতে আপনার গাড়ির ম্যানুয়ালটি দেখুন।
- ফিউজ বক্সের কভারে বা ম্যানুয়ালটিতে চিত্রটি ব্যবহার করে ত্রুটিযুক্ত ফিউজ সনাক্ত করুন।
- ফেটে যাওয়া ফিউজ অপসারণ করতে একটি ফিউজ টানার বা এক জোড়া নোজ প্লায়ার ব্যবহার করুন।
- কেটে যাওয়া ফিউজটিকে একই রেটিং এর একটি নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন।
- নতুন ফিউজটিকে সংশ্লিষ্ট স্লটে পুশ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি ভালভাবে ফিট হয়েছে।

জ. **উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার ব্লেড প্রতিস্থাপন করা**

- ওয়াইপার আর্মটি উইন্ডশীল্ড থেকে দূরে তুলুন।
- ওয়াইপার ব্লেডের নিচের দিকে ছোট ট্যাব বা বোতামটি সনাক্ত করুন যেখানে এটি ওয়াইপার আর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে।
- ট্যাব বা বোতাম টিপুন এবং ওয়াইপার আর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ওয়াইপার ব্লেডটিকে নিচের দিকে স্লাইড করুন।
- নতুন ওয়াইপার ব্লেডটিকে ওয়াইপার আর্মের উপর স্লাইড করে সংযুক্ত করুন যতক্ষণ না এটি জায়গায় ক্লিক করে।
- ওয়াইপার আর্মটি আস্তে আস্তে উইন্ডশীল্ডের দিকে নামিয়ে দিন।

ঝ. **তরল লিক হওয়া** আপনি যদি তরল লিক লক্ষ্য করেন, তাহলে তরলের ধরন এবং লিকের উৎস সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটি একটি ছোট ফুটো হয়, আপনি সাময়িকভাবে এটি উপরে উপরে কিছু তরল যোগ করতে পারেন। আর যদি এটি একটি উল্লেখযোগ্য লিক হয় বা আপনি তরলের ধরন সম্পর্কে অনিশ্চিত হন, তাহলে গাড়ি চালানো এড়িয়ে একজন পেশাদার সাহায্য চাইতে হবে।

ঞ. **গাড়ির আলগা অংশগুলি সুরক্ষিত করা** গাড়ির কোনও অংশ আলগা বা ঝুলে থাকলে, গাড়ি চালানোর সময় আরও ক্ষতি রোধ করতে টেপ বা অন্যান্য উপায় ব্যবহার করে সাময়িকভাবে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, এগুলি ছোটখাটো চলনসই মেরামতের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা, এবং সেগুলি সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নাও হতে পারো আপনি যদি মেরামত সম্পর্কে অনিশ্চিত হন বা যদি ক্ষতি ব্যাপক হয় তবে সর্বদা একজন পেশাদার মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বা নির্দেশনার জন্য আপনার বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করা সর্বোত্তম।

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)-৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

১. টায়ার ফেইলরের কিছু কারণ লিখুন।
উত্তরঃ

২. গাড়ীতে বৈদ্যুতিক ত্রুটির জন্য কি কি সমস্যা হতে পারে।
উত্তরঃ

৩. উইন্ডস্ক্রিনের কাজ কি?
উত্তরঃ

৪. ফিউজ কিভাবে প্রতিস্থাপন করতে হয়?
উত্তরঃ

৫. হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট কেন ব্যবহার করতে হয়?
উত্তরঃ

৬. ব্যাটারিতে সমস্যা হলে কিভাবে সমাধান করতে হয়?
উত্তরঃ

সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করুন-

উত্তরঃ

৭. গাড়িতে কোন সমস্যা দেখা দিলে হ্যাজার্ড লাইট অন করতে হয়।
৮. বীমা সুবিধা পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রয়োজন নেই।
৯. গাড়ির ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে পেশাদারের সাহায্য নেওয়া উচিত।
১০. প্রতিফলিত ত্রিভুজ গাড়ি চালু অবস্থায় ব্যবহার করা হয়।

উত্তর পত্র (Answer Key)- ৫: যদি নিজের গাড়িটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া

১. টায়ার ফেইলরের কিছু কারণ লিখুন।

উত্তর: পাংচার, নিচের দিকে ফুলে যাওয়া, ওভারলোডিং বা উৎপাদন ত্রুটি সহ বিভিন্ন কারণের কারণে টায়ার ফেইলর হতে পারে।

২. গাড়ীতে বৈদ্যুতিক ত্রুটির জন্য কি কি সমস্যা হতে পারে।

উত্তর: ত্রুটিপূর্ণ তারের বা ব্যাটারির সমস্যা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণ হতে পারে, যেমন ডেড সেল, অ-কার্যকর আলো, বা ইগনিশন সিস্টেমে সমস্যা।

৩. উইন্ডস্ক্রিনের কাজ কি?

উত্তর: উইন্ডস্ক্রিন একটি গাড়ির কাঠামোগত অখণ্ডতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি ড্রাইভার এবং যাত্রীদের ধ্বংসাবশেষ, বাতাস এবং অন্যান্য বাহ্যিক উপাদান থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

৪. ফিউজ কিভাবে প্রতিস্থাপন করতে হয়?

উত্তর: ফিউজ প্রতিস্থাপন করাঃ

- ফিউজ বক্স (সাধারণত ড্যাশবোর্ডের নিচে বা ইঞ্জিনের বগিতে) সনাক্ত করতে আপনার গাড়ির ম্যানুয়ালটি দেখুন।
- ফিউজ বক্সের কভারে বা ম্যানুয়ালটিতে চিত্রটি ব্যবহার করে ত্রুটিযুক্ত ফিউজ সনাক্ত করুন।
- ফেটে যাওয়া ফিউজ অপসারণ করতে একটি ফিউজ টানার বা এক জোড়া নোজ প্লায়ার ব্যবহার করুন।
- কেটে যাওয়া ফিউজটিকে একই রেটিং এর একটি নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন।
- নতুন ফিউজটিকে সংশ্লিষ্ট স্লটে পুশ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি ভালভাবে ফিট হয়েছে।

৫. হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট কেন ব্যবহার করতে হয়?
উত্তর: হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট, হর্ন এবং সিগন্যাল ব্যবহার করে ক্রমাগত আপনার পরিস্থিতি অন্যান্য ড্রাইভারদের সাথে শেয়ার করুন। এটি তাদের জরুরী অবস্থা বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ড্রাইভিং সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করবে।

৬. ব্যাটারিতে সমস্যা হলে কিভাবে সমাধান করতে হয়?
উত্তর: ব্যাটারি টার্মিনালের কোন মরিচা/ধাতুমল থাকলে পরিস্কার করে ফেলতে হবে। মরিচা ব্যাটারি খারাপ হতে পারে এমন লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে, তবে আপনার গাড়ির ব্যাটারির বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাটারির টার্মিনালগুলিতে মরিচা পড়ছে কিনা তা সন্ধান করুন। ঠিকঠাক চার্জ আছে কিনা দেখুন।

সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করুন

উত্তরঃ

৭. গাড়িতে কোন সমস্যা দেখা দিলে হ্যাজার্ড লাইট অন করতে হয়। সত্য
৮. বীমা সুবিধা পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রয়োজন নেই। মিথ্যা
৯. গাড়ির ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে পেশাদারের সাহায্য নেওয়া উচিত। সত্য
১০. প্রতিফলিত ত্রিভুজ গাড়ি চালু অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। মিথ্যা

জব শিট (Job Sheet)- ৫.১ : মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা

উদ্দেশ্য: নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারবে-

- মোটরযান মাইনর রানিং মেরামত করার প্রস্তুতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে;
- মোটরযান মাইনর রানিং মেরামত করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতী ও মালামাল চিহ্নিত করতে পারবে;
- মোটরযান মাইনর মেরামত করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতী ও মালামাল ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে;
- মোটরযান মাইনর রানিং মেরামত করতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীয়-

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করে কাজ করতে হবে;
- গাড়ি একটি সমতল এবং নিরাপদ স্থানে পার্ক করতে হবে;
- গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়ার পর কাজ করতে হবে;
- গাড়ির চাকা চেক করার সময় জ্যাক ভালো করে সেট করে গাড়ি উপরে তুলতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. গাড়িতে রানিং অবস্থায় সমস্যা দেখা দিলে গাড়ি সমতল এবং নিরাপদ জায়গায় পার্ক করতে হবে;
২. হ্যাজার্ড লাইট চালু করে দিতে হবে;
৩. মেরামত শুরু করার পূর্বে পি. পি. ই পরিধান করতে হবে;
৪. যানবাহনটি ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে কোথায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সমস্যা সনাক্ত করে সেই অনুযায়ী ব্যাবস্থা নিতে হবে;
৫. টায়ারের এয়ার প্রেশার/ চাপ দেখে নিতে হবে;
৬. টায়ার বার্স্ট হলে পরিবর্তন করতে হবে;
৭. গাড়িতে রাখা অতিরিক্ত টায়ার প্রতিস্থাপন করতে হবে;
৮. যানবাহনের ব্যাটারি চেক করতে হবে;
৯. ব্যাটারির সমস্যা সমাধান করতে হবে;
১০. সাইড মিরর ভেঙ্গে গেলে রিপেয়ার করতে হবে বা নতুন থাকলে রিপ্লেস করতে হবে;
১১. হেডলাইট বা সিগন্যাল লাইট চেক করতে হবে;
১২. প্রয়োজনে রিপেয়ার করতে হবে বা প্রতিস্থাপন করতে হবে;
১৩. গাড়ির ফিউজ কেটে গেলে ফিউজ প্রতিস্থাপন করতে হবে;
১৪. গাড়ির উইন্ডশীল্ড ওয়াইপারগুলি সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা দেখে নিতে হবে;
১৫. যদি ওয়াইপার ব্লেড কাজ না করে তাহলে পরিবর্তন করতে হবে;
১৬. ফুয়েল বা অয়েল লিক চেক করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে;
১৭. গাড়িতে কোন কিছু আলগা বা লুজ থাকলে তা ঠিক করে নিতে হবে;
১৮. সকল যন্ত্রপাতি গুছিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতে হবে;
১৯. সব ঠিক থকলে আবার ড্রাইভিং চালিয়ে যেতে হবে।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৫.১ : মোটরযানের মাইনর রানিং মেরামত করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	এয়ার প্রেসার মিটার	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	স্পেনার	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	জ্যাক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৪	ওবিডিআই স্ক্যানার	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৫	মাল্টিমিটার	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৬	স্ক্রু-ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

জব শিট (Job Sheet)- ৫.২ : গাড়ি ভাঙ্গানের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় গাড়ি ভাঙ্গানের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে পারবে-

- মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় গাড়ি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে;
- মোটরযান চালনার সময় দূর্ঘটনায় সার্ভিসিং সহায়তা গ্রহন করতে পারবে।

সতর্কতা: নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীয়-

- নিজের এবং যাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে,
- গাড়ির নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. শান্ত থাকুন এবং একটি নিরাপদ অবস্থান খোঁজ করুন।
২. যদি সম্ভব হয়, আপনার গাড়িটিকে রাস্তার পাশে বা ট্র্যাফিক থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান।
৩. হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার করুন বা অন্য ড্রাইভারদের সতর্ক করতে আপনার জরুরি ব্লিঙ্কার চালু করুন।
৪. ভাঙ্গানের কারণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। যদি বেসিক কার মেকানিক্সের সাথে পরিচিত হন এবং একটি সাধারণ ফিক্স সনাক্ত করতে পারেন, যেমন একটি ফ্ল্যাট টায়ার, আপনি নিজেই সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হতে পারেন। অন্যথায়, সাহায্যের জন্য কল করা ভাল।
৫. রাস্তার অন্যান্য চালকদের দ্রুত এবং পরিষ্কারভাবে বিপদের সংকেত দিন।
৬. হ্যাজার্ড লাইট ব্যবহার করুন, হর্ন বাজান এবং হাতের সংকেত বা হেডলাইট ফ্ল্যাশ করে আপনার পরিস্থিতির অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করুন।
৭. একটি সতর্কীকরণ ত্রিভুজ রাখুন বা শঙ্কু ব্যবহার করুন যে আপনার গাড়িটি স্থির এবং সমস্যায় রয়েছে।
৮. বীমা প্রদানকারী, সদস্যপদ সংস্থা, বা যানবাহন প্রস্তুতকারকের মাধ্যমে যদি রাস্তার পাশে সহায়তা সার্ভিস থাকে তবে সাহায্যের জন্য তাদের কল করুন। আপনার অবস্থান, আপনি যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং অন্য যেকোন প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে তাদের সঠিক বিবরণ দিন।
৯. সাহায্য না আসা পর্যন্ত আপনার গাড়ির সাথে থাকা সাধারণত নিরাপদ, বিশেষ করে আপনি যদি ব্যস্ত রাস্তায় বা অপরিচিত এলাকায় থাকেন।
১০. গাড়ির দরজা এবং জানালা লক করুন এবং অপরিচিতদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে সতর্ক থাকুন।
১১. যদি গাড়িটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে না পারেন বা আপনি যদি আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তিত হন, তাহলে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে এবং নির্দেশনা চাইতে স্থানীয় পুলিশ, নন-ইমার্জেন্সি নম্বরে কল করার কথা বিবেচনা করুন।
১২. ধৈর্য ধরুন এবং একটি টো ট্রাক বা রাস্তার পাশে সহায়তা প্রদানকারীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন।
১৩. একবার আপনার গাড়ি মেরামতের দোকানে গেলে, অগ্রগতি ট্র্যাক করতে মেকানিকের সাথে যোগাযোগ রাখুন।
১৪. সম্ভব হলে গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করুন, যেমন একটি ফাঁকা রাস্তা, একটি পার্কিং লট বা রাস্তার ধার।
১৫. হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং লাইট, হর্ন এবং সিগন্যাল ব্যবহার করে ক্রমাগত আপনার পরিস্থিতি অন্যান্য ড্রাইভারদের সাথে শেয়ার করুন।
১৬. পার্কিং অবস্থায় অন্যদের আপনার বর্তমান অবস্থা জানানোর জন্য লাইট, ফ্লায়ার, আর্লি ওয়ার্নিং ডিভাইস আইনসম্মতভাবে রাখতে হবে যাতে অন্যের কোন সমস্যা না হয়।
১৭. নিয়োগকর্তা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ব্রেকডাউন সম্পর্কে জানান।

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet) ৫.২ : গাড়ি ভাঙ্গনের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
২	মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	জোড়া	০১
৪	সেফটি গগলস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

ক্রম	টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	ওয়ার্নিং ডিভাইস	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	টুল বক্স	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৩	জ্যাক	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency)

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নির্দেশনা: প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নোক্ত দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলে নিজেই কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করবে এবং সক্ষম হলে **"হ্যাঁ"** এবং সক্ষমতা অর্জিত না হলে **"না"** বোধক ঘরে টিকচিহ্ন দিন।

কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মানদন্ড		**হ্যাঁ**	**না**
১.১	অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছে।		
১.২	পর্যাপ্ত স্টপিং স্পেস সামনে রাখতে সক্ষম হয়েছে যাতে যখনই অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের ভুল কাজটি করতে দেখলে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে।		
১.৩	দুর্ঘটনার হুমকি এড়তে পর্যাপ্ত স্টপিং জায়গা না থাকলে সেরা এস্কেপ রুটটি বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে।		
১.৪	দুর্ঘটনাক্রমে কোনও সরল রাস্তা থেকে সরতে হলে রাস্তায় নিরাপদে ফিরে আসার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।		
১.৫	রোডের বাঁকে (Curve) খুব দ্রুত যেতে থাকলে ভুলটি ঠিক করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।		
২.১	কিছু অতিরিক্ত টায়ার গ্রিপ রিজার্ভে রাখতে সক্ষম হয়েছে।		
২.২	একটি হুইল স্কিড চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গ্রিপ রিজার্ভ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে।		
২.৩	অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (যদি যানটি থাকে তবে) "এ্যাভয়ডেন্স" ম্যানুভারে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।		
২.৪	গাড়ির পানির মত পিছলে যাওয়ার মুহূর্তটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রিপ রিজার্ভ ফিরে পাওয়ার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।		
২.৫	পরিস্থিতির প্রয়োজনে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল (গাড়িতে থাকলে) সুইচ অন করতে সক্ষম হয়েছে।		
৩.১	ইমার্জেন্সি প্রসিডিউর অনুযায়ী ইমারজেন্সি ও সম্ভাব্য ইমারজেন্সি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।		
৩.২	ইমারজেন্সি সিচুয়েশনের জটিলতার ভিত্তিতে এ্যাকশনের অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে।		
৩.৩	রেগুলেটরি ও কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।		
৩.৪	ইমারজেন্সি প্রসিডিউর এবং/ অথবা রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী রেস্পন্সিবিলিটি পালন করতে সক্ষম হয়েছে।		
৪.১	আরও কোনও আঘাত বা ক্ষতি রোধ করতে অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।		
৪.২	আইনের রিকোয়্যারমেন্ট এবং বীমা বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।		
৪.৩	কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা সহায়তা এবং সহায়তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে।		
৪.৪	মেডিকেল রীতি অনুযায়ী ফার্স্ট এইড দিতে সক্ষম হয়েছে।		
৪.৫	যাত্রীর প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত এবং জরুরী পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে।		
৫.১	গাড়িতে কোনও সমস্যা লক্ষ্য করলে, এটি নিরাপদে থামাতে পেরেছিল।		
৫.২	ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত করার জন্য ভাঙ্গানের পরে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে		
৫.৩	গৌণ চলমান মেরামত করতে সক্ষম হয়েছে।		

আমি (প্রশিক্ষণার্থী) এখন আমার আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে নিজেকে প্রস্তুত বোধ করছি।

স্বাক্ষর ও তারিখঃ প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখঃ

সিবিএলএম প্রণয়ন:

‘দুর্ঘটনাজনিত জরুরী পদ্ধতি সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করা’ (অকুপেশন: মোটর ড্রাইভিং, লেভেল-৩) শীর্ষক কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম)-টি জাতীয় দক্ষতা সনদায়নের নিমিত্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিমেক সিস্টেম, ইসিএফ কনসালটেন্সি এবং সিমেক ইনস্টিটিউট (যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান) এর সহায়তায় জুন ২০২৩ মাসে প্যাকেজ এসডি-৯ (তারিখঃ ২৭ জুন ২০২৩) এর অধীনে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	মোবাইল নং
১.	মোঃ ইউসুফ	লেখক	০১৮৪০ ১০৫ ৪১০
২.	আবদুল্লাহ আল মামুন	সম্পাদক	০১৮৪২ ৬৩৯ ৮৫৭
৩.	মোঃ আমির হোসেন	কো-অর্ডিনেটর	০১৬৩১ ৬৭০ ৪৪৫
৪.	মোঃ নজরুল ইসলাম	রিভিউয়ার	০১৭১১ ২৭৩ ৭০৮

গাড়ির চাকা কোন দিকে ঘুরে আছে, তা খেয়াল রাখতে হবে। রাস্তায় কোনো পথচারীকে পার হতে দেখলে তাকে আগে যেতে দিতে হবে। ওভারব্রিজ ব্যবহার করছে না বলে তাকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব আপনার নয়, অন্তত গাড়ি চালানোর সময় তো নয়ই। বরং আপনার দক্ষতায় নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনো পথচারী বেঁচে গেলে সেটা আপনার কৃতিত্ব। বৃষ্টির সময় গাড়ি চালাতে অধিক সাবধানে থাকতে হবে। ভেজা রাস্তায় জোরে ব্রেক কষলে চাকা পিছলে যাওয়ার (স্কিড করা) আশঙ্কা থাকে, যা দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ। অন্য কোনো চালক কোনো অনিরাপদ বা অন্যায় করলে তাকে অনুসরণ নয়, বরং এড়িয়ে চলতে হবে।

১.১.১ রক্ষণাত্মক গাড়ি চালনার কৌশল

- সিট বেল্ট পরিধান করতে হবে;
- কিছুক্ষণ পর পর গাড়ির লুকিং গ্লাস দেখতে হবে এবং পিছনের গাড়ির অবস্থান চেক করতে হবে;
- ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে হবে;
- রাস্তার ট্রাফিকের সাথে সামঞ্জস্য করে গাড়ির স্পীড বজায় রাখতে হবে;
- সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে লেন পরিবর্তন করতে হবে;
- সামনে বিপত্তি দেখলে বিছক্ষণতার সাথে প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

দক্ষতার সাথে গাড়ি চালনা করে মালামাল ও যাত্রী নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে পৌছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেন ড্রাইভারেরা। ছোট বা বড় যে কোন পরিবহনের পরিচালনা উপরই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যানের যাত্রীর জীবন বা মালামালের নিরাপত্তা। কাজেই একজন ড্রাইভারের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার পর কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রেখে গাড়ি চালাতে হয়।

১.২ রাস্তায় বেরোনোর আগে

রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার সময় ফুয়েল ট্যাংক পরীক্ষা করে নিন। পর্যাপ্ত জ্বালানি না থাকলে আপনার প্রথম গন্তব্য হোক ফুয়েল পাম্প। গাড়ির চাকায় হাওয়া আছে কি না, পরীক্ষা করে নিন। রেডিয়েটর আর ব্যাটারিতে পানি আছে কি না দেখে নিন। অবশ্যই গাড়িতে পানি রাখবেন, সেটি নিজে পান করার জন্যই হোক আর রেডিয়েটরে ঢালার জন্যই হোক। সব বাতি পরীক্ষা করে নিন, হাই বিম জ্বলে থাকলে তা বন্ধ করুন। গাড়িতে কোনো আবর্জনা থাকলে তা আগেই ফেলে দিয়ে ভেতরটা পরিষ্কার করে নিন।

১.২.১ মোটরযান চেক-আপ

মোটরযান চালনার পূর্বে যানবাহনের ম্যানুফেকচার স্ট্যান্ডার্ড বা নির্মাতাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই চেক করতে হবে-

- জ্বালানী বা ইঞ্জিন ওয়েল,
- রেডিয়েটরের পানি,
- ব্যাটারীর পানি,
- টায়ার প্রেসার,
- ব্রেক ও ব্রেক ওয়েল,
- স্টিয়ারিং,
- ক্লাচ,
- গাড়ির লাইটসমূহ,
- ইন্ডিকেটরসমূহ ইত্যাদি।

১.২.২ এয়ার প্রেসার মিটারের সাহায্যে টায়ারের প্রেসার চেক এই মিটারের সাহায্যে টায়ারের এয়ার প্রেসার মাপা হয়ে থাকে। এয়ার প্রেসার মাপার জন্য মিটারের সাথে লাগানো অংশটি টায়ারের ভালবের সাথে লাগিয়ে খুব সহজে টায়ারের এয়ার প্রেসার পরিমাপ করা যায়। এজন্য অবশ্যই গাড়ির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টায়ারের আদর্শ চাপ জেনে নিতে হবে।

টায়ারের প্রেসার চেক

১.২.৩ ব্রেকিং সিস্টেম যেহেতু মোটরগাড়ি সঠিকভাবে থামানোর একমাত্র মাধ্যম এই ব্রেক সিস্টেম, তাই প্রতিবার গাড়ি বের করার সময় এর অংশগুলি ঠিক আছে কিনা তা ভালভাবে যাচাই করতে হবে। ব্রেক ওয়েলের মান ও পরিমান যাচাই করে নিতে হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত সমস্যাগুলি দেখা দিলে দ্রুত সার্ভিসিং করাতে হবে।

- ব্রেক সঠিকভাবে কাজ না করলে;
- ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিলে তা একেবারে মেঝে পর্যন্ত নেমে গেলে;
- ব্রেক করার সময় তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলে;
- কোন ধরনের গন্ধ বের হলে;
- ব্রেক করলে গাড়ি কোন একদিকে ঘুরে গেলে।

১.২.৪ বাহ্যিকভাবে মোটরগাড়ি নিরীক্ষণ

লাইট: মোটরগাড়ি চালনার আগে এর সকল লাইটসমূহের (হেডলাইট, হাই-বীম লাইট, লো-বীম লাইট, টার্ন সিগন্যাল, ব্রেক লাইট, পার্কিং লাইট, রিভার্স লাইট, ফগ লাইট) কার্যকারীতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। এছাড়া রাতে গাড়ি চালনার সময় দেখতে সমস্যা হলে দ্রুত সার্ভিসিং করাতে হবে।

সিগন্যাল লাইট

১.২.৫ **উইন্ডশিল্ড, ওয়াইপার, জানালা বা উইন্ডো** মোটরগাড়ির উইন্ডশিল্ড বা জানালায় ধুলা-বালি থাকলে চালনার সময় সূর্যের আলো বা অন্য গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই উইন্ডশিল্ড ও জানালা বা উইন্ডো দিয়ে যেন স্পষ্টভাবে সবকিছু দেখা যায়, সেজন্য গাড়ি চালনার পূর্বে সকল কাঁচ ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে এবং ওয়াইপার ঠিকমত কাজ করছে কিনা চেক করতে হবে।

ওয়াইপার

১.২.৬ **টায়ার** মোটরগাড়ি চালনার পূর্বে টায়ারের প্রেসার এবং ট্রেড বা খাঁজের গভীরতা গাড়ির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

এছাড়া নিম্নোক্ত সমস্যাগুলি দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রয়োজনে সার্ভিসিং করাতে হবে।

- টায়ারগুলি ব্যালেন্স করা না থাকলে;
- চলন্ত অবস্থায় গাড়ি যদি বেশি বাউন্স করে;
- গাড়ি যেকোন একদিকে তুলনামূলক বেশি ঘুরে গেলে;
- টায়ার বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে।

টায়ার থ্রেড চেক

১.২.৭গাড়ি চালনার কৌশল

আমাদের দেশের বেশির ভাগ সড়ক দূর্ঘটনা চালকের ভুলের কারনে হয়ে থাকে। একারনে গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই চালককে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে-

- মনোযোগ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি চালানো ক্ষেত্রে । মনোযোগ হারায় এমন কিছু এড়িয়ে চলতে হবে।
- গাড়ি চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।
- যাত্রা শুরু করার পূর্বে নিজের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারন করতে হবে।
- নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- গান শোনা, মোবাইল ফোনে কথা বলা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকতে হবে ড্রাইভিং এর সময়।
- যাত্রাপথে কি কি সমস্যার সম্মুখিন হবার সম্ভাবনা থাকে তা অনুমান করতে হবে।
- হাইওয়ে কোড অনুযায়ী সময়োপযোগী, পরিষ্কার এবং সঠিক সংকেত ব্যবহার করতে হবে।
- অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
- অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের প্রতি আক্রমণাত্মক বা নেতিবাচক আচরণ এড়িয়ে চলতে হবে।
- সড়কের কন্ডিশন অনুযায়ী নিরাপদ গতিসীমায় গাড়ি চালাতে হবে।
  সড়কে নিজের অবস্থান বিচক্ষণতার সাথে ঠিক করে নিতে হবে।

১.৩ ট্র্যাফিকে প্রবেশ করা ও বের হওয়া

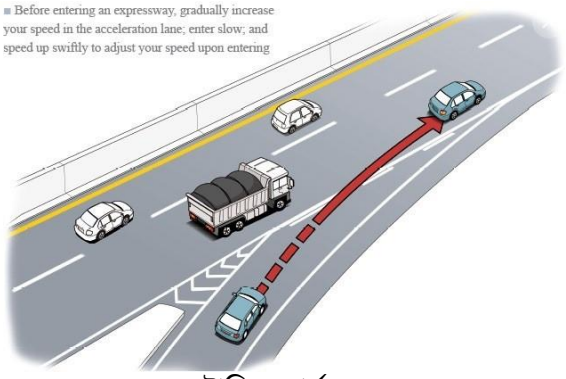

ট্রাফিক মার্জ

ট্রাফিক এরিয়াতে গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই বাম এবং ডান পাশের লুকিং গ্লাসে খেয়াল রাখতে হবে। লুকিং গ্লাসে দেখে, সিগনাল ব্যবহার করে এবং পিছনের ব্লাইন্ড স্পট দেখে গাড়িটি ট্রাফিকের ভিতিরে নিয়ে যাওয়া এবং বাহির করতে হবে।

ক. **ব্লাইন্ড স্পট**

ব্লাইন্ড স্পট হচ্ছে গাড়ি চালনা অবস্থায় গাড়ির ডান, বাম এবং সামনের পিছনের এমন সব জায়গা যেটি গাড়ির দুই পাশের লুকিং গ্লাসে এবং চোখে দেখা যায় না। পিছনে গাড়ি আছে কিনা লুকিং গ্লাসে দেখে গাড়ি স্লো করে পিছনের ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল করে গাড়ির লেইন পরিবর্তন, ইউ-টার্ণ, মোড় নেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়।

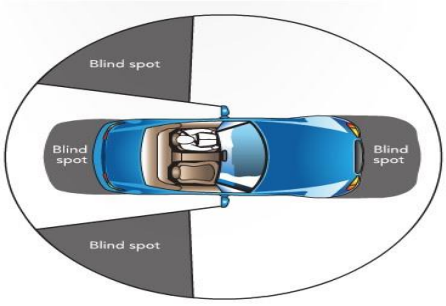

ব্লাইন্ড স্পট

খ. **ইন্টারসেকশন বা জাংশন**

একটি ইন্টারসেকশন বা জাংশন হচ্ছে চলাচলের রাস্তার এমন একটা স্থান যেখানে দুই বা ততোধিক রাস্তা মিলিত হয়েছে বা একটি রাস্তা অন্য একটি রাস্তাকে ক্রস করে চলে গিয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন যায়গায় এই ইন্টারসেকশন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিজ বা টানেলের ব্যবহার করা হয়। প্রধান প্রধান ইন্টারসেকশনগুলো ট্রাফিক লেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন এবং লেন নকশা শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

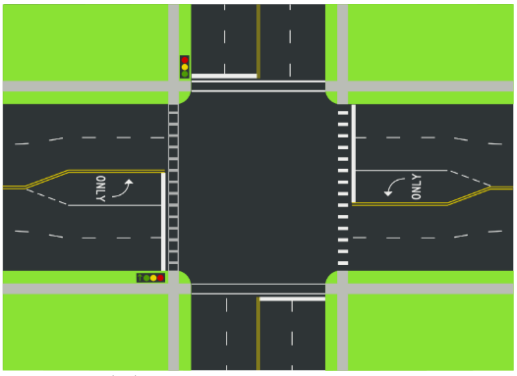

ইন্টারসেকশন বা জাংশন

গ. **লেন এন্ডিং এবং মার্জ**

লেন এন্ডিং হচ্ছে রাস্তার একাধিক লেইনের মধ্যে কোন লেইন বন্ধ করে দেওয়া বা স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকা, অর্থাৎ কোন লেইনের শেষ প্রান্তকেই লেন এন্ডিং বলে। লেইন এন্ডিং স্থায়ীভাবেও হতে পারে বা রাস্তার কাজের জন্য বন্ধ করাও যেতে পারে।

ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

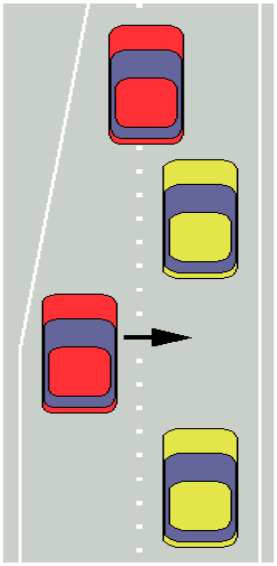
লেন এন্ডিং এবং মার্জ

ঘ. **ইউ-টার্ন**

ড্রাইভিংয়ে একটি ইউ-টার্ন বলতে বোঝায় ভ্রমণের বিপরীত দিকে যাওয়ার জন্য ১৮০ ডিগ্রী মোড় নেওয়া। এটিকে একটি "ইউ-টার্ন" বলা হয় কারণ টার্নটি ট অক্ষরের মতো দেখায়। কিছু এলাকায় ইউ-টার্ন নিষেধ, অনেক ক্ষেত্রে এটিকে একটি সাধারণ বাঁক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অনেক এলাকায় লেনের মাঝে মাঝে "ইউ-টার্ন অনুমোদিত" বা এমনকি "শুধু ইউ-টার্ন" হিসাবে চিহ্নিত করা হয় চিহ্নিত করা আছে যাতে গাড়ি চালনার সময় পিছনে যেতে চাইলে ইউ-টার্ন নিতে পারে। কোথাও কোথাও, একটি দুই লেইনের হাইওয়েতে বিশেষ ইউ-টার্ন র‍্যাম্প রয়েছে যা ট্রাফিককে একটি ইউ-টার্ন করার

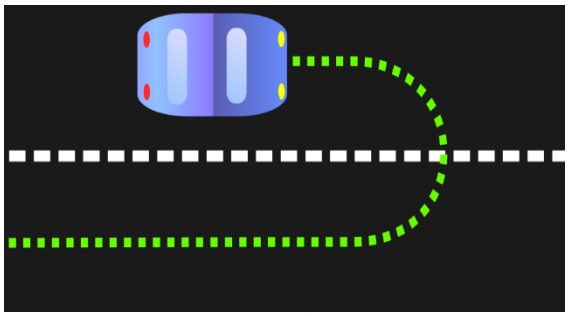
ইউ-টার্ন

অনুমতি দেয়, যদিও প্রায়ই এর ব্যবহার শুধুমাত্র জরুরী কাজে এবং পুলিশের যানবাহনের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

ঙ. **ফ্রি-ওয়েতে প্রবেশ এবং বের হওয়া**

ফ্রিওয়েতে প্রবেশের পথগুলোতে সাধারণত প্রবেশ পথের র‍্যাম্প, এক্সিলারেশন লেন এবং মার্জ এরিয়া থাকে। একটি ফ্রিওয়েতে প্রবেশদ্বারের প্রথম এলাকা হল প্রবেশ পথ। যখন একটি ফ্রিওয়েতে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয় তখন ফ্রিওয়ে গাইড চিহ্নগুলি দেখতে হবে যা হাইওয়ের রুট নম্বর এবং দিক বা গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। সাধারণ রাস্তা থেকে হাইওয়েতে প্রবেশ করা অনেকটা এক লেইন থেকে অন্য লেনে প্রবেশ করার মত। আগে থেকে ইনডিকেটর চালু করে, পিছন থেকে আসা গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করে তারপর এক্সিলারেশন লেন থেকে মেইন হাইওয়েতে প্রবেশ করতে হবে। অবশ্যই ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল রাখতে হবে।

এক্সপ্রেসওয়ে ছেড়ে যাওয়ার সময় একজন চালক যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুলটি করতে পারেন তা হল প্রস্থানের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি না নেওয়া। গাড়ির ইনডিকেটর টার্ন-অফের অন্তত এক মাইল আগে থেকে চালু করতে হবে, তাই শেষ মিনিটে এসে এরকম ভুল করার কোন সুযোগ নেই। যদি একটি অপরিচিত রুটে ভ্রমণ করেন, তাহলে যাত্রার পরিকল্পনা করতে ভুলবেন না এবং সময়ের আগে দূরত্ব চেক করতে হবে। লুকিং গ্লাস দেখে, গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করে হাইওয়ে থেকে পাশের রাস্তায় প্রবেশ করতে হবে।

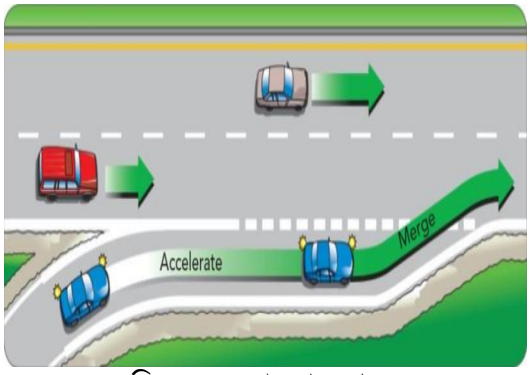

ফ্রি-ওয়েতে প্রবেশ করা

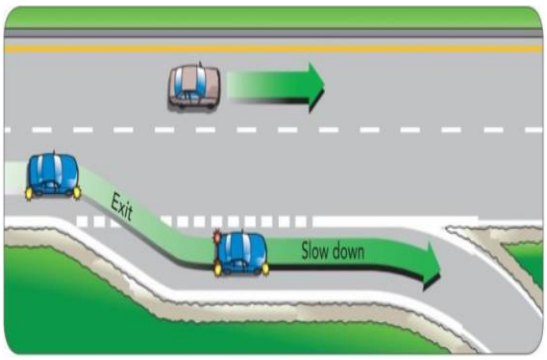

ফ্রি-ওয়েতে বের হওয়া

চ. **এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করা**

এমারজেন্সি গাড়ি বলতে সাধারণত এম্বুলেন্স, লাশবাহী গাড়ি, ফায়ার সার্ভিস এবং বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি ইত্যাদিকে বুঝায়। রাস্তায় চলাচলের সময় এসকল গাড়িকে আগে যাওয়ার জন্য লেইন ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাস্তায় জরুরী যানবাহনের উপস্থিতি সম্পর্কে গাড়িচালকদের সতর্ক করার জন্য জরুরী যানবাহন সাইনও ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দেখলে মোটরযান চালককে জরুরী যানবাহনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসকল এমারজেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি নিচে আলোচনা করা হল।

যখন রাস্তায় একটি এমারজেন্সি গাড়ি বন্ধ অবস্থায় দেখা যাবে

- গাড়ির গতি কমাতে হবে এবং সম্ভব হলে একটি লেনের উপর দিয়ে যেতে হবে। যদি ট্র্যাফিক বা অন্যান্য অবস্থায় আপনাকে লেন পরিবর্তন করতে বাধা দেয় তাহলে অবশ্যই ধীর গতিতে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে আপনার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করতে হবে।

যখন একটি এমারজেন্সি গাড়ি এগিয়ে আসছে দেখবেন

- রাস্তার সাইডে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, ইন্টারসেকশন সমূহ খালি করে দিতে হবে এমারজেন্সি গাড়ি সহজে প্রবেশ করার জন্য এবং প্রয়োজনে থামতে হবে।
- এমারজেন্সি গাড়িটি পাস না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে হবে সেখানে আরও বেশ কিছু এমারজেন্সি গাড়ি থাকতে পারে।
- ব্রেকের উপর একটি পা রেখে ব্রেক চাপতে হবে যাতে ব্রেক লাইট এমারজেন্সি গাড়ির চালকদের জানাতে পারে যে আপনি থামছেন।
- ফ্ল্যাশিং সতর্কতা বাতি বা হ্যাজার্ড লাইট প্রদর্শন করে এবং সাইরেন বাজিয়ে যেকোনো চলন্ত এমারজেন্সি গাড়ির অন্তত ৫০০ ফুট পিছনে থাকতে হবে। ট্র্যাফিক লাইটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য কখনই এমারজেন্সি গাড়ির পিছনে দৌড়ানো যাবে না।
- ফ্ল্যাশিং লাইট প্রদর্শন করে চলমান এমারজেন্সি গাড়ি কখনই পাস করা যাবে না যদি না পুলিশ অফিসার বা জরুরী কর্মীদের দ্বারা তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরকম কিছু সহজ নিয়ম অনুসরণ করে, এমারজেন্সি কর্মীদের দ্রুত এবং নিরাপদে ঘটনাস্থলে যেতে সাহায্য করা সম্ভব।

১.৪ ট্রাফিক জোন

গাড়ি চালনার সময় ট্রাফিক অঞ্চলে প্রবেশের আগে লুকিং গ্লাস চেক করা অত্যন্ত জরুরী, গতি সামঞ্জস্য করে এবং যথাযথ গিয়ার/ব্রেক নির্বাচন করে যানবাহন ধীরে ধীরে আগাতে হবে বা থামাতে হবে। ট্রাফিক নিয়মনীতি মেনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ক. ইন্টারসেকশন বা জাংশন

একটি ইন্টারসেকশন বা জাংশন হচ্ছে চলাচলের রাস্তার এমন একটা স্থান যেখানে দুই বা ততোধিক রাস্তা মিলিত হয়েছে বা একটি রাস্তা অন্য একটি রাস্তাকে ক্রস করে চলে গিয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন যায়গায় এই ইন্টারসেকশন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিজ বা টানেলের ব্যবহার করা হয়। প্রধান প্রধান ইন্টারসেকশনগুলো সাধারণত ট্রাফিক লেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন এবং লেন নকশা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

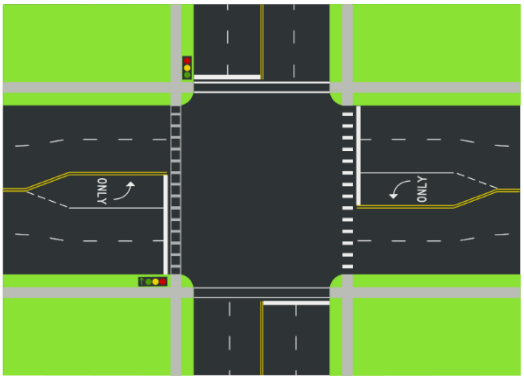

ইন্টারসেকশন বা জাংশন

খ. রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর

আধুনিক রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর হল একটি বৃত্তাকার সংযোগস্থল যা এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ থাকে রাস্তায়। যখন একজন চালক একটি গোলচত্বরের কাছে যাবে, তখন অবশ্যই গাড়ির গতি কমাতে হবে বা থামতে হবে যাতে ইতিমধ্যেই গোলচত্বরে থাকা সমস্ত যানবাহনকে পথ দিতে হবে। এর অর্থ হল ডানদিকের গোলচত্বরে থাকা যানবাহনগুলিকে পথ দেওয়া এবং বাম দিক থেকে বা সরাসরি আপনার বিপরীত দিক থেকে যে যানবাহনগুলি গোলচত্বরে প্রবেশ করেছে তাদের পথ দেওয়া। গোলচত্বর ট্রাফিক কন্ট্রোলিং এ একটি ভাল উপায়। এটি একটি টি জাংশন থেকে অনেক ভালভাবে ট্রাফিক চালু রাখতে পারে।

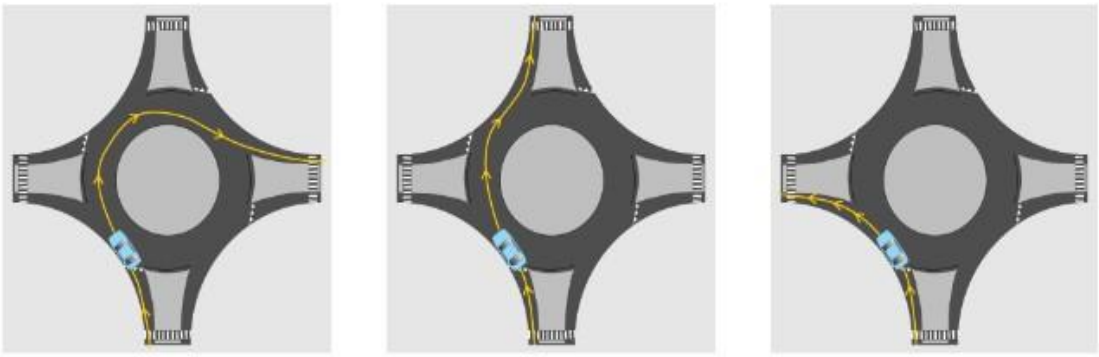

রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর

গ. **ক্রসিং**

ক্রসিং একটি রাস্তার একটি বিশেষ জায়গা যেখানে মানুষের হেঁটে রাস্তা পারাপার হওয়ার জন্য ট্র্যাফিক বন্ধ করতে হয়। এই বিশেষ জায়গাগুলোতে ট্রাফিক সিগনালের মাধ্যমে গাড়ি থামানো হয় এবং মানুষদের রাস্তা পারাপারের জন্য আনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের দেশে কয়েক ধরণের ক্রসিং আছে।

- পথচারী ক্রসিং
- পেলিক্যান ক্রসিং
- রেলপথ ক্রসিং

i. **পথচারী ক্রসিং**

একটি পথচারী ক্রসিং হল এমন একটি স্থান যা পথচারীদের রাস্তা বা এভিনিউ পার হওয়ার জন্য দেওয়া থাকে। এই ক্রসিংকে জেব্রা ক্রসিংও বলা হয়ে থাকে। রাস্তার আড়াআড়িভাবে দুই সাদা দাগের মাঝখানে যদি কোনাকুনিভাবে সাদা রেখা থাকে তবে বুঝতে হবে তা জেব্রাক্রসিং বা পথচারী ক্রসিং এবং তা জনসাধারণের পারা-পারের জায়গা।

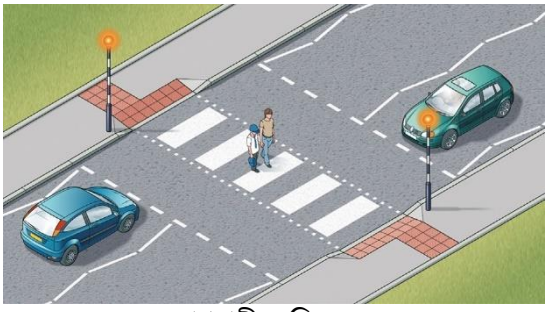

পথচারী ক্রসিং

ii. **পেলিক্যান ক্রসিং**

একটি পেলিক্যান ক্রসিং, বা প্রাচীনভাবে পেলিকন ক্রসিং (পেডেস্ট্রিয়ান লাইট নিয়ন্ত্রিত) হল পথচারী এবং যানবাহন উভয়ের জন্য ট্র্যাফিক সিগন্যাল সহ এক ধরণের পথচারী ক্রসিং, যা পথচারীদের জন্য সিগনাল দ্বারা সক্রিয় করা হয়, যেখানে রাস্তার পাশে পথচারীর রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সংকেত দেওয়া থাকে।

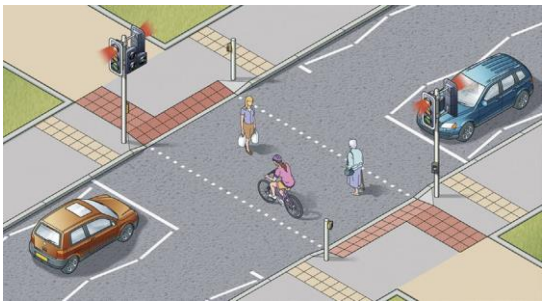

পেলিক্যান ক্রসিং

iii. **রেলপথ ক্রসিং বা লেভেল ক্রসিং**

রেলপথ ক্রসিং বা লেভেল ক্রসিং হল একটি ইন্টারসেকশন যেখানে একটি রেললাইনের রাস্তা, একটি গাড়ির পথ বা (বিরল পরিস্থিতিতে) বিমানবন্দরের রানওয়ে একই জায়গায় অতিক্রম করে। একটি ওভারপাস বা টানেল ব্যবহার করে রেললাইন অতিক্রম করার বিপরীতে এই ক্রসিং ব্যবহার করা হয়। ট্রেনের ব্রেকিং ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি ভর থাকে এবং একইভাবে রাস্তার যানবাহনের তুলনায় ব্রেকিং দূরত্বও অনেক বেশি। সাধারণত ট্রেন লেভেল ক্রসিংগুলিতে থামে না এবং আগে থেকেই ট্র্যাকগুলি পরিষ্কার করার জন্য যানবাহন এবং পথচারীদের সিগনাল মেনে থেমে যেতে হয়।

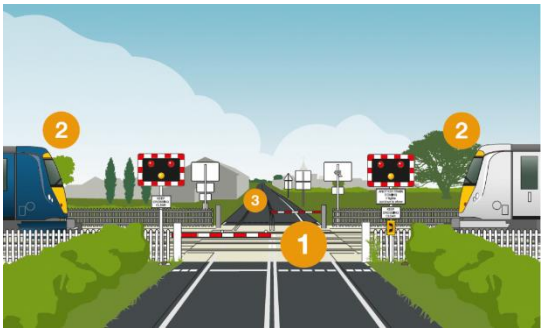

রেলপথ ক্রসিং বা লেভেল ক্রসিং

iv. **ওভারটেকিং**

ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে আগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়।

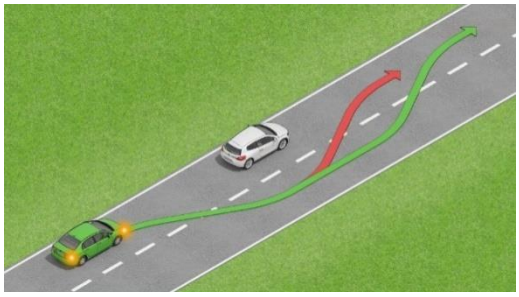

ওভারটেকিং

ওভারটেকিং করার জন্য মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, অন্য গাড়ির চলমান দিক, দূরত্ব, গতি এবং গাড়ির ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন।

অন্য গাড়ির দূরত্ব নিয়ে সচেতন থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি চালনা শুরু করার সাথে সাথে আপনার আশপাশে কেমন ট্রাফিক আছে তা দেখে নেওয়া উচিত। এছাড়াও অন্য গাড়ির দূরত্ব বোঝার জন্য সামনের দিকে দেখতে থাকুন।

সঠিক রাস্তা নির্বাচন করে ওভারটেকিং এর চিন্তা করা। যেমন, রাস্তার মোড়ে কোন সময় ওভারটেকিং না করা।

ওভারটেকিং করার চিন্তা করলে আগে থেকেই টার্ন ইনডিকেটর চালু করে দিতে হবে। তারপর ব্লাইন্ড স্পট দেখে, আশেপাশের গাড়ি দেখে ওভারটেকিং করতে হবে।

ঘ. **পথচারী**

পথচারী হলেন এমন ব্যক্তি যাঁরা পায়ে হেঁটে বেড়ান, হাঁটছেন বা দৌড়াচ্ছেন। আধুনিক যুগে এই শব্দটি সাধারণত কাউকে রাস্তা বা ফুটপাতে হাঁটতে বোঝায় তবে ঐতিহাসিকভাবে এটি ছিল না। রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় গাড়ির সাথে সাথে পথচারীরাও চলাচল করে এবং পথচারীদের রাস্তায় চলাচলের সময় অবশ্যই ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলাচল করা প্রয়োজন। একইভাবে যানবাহনগুলোকে সিগনাল মেনে জেব্রা ক্রসিং এর মাধমে পথচারীদের রাস্তা পারাপার করার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া পথচারীরা ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করবেন যাতে যানবাহন চলাচলে কোন ধরণের সমস্যা না হয়।

পথচারী

ঙ. **সাইক্লিস্ট**

সাইক্লিস্টরাও ট্রাফিক এর একটা অংশ। গাড়ি এবং ট্রাকের সাথে রাস্তা ভাগ করে নেওয়া সাইকেল চালকের জীবনে একটি চ্যালেঞ্জ। আইনত, বাইসাইকেলের একই অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে যা অটোমোবাইল চালকেরা করে থাকে, তবুও প্রায়শই সাইকেল চালকদের রাস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখা হয়। সাইকেল চালকরা মোটর চালকদের মতো একই ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন বলে আশা করা হয়, তবুও তাদের অবশ্যই বড় দ্রুতগামী যানবাহনের সাথে মিশে যেতে হবে। একজন বুদ্ধিমান, নিরাপদ সাইক্লিস্ট হওয়ার জন্য আমদের ট্রাফিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে রাস্তা ব্যবহার এবং চলাফেরা করতে হবে।

সাইক্লিস্ট

চ. **পার্কড ভেহিক্যাল**

পার্ক করা যানবাহন বলতে বোঝায় এমন কোনো যানবাহন যা গতিশীল নয় এবং যা চালকের নিয়ন্ত্রণে নেই। রাস্তায় অনেক সময় বিভিন্ন যানবাহন পার্কিং করে রাখা হয় যাতে ট্রাফিকের অনেক সমস্যা হতে পারে। গাড়ি পার্ক করার সময় অবশ্যই নির্ধারিত জায়গায় পার্ক করা উচিত। ড্রাইভারের এই বিষয় মাথায় রাখা উচিত যে তার গাড়ির কারণে যেন অন্যের কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

পার্কড ভেহিক্যাল

ছ. রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন

রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন বলতে রাস্তার কাজ বুঝায়, যখন রাস্তার কিছু অংশ, বা কিছু ক্ষেত্রে, পুরো রাস্তাটিকে রাস্তার উন্নয়নের কাজের জন্য বন্ধ রাখা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাস্তার পৃষ্ঠ মেরামতের ক্ষেত্রে এই কাজ করা হয়। রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো কাজ যেমন ইউটিলিটি কাজ বা পাওয়ার লাইনের কাজ বোঝানো হয়। এই ধরণের রোডওয়ার্ক চলাকালীন ট্রাফিক ডাইভারশন করে অন্য পথে ট্রাফিক পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

রোডওয়ার্ক বা রোড কন্সট্রাকশন

১.৫ টার্ন বা বাঁক নেওয়ার একজন ড্রাইভারের করণীয়

টার্ন নেওয়ার সময় লুকিং গ্লাস চেক করা, সংকেত ব্যবহার করা, গতি সামঞ্জস্য করা এবং গিয়ার পরিবর্তন করা একটি যানবাহন ঘোরানোর গুরুত্বপূর্ণ দিক, আসলে একটি গাড়িকে ঘুরানোর প্রক্রিয়ায় আরও কয়েকটি ধাপ জড়িত। কীভাবে নিরাপদে একটি গাড়ি টার্ন করতে বা ঘুরাতে হয় সে সম্পর্কে এখানে একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা রয়েছে-

টার্ন বা বাঁক নেওয়া

ক. রাস্তায় বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার পিছনে বা পাশে কোন যানবাহন বা বাঁধা নেই তা নিশ্চিত করতে আপনার রিয়ারভিউ মিরর এবং সাইড মিররগুলো চেক করুন। এটি আপনাকে কখন এবং কীভাবে টার্ন করতে হবে সে সম্পর্কে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

খ. আপনার গাড়ির টার্ন সিগন্যাল চালু করুন যাতে পিছনের গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারে আপনি টার্ন নিতে চান। এটি আপনার উদ্দেশ্যমূলক কৌশল যা অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করে।

গ. আপনি মোড়ের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার গাড়ির গতি কমাতে শুরু করুন। এটি আপনাকে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং নিরাপদে মোড় নিতে সাহায্য করবে।

ঘ. আপনি যে ধরণের বাঁক নিচ্ছেন তার জন্য উপযুক্ত লেনে আগে থেকেই আপনার গড়িটিকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে যান। ডান দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, রাস্তার ডান দিকের কাছাকাছি থাকুন, এবং বাম দিকে মোড় নেওয়ার জন্য, রাস্তার কেন্দ্রের দিকে থাকলে বাম দিকের লেনের দিকে অবস্থান করুন।

ঙ. বাঁক নেওয়ার আগে, আপনার আশেপাশে কোন পথচারী বা সাইকেল আরোহী আছে কিনা চেক করে দেখুন। তাদের যাওয়ার জন্য আগে রাস্তা ছেড়ে দিন এবং প্রয়োজনে তাদের রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ দিন।

চ. আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে সামনে মোড় নেওয়া নিরাপদ, তারপর স্টিয়ারিং হুইলটি ভালভাবে ধরে এবং ধীরে ধীরে যেদিকে মোড় নেওয়ার উদ্দেশ্য সেই মোড়ের দিকে ঘুরতে শুরু করুন। পুরো টার্ন জুড়ে একটি নিয়ন্ত্রিত গতিসীমা বজায় রাখুন।

ছ. আপনি টার্ন নেওয়া শুরু করার সাথে সাথে আপনার কাঁধের উপরের দিকে আপনার মাথা অল্প ঘুরিয়ে দ্রুত আপনার পাশের ব্লাইন্ড স্পটটি চেক করুন কোন যানবাহন বা বিপত্তি আছে কিনা। এটি আপনাকে এমন কোনো যানবাহন বা বস্তু সনাক্ত করতে সাহায্য করবে যা আপনার লুকিং গ্লাসে দৃশ্যমান নাও হতে পারে।

জ. আপনি টার্ন নেওয়া শেষ করার সাথে সাথে উপযুক্ত লেনে থাকুন, নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্য লেনগুলিতে সাথে সাথেই যাচ্ছেন না।

ঝ. একবার আপনি টার্ন নেওয়া শেষ করে নতুন লেনে চলে গেলে, সেই লেনের ট্র্যাফিকের প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য ধীরে ধীরে আপনার গতি বাড়ান।

টার্ন নেওয়ার সময় সর্বদা স্থানীয় ট্রাফিক আইন এবং প্রবিধানগুলি মেনে চলার কথা মনে রাখবেন এবং আপনি যে নির্দিষ্ট রাস্তা এবং ট্র্যাফিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার উপর ভিত্তি করে আপনার ড্রাইভিং এর বিভিন্ন কৌশল সামঞ্জস্য করুন।

১.৫.১ ড্রাইভিং এ হর্নের সঠিক ব্যবহার করা

হর্ন একটি যানবাহনের একটি অপরিহার্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এবং এটি দায়িত্বের সাথে এবং বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। গাড়ি চালানোর সময় হর্নের সঠিক ব্যবহারের জন্য এখানে কিছু নির্দেশিকা রয়েছে;

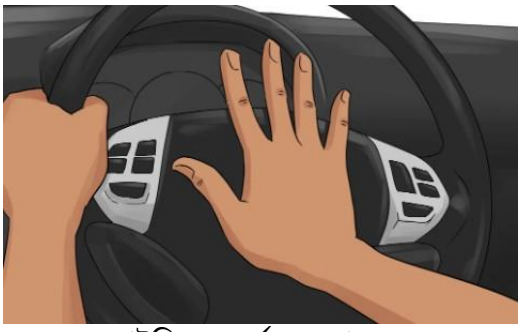

ড্রাইভিং এ হর্নের ব্যবহার

১.৫.২ জরুরী পরিস্থিতিতে হর্ণ বাজান

জরুরী পরিস্থিতিতে হর্ন ব্যবহার করা উচিত অন্যদের সতর্ক করার জন্য যেখানে দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি অন্য কোনো গাড়ি আপনার সাথে ধাক্কা খেতে থাকে বা কোনো পথচারী হঠাৎ রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে একটি ছোট, তীক্ষ্ণ হর্ন এর শব্দ তাদের সতর্ক করতে সাহায্য করতে পারে।

১.৫.৩ সতর্কীকরণ সংকেত দেওয়া

হর্নের শব্দ আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য ড্রাইভারদের জানাতে বা আপনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে একটি সতর্কতা সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ওভারটেক করার সময়, লেন পরিবর্তন করার সময় বা একত্রিত করার সময়, হর্নের শব্দ দ্রুত অন্যদের আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

১.৫.৪ অত্যধিক ব্যবহার এড়িয়ে চলা

হর্ন অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের উপর হতাশা, অধৈর্যতা বা রাগ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনীয়ভাবে হর্ন দেওয়া শব্দ দূষণ করতে পারে, উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং রাস্তায় একটি চাপপূর্ণ পরিবেশে তৈরী করতে পারে।

১.৫.৫ স্থানীয় বিধিবিধানকে সম্মান করা

বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের হর্ন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে পারে। স্থানীয় প্রবিধানগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করুন এবং সেগুলি মেনে চলুন। কিছু এলাকা নির্দিষ্ট সময় বা আবাসিক এলাকায় হর্ন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

স্থানীয় বিধিবিধানকে সম্মান করা

সেলফ চেক (Self Check) - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ব্লাইন্ড স্পট কি? ব্লাইন্ড স্পট কেন চেক করতে হয়?

উত্তর:

২. রক্ষণাত্মক ড্রাইভিং এর কয়েকটি কৌশল লিখুন?

উত্তর:

৩. লেন এন্ডিং এবং মার্জ কি? কিভাবে মার্জিং করতে হয়?

উত্তর:

৪. ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর:

৫. পেলিক্যান ক্রসিং কি?

উত্তর:

৬. ওভারটেকিং কি?

উত্তর:

৭. হর্নের বিকল্প হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

৮. রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর কি?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key) - ১ গাড়ি চালনার পদ্ধতি প্রয়োগ করা

১. ব্লাইন্ড স্পট কি? ব্লাইন্ড স্পট কেন চেক করতে হয়?

উত্তর: ব্লাইন্ড স্পট হচ্ছে গাড়ি চালনা অবস্থায় গাড়ির ডান, বাম এবং সামনের পিছনের এমন সব জায়গা যেটগাড়ির দুই পাশের লুকিং গ্লাসে এবং চোখে দেখা যায় না। পিছনে গাড়ি আছে কিনা লুকিং গ্লাসে দেখে গাড়ি স্লো করে পিছনের ব্লাইন্ড স্পট খেয়াল করে গাড়ির লেইন পরিবর্তন, ইউ-টার্ণ, মোড় নেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়।

২. রক্ষণাত্মক ড্রাইভিং এর কয়েকটি কৌশল লিখুন?

উত্তর: রক্ষণাত্মক গাড়ি চালনার কৌশলঃ

- সিট বেল্ট পরিধান করতে হবে;
- কিছুক্ষণ পর পর গাড়ির লুকিং গ্লাস দেখতে হবে এনং পিছনের গাড়ির অবস্থান চেক করতে হবে;
- ব্লাইন্ড স্পট চেক করতে হবে;
- রাস্তার ট্রাফিকের সাথে সামঞ্জস্য করে গাড়ির স্পীড বজায় রাখতে হবে;
- সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে লেন পরিবর্তন করতে হবে;
- সামনে বিপত্তি দেখলে বিছক্ষণতার সাথে প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. লেন এন্ডিং এবং মার্জ কি? কিভাবে মার্জিং করতে হয়?

উত্তর: লেন এন্ডিং: লেন এন্ডিং হচ্ছে রাস্তার একাধিক লেইনের মধ্যে কোন লেইন বন্ধ করে দেওয়া বা স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকা, অর্থাৎ কোন লেইনের শেষ প্রান্তকেই লেন এন্ডিং বলে। লেইন এন্ডিং স্থায়ীভাবেও হতে পারে বা রাস্তার কাজের জন্য বন্ধ করাও যেতে পারে।

মার্জ: ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

৪. ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর: ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় সতর্কতা:

- লুকিং গ্লাসে পিছনের গাড়ির অবস্থান চেক করতে হবে,
- সিগনাল লাইট এবং হাতের সংকেত ব্যবহার করতে হবে,
- ব্লাইন্ড স্পটগুলো চেক করতে হবে,
- গতি সামঞ্জস্য করতে হবে,
- গিয়ার পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে টার্ন নিতে হবে,
- আচমকা লেন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- টার্ন করার পর নির্দিষ্ট লেনে থাকতে হবে।

৫. পেলিক্যান ক্রসিং কি?

উত্তর: পেলিক্যান ক্রসিং:

একটি পেলিক্যান ক্রসিং, বা প্রাচীনভাবে পেলিকন ক্রসিং (পেডেস্ট্রিয়ান লাইট নিয়ন্ত্রিত) হল পথচারী এবং যানবাহন উভয়ের জন্য ট্র্যাফিক সিগন্যাল সহ এক ধরণের পথচারী ক্রসিং, যা পথচারীদের জন্য সিগনাল দ্বারা সক্রিয় করা হয়, যেখানে রাস্তার পাশে পথচারীর রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সংকেত দেওয়া থাকে।

৬. ওভারটেকিং কি?

উত্তর: ওভারটেকিং

ট্রাফিকে চলাচলের সময় ওভারটেকিং করা অনেক বিপজ্জনক, যদি নিয়ম না মেনে করা হয়। ওভারটেকিং মানে হল ট্রাফিকে চলার সময় সামনের গাড়িকে অতিক্রম করে সামনে আগিয়ে যাওয়া। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির থেকে গতি বাড়িয়ে গাড়িটিকে ক্রসিং করে চলে যেতে পারে, যদি সে সঠিক রাস্তা, সঠিক সময় এবং সঠিক সুযোগ পায়।

৭. হর্নের বিকল্প হিসেবে কি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: হর্নের বিকল্প

কিছু পরিস্থিতিতে, হর্নের পরিবর্তে অন্যান্য যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা আরও উপযুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টার্ন সিগন্যাল, হেডলাইট বা হ্যান্ড সিগন্যাল ব্যবহার করে অন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের কাছে আপনার উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে জানাতে পারেন।

৮. রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর কি?

উত্তর: রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর

আধুনিক রাউন্ডএবাউট বা গোলচত্বর হল একটি বৃত্তাকার সংযোগস্থল যা এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে নিরাপদ এবং দক্ষ ট্রাফিক প্রবাহ থাকে রাস্তায়। যখন একজন চালক একটি গোলচত্বরের কাছে যাবে, তখন অবশ্যই গাড়ির গতি কমাতে হবে বা থামতে হবে যাতে ইতিমধ্যেই গোলচত্বরে থাকা সমস্ত যানবাহনকে পথ দিতে হবে। এর অর্থ হল ডানদিকের গোলচত্বরে থাকা যানবাহনগুলিকে পথ দেওয়া এবং বাম দিক থেকে বা সরাসরি আপনার বিপরীত দিক থেকে যে যানবাহনগুলি গোলচত্বরে প্রবেশ করেছে তাদের পথ দেওয়া। গোলচত্বর ট্রাফিক কন্ট্রোলিং এ একটি ভাল উপায়। এটি একটি টি জাংশন থেকে অনেক ভালভাবে ট্রাফিক চালু রাখতে পারে।

জব-শিট (Job Sheet)- ১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় রাস্তায় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করে সেখানে কিভাবে ড্রাইভিং করতে হবে সে সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী রাস্তায় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করুন এবং কিভাবে সেসকল স্থানে ড্রাইভিং করতে হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

চিত্র	নাম	কিভাবে অতিক্রম করতে হয়
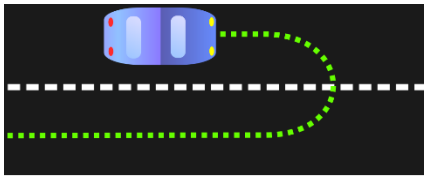		
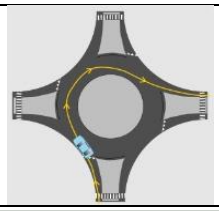		
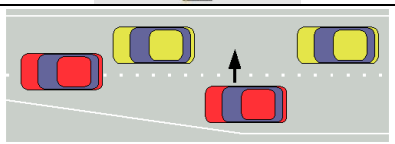		
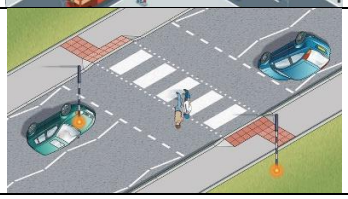		

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ১ মোটরযান চালনার সময় বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা

প্রয়োজনীয় পিপিই সমুহ:

ক্রম	পিপিই এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	সেফটি সু	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
২.	মাস্ক	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১
৩.	হ্যান্ড গ্লাভস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	জোড়া	০১
৪.	সেফটি গগলস	ষ্টান্ড্যার্ড মাপ অনুযায়ী	সংখ্যা	০১

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সমূহ:

ক্রম	কাঁচামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	প্র্যাক্টিস শীট	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সেট	০১
২.	কলম	স্ট্যান্ডার্ড আকারের	সংখ্যা	০১

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

শিখন উদ্দেশ্য (Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠে শিক্ষার্থীগণ-

২.১ ভ্রমণের জন্য রুট পরিকল্পনা (route plan) করতে পারবে।
২.২ পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ব্যবহার করতে পারবে।
২.৩ গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য রোড সাইন ও রোড মার্কার ব্যাবহার করতে পারবে।
২.৪ নেভিগেশনে ভুল করার পরে রুটটি নিরাপদে সমন্বয় করা শিখতে পারবে।

ভূমিকা

রোড সিস্টেম নেভিগেশন করা মানে হল সঠিক রাস্তাটি পেতে ও সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে নেভিগেশন টুল ব্যবহার করা। এটি আপনাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদান করে। এই উপায় মূলত একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অথবা ম্যাপ এর মাধ্যমে হতে পারে। এই উপায়ে গন্তব্যের সঠিক দূরত্ব, ঠিকানা, রুট, যাতায়াতের স্থিতি এবং সময় সহ বিভিন্ন পরিস্থিতি জানতে পারা যায়।

২.১ ভ্রমণের জন্য রুট পরিকল্পনা (Route Plan)

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথ নির্ধারণ করতে রুট পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়। দক্ষতার সাথে গাড়ি চালনা করে মালামাল ও যাত্রী নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে পৌছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেন ড্রাইভারেরা। ছোট বা বড় যে কোন পরিবহনের পরিচালনা উপরই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যানের যাত্রীর জীবন বা মালামালের নিরাপত্তা। কাজেই একজন ড্রাইভারের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার আগে গাড়ির সকল নিরাপত্তার বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এবং কোন রাস্তা দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছাবে, দূরত্ব কত, কত সময় লাগতে পারে, যাত্রাপথে কি কি সমস্যা হতে পারে, যাত্রাবিরতি এবং যাত্রী বা মালামালের নিরাপত্তার একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে।

রুট পরিকল্পনা করার জন্য কিছু সাধারণ পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারে।

- প্রথমে আপনার গন্তব্যের দিক নির্ধারণ করুন। আপনি কোথায় যেতে চান তা ঠিক করে নিন।
- নেভিগেশন অ্যাপ বা ম্যাপ ব্যবহার করে রুট পরিকল্পনা করুন। আপনি যেকোনো একটি নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন, যেমন Map, Google Map এবং অন্যান্য।
- আপনার গন্তব্যের দিকে নির্দিষ্ট রুটে সম্ভবত ট্রাফিক এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সনাক্ত করে নিন।
- সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সেখানে পার্কিং এবং অন্যান্য সেবাগুলি সনাক্ত করুন।

রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন

- ভ্রমণ সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় হওয়ার জন্য।
- সুস্থ এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রাপথে যাতে কোন ধরণের সমস্যা না হয় তার জন্য রুট পরিকল্পনা করা দরকার।
- যে কোন ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দ্রুত সময়ে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রী বা মালামাল যাতে নিরাপদে গন্তব্য পৌছায়।

২.২ পথনির্দেশের জন্য তথ্য, সাইন, এবং ল্যান্ডস্কেপের ফিচার

রাস্তায় চলাচল নিরাপদ ও ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত সাইন, রোড সাইন, ট্রাফিক সাইন ল্যান্ডস্কেপের ফিচার ইত্যাদি। প্রতিটি ড্রাইভারের অবশ্যই এসকল

সাইন এবং তথ্যগুলো সম্পর্কে জানা উচিত। কেননা এগুলো সম্পর্কে না জানলে দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার সম্ভবনা বেড়ে যায়। নিরাপদ যাত্রার জন্য একজন চালকের এসকল বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরী।

২.২.১ রোড সাইন কি?

রোড সাইন অর্থ রাস্তার সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ যা একজন ড্রাইভারকে তথ্য দিয়ে নিরাপদে যানবাহন চলাচলে সহায়তা করে। রাস্তায় চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে যে তথ্য সম্বলিত সাইন ব্যবহার করা হয় তাকে রোড সাইন বলে। এদের রূপ, ধরন, গঠন, আকার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় একই।

২.২.২ ট্রাফিক রোড সাইনের অবস্থান

ট্রাফিক রোড সাইনস সমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত স্থান গুলোতে দেখা যায়, যেমন-

- রাস্তার সংযোগস্থলে,
- রাস্তার পাশে,
- রাস্তার উপর কোন ব্রিজ বা ওভার ব্রিজের সাথে,
- ফুটপাতের উপর।

ট্রাফিক সাইনের প্রকারভেদ

ট্রাফিক রোড সাইন প্রধানত তিন প্রকার হয়ে থাকে, যেমন-

- বাধ্যতামূলক (Mandatory)
- সকর্ততামূলক (Cautionary)
- তথ্যমূলক (Imformatory)

বাধ্যতামূলক (Mandatory)

সকর্ততামূলক (Cautionary)

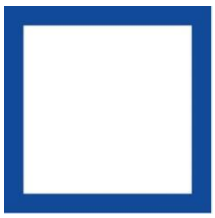

তথ্যমূলক (Imformatory)

২.২.৩ Mandatory বা বাধ্যতামূলক সাইন (অবশ্যই পালনীয়)

সড়কপথে চালকদের ট্রাফিক আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সতর্ক ও মানার জন্য এমন কিছু প্রতীক বা সংকেত স্থাপন করা হয় যা তাদের বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হয়। চালকগণ এই সাইনগুলো আইনতভাবে মানতে বাধ্য বিধায় সাইনগুলোকে বাধ্যতামূলক সাইন বলা হয়। বাধ্যতামূলক সাইন অমান্য করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই সাইন সম্বলিত বোর্ড গোল ও বৃত্তাকার হয়। উক্ত সাইন গুলোর কিছু কিছু বৃত্ত সম্পূর্ণ নীল আবার কিছু কিছু বৃত্তের মধ্যভাগ সাদা এবং পরিধি চওড়া লাল রং-এর রেখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এ চিহ্নগুলো বিপদজনক স্থানের শুরুতে লাগানো থাকে এবং অবশ্যই পালনীয়।

বাধ্যতামূলক সাইন দুই প্রকার-

- ‘না বোধক’ সাইন (Prohibatory)।

- ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন (Regulatory)।

২.২.৪ ‘না বোধক’ সাইন (Prohibatory)

যে সকল সংকেত এর চিহ্ন সাধারণত লাল রঙ সম্বলিত বৃত্তাকার বোর্ডের ভেতেরে থাকে এবং কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও প্রদর্শন করে তাকে ‘না বোধক’ সাইন বলে। এগুলো দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মত। এ সকল বৃত্তের মধ্যভাগ সাদা বা নীল এবং পরিধি লাল রং-এর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। গোলের ভিতর ও নিচে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যা অবশ্যই পালন করতে হয়। যেমন - হর্ণ বাজানো নিষেধ, গাড়ি প্রবেশ নিষেধ, ঘন্টায় ৪০ মাইলের বেশি গতিতে চলা নিষেধ, পার্কিং নিষেধ, ওভারটেকিং নিষেধ, ভ্যাপু বাজানো নিষেধ ইত্যাদি। নিচে কয়েক

লাল পরিধি - সাদা বৃত্ত - কালো তীর

লাল পরিধি - নীল বৃত্ত - লাল ক্রস রেখা

লাল পরিধি - সাদা বৃত্ত - কালো ছবি

লাল পরিধি - সাদা বৃত্ত - কালো লেখা

ধরনের না-বোধক সাইন দেয়া হলোঃ

NO RIGHT TURN

NO LEFT TURN

NO U-TURN

MAXIMUM SPEED 50 KMH

NO ENTRY

NO STOPPING

NO PARKING

NO OVERTAKING

NO OVERTAKING BY GOODS VEHICLES

NO ENTRY FOR ALL VEHICLES

NO ENTRY FOR GOODS VEHICLES

NO ENTRY FOR GOODS VEHICLES LONGER TH...

NO ENTRY FOR TRAILERS

NO ENTRY FOR VEHICLES WITH D...

NO ENTRY FOR BUSES

NO ENTRY FOR MOTORCYCLES

২.২.৫ বিশেষ বাধ্যতামূলক সাইন

থামুন বা রাস্তা দিন এই সাইন দেখলে চালককে অবশ্যই প্রথমে গাড়ি থামাতে হয় এবং নিরাপদে অগ্রসর হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই ধরনের সাইন দেখতে অষ্টভূজ আকৃতির এবং লাল বর্ণের হয়ে থাকে। যে সব রোড বা জাংশন দৃষ্টিগোচর হয়না বা যে সব জাংশনে থামা ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ সেখানে এ ধরনের সাইন স্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়ারও লাইনম্যানবিহীন রেল ক্রসিংয়েও এই ধরনের সাইন ব্যবহার করা হয়।	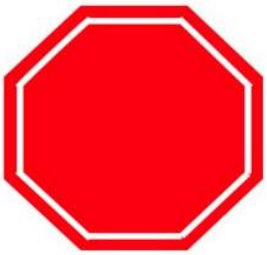
রাস্তা দিন সাধারণ বাধ্যতামূলক সাইনের বাহিরেও কিছু বাধ্যতামূলক সাইন আছে যা বিশেষ স্থানে স্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন- রাস্তা দিন বা আগে যেতে দিন নির্দেশ সম্বলিত সাইন। এই ধরনের সাইন দেখতে ত্রিভুজ আকৃতির হয় কিন্তু ত্রিভূজের উপরের অংশ নীচের দিকে হয়ে থাকে। এই ধরনের সাইন জাংশন ও গোল চক্করে স্থাপন করা হয়। কেননা উক্ত জায়গায় চারদিক থেকে যানবাহন আসে যা অনেক ক্ষেত্রে চালকদের জন্য ঝুঁকির কারণ। এই ধরনের সাইন দেখলে অবশ্যই গাড়ির গতি কমিয়ে জংশনের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রধান সড়কের গাড়ির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সুযোগ মতো খুব সতর্কতার সাথে জংশন অতিক্রম করতে হবে।	
‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন (Regulatory) যে সকল সাইনের চিহ্ন সাধারনত সাদা ধারসম্বলিত নীল বৃত্তাকার বোর্ডের ভিতরে থাকে এবং অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা প্রর্দশন করে তাকে ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন বলে। আরও সাধারণ ভাবে বললে বাধ্যতামূলক হ্যাঁ-সূচক চিহ্ন দেখতে	

গোলাকার বা বৃত্তের মত এবং বৃত্তটি সম্পূর্ণ নীল যা অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা বহন করে। সাধারণত গোলের ভিতর ও নিচে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যা অবশ্যই পালন করতে হয়। এসকল সাইন না মানা দন্ডনীয় অপরাধ। যেমন-সামনে চলুন, বামে চলুন, একমুখি চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি।

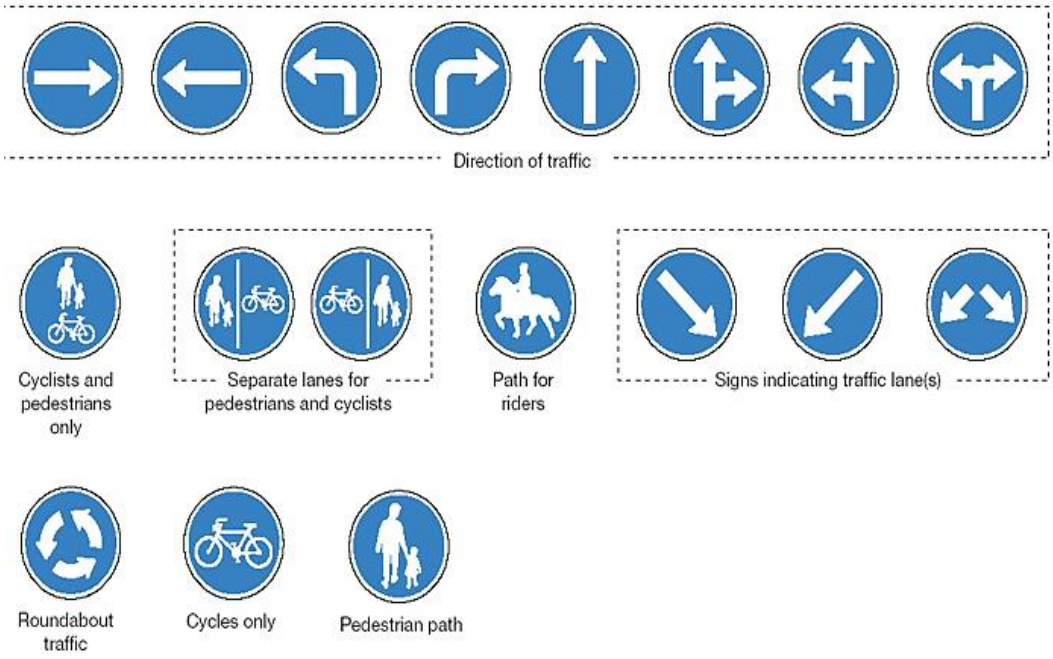

সতর্কতামূলক সাইন

চালক যাতে আগে থেকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং গতি কমিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে সেজন্য এই সতর্কতামূলক সাইন ব্যবহার করা হয়। সতর্কতামূলক সাইনকে নিরাপত্তা সাইনও বলা হয়ে থাকে কারণ এর মাধ্যমে চালককে সড়কের সামনে সম্ভাব্য বিপজ্জনক স্থানসমূহ ও বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়। ফল স্বরূপ যদিও এই সতর্কতামূলক সাইন চালককে মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয় তবুও নিজের ও অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য মেনে চলা উচিত।

সামনে গতিরোধক

সামনে পথচারী

এই সাইনগুলো দেখতে ত্রিভুজ আকৃতির হয় এবং যার তিন বাহুই চওড়া লাল রং-এর রেখা দ্বারা বেষ্টিত এবং এগুলোর ভিতরে সাদা রঙ এর উপর কালো রঙয়ের সংকেত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরণের চিহ্নগুলো বিপদজনক স্থানের শুরুতে লাগানো থাকে। এগুলো না মানার কারণে বিপদে পড়তে হয় এবং দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। যেমন-

 একমুখী রাস্তা সামনে যে-রাস্তার মিলিত হবে সে-রাস্তা উভয়দিকে গাড়ি আড়াআড়ি চলাচল হবে	 সামনে পথচারী পারাপার	 ফুটপাত না থাকায় সামনে সড়কে পথচারী চলাচল করে	 সামনে স্কুল থাকায় রাস্তায় শিশু-কিশোর চলাচল করে
 সামনে গবাদিপশু রাস্তায় চলাচল করতে পারে	 সামনে বন্যপ্রাণী রাস্তায় চলাচল করতে পারে	 সামনে নদী/গভীর খাতের কিনারা আছে	 সামনে অসমতল/ত্রুটিপূর্ণ সড়ক
 সামনে পিচ্ছিল সড়ক	 সামনে গতিরোধক	 সামনে বিমানবন্দর। নিম্নউচ্চতার উড়ন্ত বিমানের উচ্চশব্দ শনা যেতে পারে	 সামনে পাহাড়ের পার্শ্ব হতে রাস্তায় শিলা/প্রস্তরখণ্ড পড়তে পারে
 সামনে বিপজ্জনক খাদ/গর্ত আছে	 সামনে সরু/সঙ্কীর্ণ সেতু আছে	 সামনে বিভিন্ন রকম বিপদাশঙ্কা আছে	 সামনে চেকপয়েন্ট আছে
 সামনে সড়ক মেরামতের কাজ চলছে	 সামনে রাস্তার ওপর ঢিলা/ আলগা নুড়ি-পাথর আছে	 সামনে রাস্তায় সাইকেল/রিকশা চলাচল করে	 সামনে রাস্তার শোল্ডার পিজ্জনক
 সামনে ফেরিঘাট আছে	 সামনে রাস্তায় অন্ধমানুষ চলাচল করতে পারে	 অরক্ষিত (গেইট/পাহারদারবিহীন) রেলক্রসিং	 রক্ষিত (গেইট/পাহারদার আছে) রেলক্রসিং

২.৩ তথ্য সাইন

সড়ক ব্যবহারকারীদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যময়, আরামদায়ক ও নিরাপদ করার জন্য এই সকল সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দ্বারা গাড়ির চালককে সড়ক ও গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার দিক নির্দেশনা দেখিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে, তাদেরকে 'তথ্যমূলক সাইন' বলে। এই সকল সাইন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে। সর্বোপরি এধরনের সাইনসমূহের সহায়তায় চালক কোন অপরিচিত জায়গায় গিয়ে কোনরকম অসুবিধা ছাড়াই সহজেই গন্তব্যে প্লৌছাতে পারে। এ চিহ্নগুলোর কোন নির্দিষ্ট আকার নাই, বাধ্যতামূলক ও সতর্কতামূলক চিহ্নগুলোর আকৃতি বাদে বাকী যে কোন আকৃতির হতে পারে যেমন, বর্গাকার, আয়তাকার। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের সাইন আয়তাকৃতির হয়। এগুলো সাধারনত রাস্তার মোড় ও যেখানে প্রযোজনীয় তথ্য দরকার, সেথানে স্থাপন করা হয়। এগুলো সাধারণত নীল বা সবুজ রং-এর হয়ে থাকে। যেমন-

বর্গাকার নীল বোর্ড - কালো

চতুর্ভুজ আকৃতির সবুজ বোর্ড-সাদা লেখা-সাদা ছবি

সাধারণ তথ্যমূলক সাইনসমূহ

(NO THROUGH ROAD) সামনে রাস্তা শেষ (ভিতর দিয়ে যাওয়া যাবে না)	(PEDESTRIAN CROSSING) পথচারী পারাপার	(PARKING PLACE) পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান	(FILLING STATION) ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প)
(BREAKDOWN SERVICE) মোটরযান মেরামতস্থল	(TELEPHONE) পাবলিক টেলিফোন সেন্টার বা বুথ	(OVERNIGHT ACCOMMODATION) রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা আছে	(FIRST-AID POST) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র
(HOSPITAL) হাসপাতাল	(REFRESHMENTS) চা ও হালকা খাবারের ব্যবস্থা আছে	(RESTAURANT) রেস্তোরা	(PICNIC SITE) বনভোজন এলাকা
(MOSQUE) মসজিদ	(TEMPLE) মন্দির	(CHURCH) গির্জা	(FIRE STATION) দমকল বাহিনী
(TOILETS) টয়লেট বা শৌচাগার	(RECOMMENDED ROUTE FOR PEDESTRIANS, CYCLES AND RICKSHAWS) পথচারী, সাইকেল এবং রিকশা চলাচলের অনুমোদিত রাস্তা	(LANE FOR CYCLES AND RICKSHAWS) সাইকেল এবং রিকশা চলাচলের অনুমোদিত লেন	(LANE AHEAD FOR CYCLES AND RICKSHAWS) সামনে সাইকেল এবং রিকশা চলাচলের লেন

ক. **স্টপ সাইন (থামুন)** চলন্ত গাড়ি থামানোর জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। স্টপ সাইন হল ট্রাফিক চিহ্ন যা ড্রাইভারদের অবহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই গাড়ি সম্পূর্ণরুপে থামাতে হবে যাতে অন্য রাস্তার যানবাহন এবং পথচারীদের নিরাপদে পারাপার নিশ্চিত করা যায়।	
খ. **সাময়িক থামার চিহ্ন** এই সাইন সাধারণত যে সকল স্থানে একমুখী চলাচলের প্রয়োজন হয় সে সকল স্থানে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন রাস্তার কাজ চলাকালীন সময়।	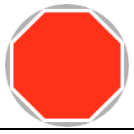
গ. **ইউ-টার্ন নেওয়া নিষেধ** যে সকল স্থানে যানবাহন সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে চলাচল নিষেধ সে সকল স্থানে এই ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করা হয়। যে সকল রাস্তায় মোড় ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে চলা বিপজ্জনক যেমন, উচ্চ গতিসীমার রাস্তায় এবং ব্যস্ত রাস্তার সংযোগস্থলে এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
ঘ. **পার্কিং নিষেধ** যে সকল জায়গায় কোন ধরণের যানবাহন পার্ক করা সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ সে সকল স্থানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। রাস্তার যে সাইডে এই সাইন দেওয়া থাকে পার্কিং নিষেধ শুধু কে সাইডের জন্য প্রযোজ্য।	
ঙ. **সর্বোচ্চ গতিসীমা** এই সাইন রাস্তার যে অংশে থাকে সে অংশে কোন মোটরযানের সর্বোচ্চ গতি বোঝানো হয়। উল্লেখিত সাইনের মধ্যে যে সংখ্যা থাকবে সে সংখ্যা পার কিলোমিটারে সর্বোচ্চ গতি বিবেচনা করা হয়। সড়কের নিরাপত্তার জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
চ. **বাইসাইকেল চলাচল নিষেধ** এই সাইন সাধারণত শহল এলাকায় ব্যবহার করা হয়। শহরের যে সমস্ত এলাকায় বাইসাইকেল চলাচল নিষেধ সেখানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রধান প্রধান সড়কে ট্রাফিক ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং দূর্ঘটনা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	
ছ. **সামনে আড়াআড়ি ছোট সড়ক (মাইনর ক্রসরোড)** বড় সড়কে চলাচলের সময় সামনে যদি ছোট কোন আড়াআড়ি সড়ক থাকে তখন সেখানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। ট্রাফিক সিগনাল থাকলে সেখানে এ ধরণের সাইনের প্রয়োজন হয় না।	
জ. **সামনে আড়াআড়ি বড় সড়ক (মেজর ক্রসরোড)** ছোট সড়কে চলাচলের সময় সামনে যদি বড় কোন আড়াআড়ি সড়ক থাকে তখন সেখানে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। ট্রাফিক সিগনাল থাকলে সেখানে এ ধরণের সাইনের প্রয়োজন হয় না।	
ঝ. **সামনে পথচারী পারাপার (জেব্রা ক্রসিং)** সামনে পথচারী পারাপারের জন্য জেব্রা ক্রসিং আছে সেটা বুঝানোর জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। অধিক গতিসীমার রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং দেখা নাও যেতে পারে তাই এই সাইন এমন স্থানে বসানো হয় যাতে চালক বুঝতে পারেন যে সামনে পথচারী পারাপারের জেব্রা ক্রসিং আছে।	
ঞ. **সড়ক মেরামতের কাজ চলছে** এই সাইন ব্যবহার করে চালককে সতর্ক করা হয় যে, সামনে রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। এটি একটি সাময়িক সংকেত, কাজ শেষে এটি তুলে ফেলা হয়।	
ট. **রাস্তা দিন** এই সাইন সাধারণত রাস্তার সংযোগস্থলে ব্যবহার হয়। এই সাইন দিয়ে চালককে বুঝানো হয়, রাস্তা খালি না হওয়া পর্যন্ত যেন সামনে না আগায়। এই সাইন রেল ক্রসিংয়েও ব্যবহার করা যায়।	

ঠ. **ইউ-টার্ণ** রাস্তায় চলাচলের সময় সামনে রাস্তায় ইউ আকৃতির বাঁক আছে বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। গাড়ি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আসতে হলে এই ইউ টার্ণ নিয়ে আসতে হবে।	
ড. **ডানপাশ দিয়ে চলুন** এই সাইন দেওয়ার মানে হচ্ছে রাস্তার ডানপাশ ঘেঁষে চলতে হবে। সামনে কোন বাধা, মিডিয়ান গেপ, ট্রাফিক আইল্যান্ড বা দৈত রাস্তা থাকলে সেখানে মার্ক করার জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
ঢ. **ট্রাফিক সিগনাল** এই সিগনাল এর মাধ্যমে চালককে সতর্ক করা হয় যে, সামনে ট্রাফিক সিগনাল আছে। সাথে পথচারী পারাপার ও রাস্তার জরুরী কাজের সিগনালও দেওয়া থাকে। শহরের মধ্যে যেখানে ৭৫ মিটারের মধ্যে সিগনাল দেখা না যায়।	
ন. হ্যান্ডিক্যাপ পার্কিং সাইন প্রতিবন্ধিদের চলাফেরার সুবিধার্তে এই সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দেওয়া থাকলে চালকদের বুঝতে হবে যে এখানে প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের পার্কিংয়ের স্থান।	
ত. কাস্টম পার্কিং সাইন বিভিন্ন স্থানে এধরণের সাইন ব্যবহার করা হয়। নিধারিত পার্কিং সাইন পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুযায়ী এই সাইন ব্যবহার করা হয়।	
দ. জরুরী বাহন সাইন রাস্তায় জরুরী যানবাহনের উপস্থিতি স◌পর্কে গাড়িচালকদের সতর্ক করার জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দেখলে মোটরযান চালককে জরুরী যানবাহনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	

২.৪ রোড মার্কিং

মার্কিং শব্দের অর্থ হলো চিহ্নিত করা। রাস্তায় নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে সেগুলোকেই রোড মার্কিং বলে। দুর্ঘটনামুক্ত এবং নিরাপদ যানবাহন পরিচালনার জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে তাকে রোড মার্কিং বলে। রাস্তায় চলাচল নিরাপদ ও ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে রোড মার্কিং একটি। প্রতিটি ড্রাইভারের অবশ্যই রোড মার্কিং সম্পর্কে জানা উচিত। কেননা এটি সম্পর্কে না জানলে দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য অনাকাঙ্কিত ঘটনা ঘটার সম্ভবনা বেড়ে যায়।

রোড মার্কিং

২.৪.১ রোড মার্কিং কেন ব্যবহার করা হয়?

যানবাহন সঠিকভাবে চলাচলের জন্য সাহায্যকারী ও নিয়ন্ত্রনকারী কৌশল হিসাবে রোড মার্কিং ব্যবহৃত হয়। মার্কিং নিরাপত্তা বাড়ায় ও যানবাহনের চলাচলের প্রবাহকে নিবিঘ্ন করে সাইনের মত মার্কিংও একইভাবে সড়কপথে নিয়মকানুন, গাড়ির নিরাপদ গতি ও অবস্থান এবং গন্তব্যে পৌছানোর দিক নির্দেশনা ইত্যাদির সংকেত প্রদান করে। আমাদের দেশে ট্রাফিক সাইন বিভিন্ন কারনে নষ্ট হয়ে যায় বলে মার্কিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মার্কিং সঠিক ভাবে বোঝা ও সেই অনুযায়ী মেনে চলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করণের জন্য জরুরী।

২.৪.২ রোড মার্কিং এর বিশেষ সুবিধা

ট্রাফিক সাইনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, গাড়ি দ্রুত চলার সময় চালকগণ ট্রাফিক সাইন এর তথ্য শুধমাত্র একবার অল্পসময়ের জন্য দেখতে পায়। অন্যদিকে রোড মার্কিং বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের সোজা লাইন দিয়ে যেসব তথ্য দেয়া হয় তা চালকগণ মাথা না ঘুরিয়ে চলার পথে ক্রমাগত দেখতে পায়। একারণেই রোড মার্কিং রোড সাইনের তুলানয় বেশি কার্যকরী ও নিরাপদ।

২.৪.৩ মার্কিং এ রংয়ের ব্যবহার বিধি

সাধারনত রাস্তায় মার্কিং করার জন্য দুই ধরনের রং এর ব্যবহার দেখা যায়। যথা-

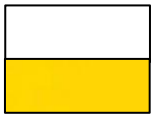

সাদা রঙ সাধারণত রাস্তায় পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

হলুদ রঙ নিষেধাজ্ঞা, থামানো এবং পার্কিং ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

২.৪.৪ মার্কিং এর প্রকারভেদ

সড়ক পথের প্রয়োজনুযায়ী মার্কিং দুই প্রকার হয়। যেমন-

▪ সড়কপথের আড়াআড়ি মার্কিং,	
▪ সড়ক পথ বরাবর মার্কিং।	

২.৪.৫ রোড মার্কিং এর ধরন

রোড মার্কিং সাধারনত দেখতে নিম্নোক্ত চার ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

সোজা লাইন (Straight)	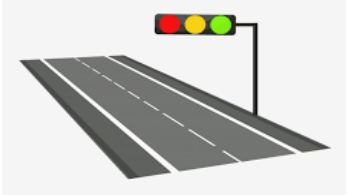
আঁকাবাঁকা লাইন (Zigzag)	
ডোরাকাটা লাইন (Zebra)	
চিহ্ন আঁকা বা কথায় লিখা	

অন্যন্য রোড মার্কিং এবং লাইনের ধরণ

সেলফ চেক (Self Check)-২: রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. রোড সাইন কি? প্রধানত রোড সাইন কৎ প্রকার ও কি কি?

উত্তর:

২. রোড মার্কিং কি? রোড মার্কিং এ কি কি রং ব্যবহার করা হয়? কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর:

৩. বাধ্যতামূলক সাইন কি?

উত্তর:

৪. 'হ্যাঁ বোধক' সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

৫. যাত্রাপথে রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

উত্তর:

৬. স্টপ সাইন **(থামুন)** কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

৭. রুট পরিকল্পনা করার জন্য কি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়?

উত্তর:

৮. তথ্য সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer key)-২ রোড সিস্টেম নেভিগেট করা

১. রোড সাইন কি? প্রধানত রোড সাইন কৎ প্রকার ও কি কি?

উত্তর: রোড সাইন অর্থ রাস্তার সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকসমূহ যা একজন ড্রাইভারকে তথ্য দিয়ে নিরাপদে যানবাহন চলাচলে সহায়তা করে। রাস্তায় চলাচল সহজ ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে যে তথ্য সম্বলিত সাইন ব্যবহার করা হয় তাকে রোড সাইন বলে। এদের রূপ, ধরন, গঠন, আকার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় একই।

ট্রাফিক সাইনের প্রকারভেদঃ

ট্রাফিক রোড সাইন প্রধানত তিন প্রকার হয়ে থাকে, যেমন-

১ বাধ্যতামূলক (Mandatory)

২ সর্তকতামূলক (Cautionary)

৩ তথ্যমূলক (Imformatory)।

২. রোড মার্কিং কি? রোড মার্কিং এ কি কি রং ব্যবহার করা হয়? কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: রোড মার্কিংঃ

মার্কিং শব্দের অর্থ হলো চিহ্নিত করা। রাস্তায় নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে সেগুলোকেই রোড মার্কিং বলে। দুর্ঘটনামুক্ত এবং নিরাপদ যানবাহন পরিচালনার জন্য সড়কপথ বরাবর ও সড়কের আড়াআড়িভাবে যে সকল রেখা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা থাকে তাকে রোড মার্কিং বলে।

মার্কিং এ রংয়ের ব্যবহার বিধিঃ

সাধারনত রাস্তায় মার্কিং করার জন্য দুই ধরনের রং এর ব্যবহার দেখা যায়। যথা-

- সাদা সাদা রঙ সাধারণত রাস্তায় পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- হলুদ হলুদ রঙ নিষেধাজ্ঞা, থামানো এবং পার্কিং ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মার্কিং এর প্রকারভেদঃ

সড়ক পথের প্রয়োজনুযায়ী মার্কিং দুই প্রকার হয়। যেমন-

১। সড়কপথের আড়াআড়ি মার্কিং,

২। সড়ক পথ বরাবর মার্কিং।

৩. বাধ্যতামূলক সাইন কি?

উত্তর: সড়কপথে চালকদের ট্রাফিক আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সতর্ক ও মানার জন্য এমন কিছু প্রতীক বা সংকেত স্থাপন করা হয় যা তাদের বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হয়। চালকগণ এই সাইনগুলো আইনতভাবে মানতে বাধ্য বিধায় সাইনগুলোকে বাধ্যতামূলক সাইন বলা হয়। বাধ্যতামূলক সাইন অমান্য করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই সাইন সম্বলিত বোর্ড গোল ও বৃত্তাকার হয়। উক্ত সাইন গুলোর কিছু কিছু বৃত্ত সম্পূর্ণ নীল আবার কিছু কিছু বৃত্তের মধ্যভাগ সাদা এবং পরিধি চওড়া লাল রং-এর রেখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এ চিহ্নগুলো বিপদজনক স্থানের শুরুতে লাগানো থাকে এবং অবশ্যই পালনীয়।

৪. ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: যে সকল সাইনের চিহ্ন সাধারনত সাদা ধারসম্বলিত নীল বৃত্তাকার বোর্ডের ভিতরে থাকে এবং অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা প্রর্দশন করে তাকে ‘হ্যাঁ বোধক’ সাইন বলে। আরও সাধারণ ভাবে বললে বাধ্যতামূলক হ্যাঁ-সূচক চিহ্ন দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মত এবং বৃত্তটি সম্পূর্ণ নীল যা অবশ্যই করনীয় কোন নির্দেশনা বহন করে। সাধারণত গোলের ভিতর ও নিচে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকে যা অবশ্যই পালন করতে হয়। এসকল সাইন না মানা দন্ডনীয় অপরাধ। যেমন-সামনে চলুন, বামে চলুন, একমুখি চলাচলের রাস্তা ইত্যাদি।

৫. যাত্রাপথে রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?
উত্তর: রুট পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন:

- ভ্রমণ সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় হওয়ার জন্য।
- সুস্থ এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রাপথে যাতে কোন ধরণের সমস্যা না হয় তার জন্য রুট পরিকল্পনা করা দরকার।
- যে কোন ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দ্রুত সময়ে গন্তব্যে পৌছানোর জন্য।
- যাত্রী বা মালামাল যাতে নিরাপদে গন্তব্য পৌছায়।

৬. স্টপ সাইন (থামুন) কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: স্টপ সাইন **(থামুন):**

চলন্ত গাড়ি থামানোর জন্য এই সাইন ব্যবহার করা হয়। স্টপ সাইন হল ট্রাফিক চিহ্ন যা ড্রাইভারদের অবহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে তাদের অবশ্যই গাড়ি সম্পূর্ণরুপে থামাতে হবে যাতে অন্য রাস্তার যানবাহন এবং পথচারীদের নিরাপদে পারাপার নিশ্চিত করা যায়।

৭. রুট পরিকল্পনা করার জন্য কি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়?

উত্তর: আপনি যেকোনো একটি নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন, যেমন Map, Google Map।

৮. তথ্য সাইন কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: তথ্য সাইন:

সড়ক ব্যবহারকারীদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যময়, আরামদায়ক ও নিরাপদ করার জন্য এই সকল সাইন ব্যবহার করা হয়। এই সাইন দ্বারা গাড়ির চালককে সড়ক ও গুরুত্বপূর্ন স্থাপনার দিক নির্দেশনা দেখিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে, তাদেরকে ‘তথ্যমূলক সাইন’ বলে। এই সকল সাইন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

জব শিট (Job Sheet)-২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করা

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী রাস্তার বিভিন্ন ট্রাফিক সাইন এবং রোড মার্কিং চিহ্নিত করুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

চিত্র	নাম	চিত্র	নাম
		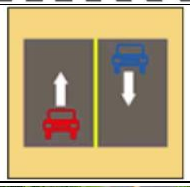	
		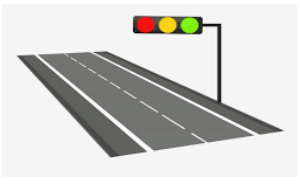	

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) ৩: ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
১. এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	১. নির্দেশনা পড়ুন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ৩ : ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ৩ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৩ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব শিট (Job Sheet)- ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.১ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত করণ। জব শিট (Job Sheet)- ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা। স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা।

- রাস্তায় খেলাধুলা পরিচালনা,
- চাল শুকানো,
- নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা,
- ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি।

রাস্তায় এরকম বাঁধার সৃষ্টি করা অবৈধ। এইরকম কাজ করলে ট্রাফিকের অনেক সমস্যা হতে পারে এবং এটি আইনত দন্ডণীয় অপরাধ। তাই এধরণের কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩.১.৩ অবৈধ টার্মিনাল

সাধারণত একটি জায়গায় যখন নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি না মেনে যানবাহন পার্ক করে রাখা হয় সেই জায়গাকে অবৈধ টার্মিনাল বলে। এই ধরণের টার্মিনাল ট্রাফিক সিস্টেমে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। যানজট এবং যাত্রাপথে ভোগান্তির সৃষ্টি করে। এই সকল টার্মিনাল অনুমোদিত নয়।

৩.১.৪ সুরক্ষা বেল্ট পরা

গাড়িতে ভ্রমণের সময় গাড়িতে বসে অবশই সিট বেল্ট লাগাতে হবে। গাড়ির চালক এবং এর যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সিটবেল্ট বা সেফটি বেল্ট এর উপকারিতার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। বিশেষ করে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সিট বেল্টের অবদান এতোটাই অনস্বীকার্য যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রীতিমতো আইন করে চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট পড়ার নিয়ম চালু রয়েছে। যদি সিটবেল্টটি লাগানোর জন্য কোন নিয়ম থাকে তবে ভাল এবং যদি তা না হয় তবে নিজেকে শিখে বেল্ট লাগিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে। যাতায়াতের দূরত্ব যেমনই হোক না কেন নিজের সুরক্ষার জন্য সিটবেল্ট পরা জরুরী এবং আইন অনুসারে এটি বাধ্যতামূলক।

৩.১.৫ সিটবেল্ট/সেফটি বেল্ট বাঁধা কেন প্রয়োজন

- গাড়ির চালককে অনেক সময় গাড়ি চালনা মনযোগী করে রাখতে সহায়তা করে থাকে সিটবেল্ট। দুর্ঘটনায় সাহায্য এগিয়ে দ্রুত সহায়তার জন্যও এটি বেশ উপকারী।
- গাড়ি চালাবার সময় মোড় ঘুরাতে কিংবা ওভারটেকের সময় গাড়ির গতি বেশি হলে যাত্রী এবং চালক উভয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সিটবেল্ট বাধাটা জরুরী।
- গাড়ি দ্রুত গতিতে চালাবার সময় কখন হার্ড ব্রেক করলে সিটবেল্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে আটকে যেয়ে চালক এবং যাত্রীকে সামনে গিয়ে ধাক্কা খাওয়া থেকে রক্ষা করবে।
- গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে রোলওভারের সময় চালক এবং যাত্রীকে সিটবেল্ট সিট এর সাথে বেধে রাখবে, এতে করে যাত্রী এবং চালক উভয় এর আহত হবার ঝুঁকি কমে আসবে।

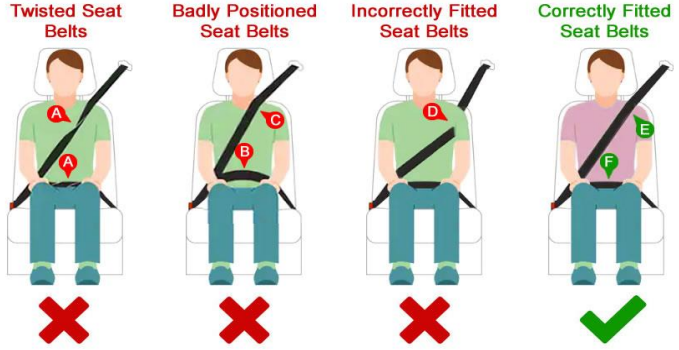

সিট বেল্ট বাঁধার নিয়ম

- সুর্যস্ত যাবার আধা ঘন্টা পর থেকে ও ভোর হবার আধাঘন্টা আগে পর্যন্ত গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
- ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মাল বহন করা যাবেনা।
- যে কোনও রকম নেশার দ্রব্য গাড়িতে রাখা বা বহন করা যাবেনা।
- ড্রাইভারের পাশে মাত্র একজন সহকারী বা আরোহী বসানো যাবেনা।
- গাড়ি চালাতে হলে, দিনের বেলা হাতের সংকেত ও রাতের বেলা আলোর সংকেত সব সময় ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে।
- যদি পথে কোনও জন্তু হঠাৎ চমকে যায় বা ইতস্তত করে তাহলে গাড়ি থামাতে হবে।
- পুলিশের কোনও লোক (পোশাক সহ) যদি কোন পথে কোন সময় গাড়ি থামাতে বলে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে হবে।
- যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পালিয়ে না যাওয়া। যদি থানা বা কোর্ট থেকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন বিবরণ চায়, তাহলে অবশ্যই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেই বিবরণ পৌছে দিতে হবে।

৩.১.১ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ ও পুলিশ কেসের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সামলানো সম্পর্কে ধারনা

ট্রাফিক আইন ভাঙাসহ বিভিন্ন কারণে পুলিশ গাড়ি আটক করে থাকে এবং কেস দিতে পারে। গাড়ি আটক হলে বা কেস দিলে অনেকেই ঘাবড়ে যান, মনে করেন গাড়িছাড়িয়ে আনা বেশ ঝামেলার কাজ। অনেকে আবার উৎকোচ দিয়ে ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন।

পুলিশ বিভিন্ন কারণে আপনার গাড়ি আটক করতে পারে, বা কেস দিতে পারে যেমন-

- সঠিক জায়গায় গাড়ি পার্ক না করা।
- বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো।
- চলতে গিয়ে পুলিশের নির্দেশনা না মানা।
- গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত কাগজপত্র নবায়ন না করা।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন না করা ইত্যাদি।

গাড়ি আটক বা কেস করার সময় পুলিশ একটি বা দু'টি কাগজ জব্দ করবে এবং আপনাকে একটি রশিদ দেবে পুলিশের দেয়া রশিদের পেছনেই লেখা থাকবে কোন জোনের ট্রাফিক পুলিশ আপনার গাড়িটি আটক করলো। আপনাকে সেই জোনের ট্রাফিক অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। রশিদের পেছনে জোন ভিত্তিক উপস্থিতির সময়ও লেখা থাকে। কাজেই সে অনুযায়ী গেলে আপনার সময় বাঁচবে। তবে অন্তর চার-পাঁচদিন পরে যাওয়াই ভালো, কারণ কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছাতে সাধারণত তিন-চারদিন সময় লাগে। কোথায় কি অপরাধে জরিমানা করা হল, কে জরিমানা করলেন, কত তারিখের মধ্যে হাজির হতে হবে সব কিছুই লিখে দেয়া হয় রশিদটিতে। সংশ্লিষ্টজোনের ডেপুটি কমিশনার জরিমানা নির্ধারণের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে আপনি আপনার অনুকূলে বিষয় তুলে ধরতে পারেন। ডেপুটি কমিশনার পূর্ণ জরিমানার চার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত জরিমানা নির্ধারন করতে পারেন, এমনকি জরিমানা মওকুফও করে দিতে পারেন। তবে আপনার ড্রাইভারকে রশিদসহ পাঠিয়ে জরিমানা দিয়ে আসাটাই ভাল। জরিমানা দেবার জন্য ডেপুটি পুলিশ

কমিশনার অফিস থেকে আরেকটি রশিদ দেয়া হবে আপনাকে। তবে জরিমানা না দিলে বা যথাসময়ে হাজির না হলে অপরাধের ধরন, ঘটনাস্থল ইত্যাদির প্রতিবেদন সহকারে মামলাটি আদালতে প্রেরণ করা হবে। ওয়ারেন্ট ইস্যু করার জন্য এসব ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারনের পর আপনি যদি মনে করেন আপনার ওপর অন্যায় করা হয়েছে তবে আদালতেও যেতে পারেন।

৩.২ লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম এবং প্রয়োজনীয়তা

ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ড্রাইভার এবং গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র

গাড়ি ড্রাইভের ক্ষেত্রে যে কোন সময় আইনি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যদি চালকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকে তাহলে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ইন্সুরেন্স ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেন সঙ্গে থাকে সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

একটি গাড়ি আইনসম্মত ভাবে চলাচলের জন্য যেসকল কাগজপত্র চালককে সঙ্গে রাখতে হয়

- ড্রাইভিং লাইসেন্স।
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক)
- ট্যাক্সটোকেন।
- ইনসিওরেন্স সার্টিফিকেট।
- ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)
- রুটপারমিট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

ড্রাইভিং লাইসেন্স

৩.২.১ ড্রাইভিং লাইসেন্স

ড্রাইভিং লাইসেন্স

“ড্রাইভিং লাইসেন্স” হল কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে একটি মোটরযান চালাবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত দলিল। যথাযথ পরীক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি রাস্তায় মোটরযান চালানোর উপযুক্ত প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র বিআরটিএ প্রদান করে থাকেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রধানত তিন প্রকার, যথা-

- শিক্ষানবিশ (Apprentice) ড্রাইভিং লাইসেন্স ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য তিন মাস ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করার পর লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- পেশাদার (Professional) ড্রাইভিং লাইসেন্স এ লাইসেন্স এর অর্থ হল ভাড়ায় চালিত যানবাহন, পাবলিক পরিবহন বা বেতনভাগী কর্মচারী হিসেবে কোন পরিবহন যান বা ভারী মোটরযান বা মাঝারি মোটরযান অথবা যেকোন গাড়ি চালানোর অনুমতি দান করতে এ লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- অপেশাদার (Non-Professional) ড্রাইভিং লাইসেন্স এ লাইসেন্স এর অর্থ হল এমন একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স, যা ব্যাক্তিগত যানবাহন বা কারো বেতনভাগী কর্মচারী না হয়ে কোন হালকা মোটরযান চালাবার জন্য এ লাইসেন্স প্রদান করা হয় ।

৩.৩.৮ চালকের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত সংকেত

সম্পূর্ণ সড়ক ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও দুর্ঘটনা মুক্ত করার লক্ষ্যে ড্রাইভারদের জন্য ব্যাবহার উপযোগী কিছু সংকেত প্রনয়ণ করা হয়েছে। এসকল সংকেত সড়ক পথের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অধিক মাত্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। উদহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

অনেক সময় ইন্ডিকেটর লাইট খারাপ থাকলে বা দিনের বেলায় ইন্ডিকেশন (সংকেত) অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালকগণ হাতের সাহায্যে সংকেত প্রদান করে সড়কে চলমানরত অন্যান্য ড্রাইভারদের সতর্ক করার জন্য।

নিম্নে চিত্র সহ চালকের বাহু দ্বারা প্রদর্শিত কিছু সংকেত দেখানো হলো:

অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইশারা প্রদান করা

পিছনের গাড়িকে থামার নির্দেশ

বামে মোড় নিতে চাচ্ছি

গতি কমাতে চাচ্ছি

৩.৩.৯ অস্থায়ী টাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

রাস্তায় চলমান ট্রাফিককে সাময়িক সময়ের জন্য অস্থায়ী ভাবে নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তাকে অস্থায়ী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলে। যেমন, বিভিন্ন আকৃতির কোন, লোহার রেলিং, বাঁশ, দড়ি, শিকল ইত্যাদি।

প্লাস্টিক ড্রাম

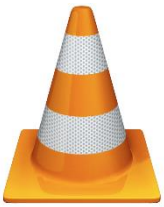

প্লাস্টিক কোন

৩.৩.১০ হর্ণ বাজানো নিষেধ

এই চিহ্নটি ড্রাইভাররা যেখানে দেখবে সেখানে হর্ণ বাজানো থেকে বিরত থাকবে। এই সাইন সাইলেন্ট জোনকে সম্মান করতে এবং হর্ন ব্যবহার না করার নির্দেশ দেয়। প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এই চিহ্নটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই চিহ্ন সাধারণত ভিআইপি

এলাকা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি থাকলে সেখানে ব্যবহার করা হয়।

নো পার্কিং

অনেক স্থানে এই নো পার্কিং সাইন উল্লেখ থাকে, পার্কিং এর ক্ষেত্রে এই সকল এলাকায় পার্কিং করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সকল স্থানে পার্কিং করলে অহেতুক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। অনেকেই রাস্তার পাশে, ব্যস্ত এলাকা, স্কুল, কলেজের সামনে গাড়ি পার্ক করে থাকে যার ফলে স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়। তাই পার্কিং এর ক্ষেত্রে এ সকল বিষয় খেয়াল রাখলে আপনি বিপদে পড়বেন না।

ইল্ড সাইন বা গড়ি স্লো করার সাইন

ইল্ড চিহ্নটি একটি নিয়ন্ত্রক চিহ্ন। নিয়ম অনুসারে, চালক যখন একটি ইল্ড চিহ্ন দেখতে পাবে, তখন তাকে তার গাড়ি ধীরে ধীরে চালাতে হবে, অন্য কোনো ট্রাফিক ক্রসিং আছে কিনা তা দেখতে। ইল্ড চিহ্ন দেখে, ড্রাইভারকে অবশ্যই গতি কমাতে হবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে আসা অন্যান্য যানবাহন এবং পথচারীদের পারাপারের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ওয়ান ওয়ে (One way)

একমুখী ট্রাফিক সাইন একটি নিয়ন্ত্রক চিহ্ন। এই একমুখী সাইন দেখলে ড্রাইভারদের অবশ্যই সাইনটি যে দিকে নির্দেশ করছে সেদিকেই যেতে হবে। একমুখী চিহ্নগুলি ট্রাফিক কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্দেশ করে। মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকির কারণে চালকদের অবশ্যই ওয়ান ওয়ে সাইনের বিপরীত দিকে ভ্রমণ করা উচিত নয়।

নো ইউ-টার্ন

নো ইউ-টার্ন চিহ্ন একটি নিয়ন্ত্রক চিহ্ন। চালককে আইনত ইউ-টার্ন করার অনুমতি নেই (উল্টো দিকে যাওয়ার জন্য অনুমতি নেই) ইঙ্গিত করার জন্য মোড়ে ইউ-টার্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্ন দেখলে চালককে অবশ্যই ইউ-টার্ন নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

মার্জিং ট্রাফিক

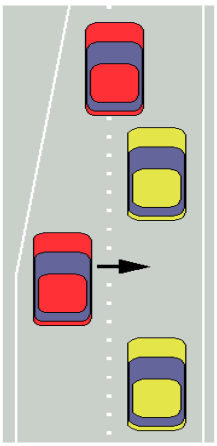

ট্র্যাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, একটি মার্জ হল সেই বিন্দু যেখানে একাধিক রাস্তা থেকে একই দিকে বা একই রাস্তায় একাধিক লেনে ভ্রমণকারী ট্র্যাফিকের দুটি লেইনকে একটি একক লেনে একত্রিত করার প্রয়োজন হয়। মার্জ একটি স্থায়ী রাস্তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ একটি ডুয়াল ক্যারেজওয়ে এর শেষ প্রান্ত। একটি অস্থায়ী মার্জ এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার কাজ চলাকালীন অবস্থায় দুইটি লেইনের একটি লেইন বন্ধ করে এল লেইনে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।

পথচারী লেন

রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় গাড়ির সাথে সাথে পথচারীরাও চলাচল করে এবং পথচারীদের রাস্তায় চলাচলের সময় অবশ্যই ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলাচল করা প্রয়োজন। রাস্তার চলাচলের জন্য পথচারীদের জন্য আলাদা লেন করে দেওয়া থাকে। এই আলাদা লেন গুলোকে পেডেস্ট্রেইন লেইন বা পথচারী চলাচলের লেন বলে। পথচারীদের এই লেনে চলাফেরা করতে হবে। এবং একইভাবে যানবাহনগুলোকে সিগনাল মেনে জেব্রা ক্রসিং এর মাধমে পথচারীদের রাস্তা পারাপার করার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া পথচারীরা ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করবেন যাতে যানবাহন চলাচলে কোন ধরণের সমস্যা না হয়।

নো ওভারটেকিং

নো ওভারটেকিং রোড সাইন একটি লাল বর্ডার সহ বৃত্তাকার যার অর্থ এটি চালকদের একটি আদেশ দিচ্ছে। যেহেতু কোনো ওভারটেকিং সাইন নিয়ন্ত্রক নয়, সেহেতু ওভারটেক করা বেআইনি। যেকোনো ওভারটেকিং নিষেধাজ্ঞা তখন শেষ হয় যখন রাস্তার লাইনগুলি একটি ক্রমাগত সাদা লাইন থেকে একটি ভাঙা লাইনে পরিবর্তিত হয়।

থামুন

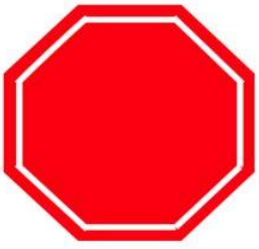

এই সাইন দেখলে চালককে অবশ্যই প্রথমে গাড়ি থামাতে হয় এবং নিরাপদে অগ্রসর হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই ধরনের সাইন দেখতে অষ্টভূজ আকৃতির এবং লাল বর্ণের হয়ে থাকে। যে সব রোড বা জাংশন দৃষ্টিগোচর হয়না বা যে সব জাংশনে থামা ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ সেখানে এ ধরনের সাইন স্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়ারও লাইনম্যানবিহীন রেল ক্রসিংয়েও এই ধরনের সাইন ব্যবহার করা হয়।

সেলফ চেক (Self Check) - ৩ ট্রাফিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. সিটবেল্ট/সেফটি বেল্ট বাঁধা কেন প্রয়োজন?

উত্তর:

২. ট্রাফিক সাইন কি? ট্রাফিক সাইনকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর:

৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স-কি? ড্রাইভিং লাইসেন্স কত প্রকার?

উত্তর:

৪. আলোক সংকেত এর অর্থগুলো কি কি?

উত্তর:

৫. গাড়ি আইনসম্মত ভাবে চলাচলের জন্য চালককে কি কি কাগজপত্র সঙ্গে রাখতে হয়?

উত্তর:

৬. লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য কি শাস্তি দেওয়া হয়?

উত্তর:

৭. ট্রাফিক সিগন্যাল বা আলোক সংকেত কি?

উত্তর:

৮. ট্যাক্স টোকেন কাকে বলে?

উত্তর:

জব শিট (Job Sheet)- ৩.২ মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করণ এবং নির্দেশনা।

উদ্দেশ্য: মোটরযান চালনার সময় ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করা এবং নির্দেশনা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

সতর্কতা: জেলপেন, ইরেজার ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে, পেন্সিল বা বলপেন ব্যবহার করা উত্তম।

কাজের ধারাবাহিকতা:

১. প্রত্যেকে প্র্যাকটিস শীট ও কলম নিন।
২. প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিচের প্র্যাকটিস শীট গ্রহণ করুন এবং চিত্র অনুযায়ী ট্রাফিক সাইন চিহ্নিত করুন এবং নির্দেশনা লিখুন।
৩. আপনার কার্যসম্পাদন হলে প্রশিক্ষককে বলুন।
৪. আপনার কাজ উপস্থাপন করুন।

প্র্যাকটিস শীট:

সাইন	নির্দেশনা

সেলফ চেক (Self Check) - ৪: ট্রাফিকের মাঝে গাড়ি চালাতে এবং এর সাথে মিশে যেতে পারা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা: উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. এমার্জেন্সি গাড়ি বলতে কি বুঝায়? ট্রাফিক আইন অনুযায়ী এমার্জেন্সি গাড়ির ক্ষেত্রে রেসপন্স করতে হয়?

উত্তর:

২. ট্রাফিকে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা মোকাবেলা করণীয় কি কি?

উত্তর:

৩. নিরাপদে লেন পরিবর্তনের জন্য কি কি ধাপসমূহ অবলম্বন করা জরুরী?

উত্তর:

৪. ওভারটেকিং কি? ওভারটেকিং করতে মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় কি কি?

উত্তর:

৫. কম গতির যানবাহনের ক্ষেত্রে কি কি ভাবে রেসপন্স করা যায়?

উত্তর:

৬. স্কুলের সামনে গাড়ি চালানোর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর:

৭. সরু সেতুতে গাড়ি চালানোর নিয়মাবলী কি কি?

উত্তর:

৮. মিডিয়ান স্ট্রিপে ট্রাফিক কিভাবে পরিচালনা করতে হয়?

উত্তর:

সেলফ চেক (Self Check) - ৫ ট্রাফিক সিস্টেমের মাঝে গাড়ি চালাতে পারা

প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য নির্দেশনা: ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ইঞ্জিন ব্রেক কি? কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর:

২. সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিরাপদ ড্রাইভিং করতে কি কি মেনে চলতে হয়?

উত্তর:

৩. রাস্তা পানি দ্বারা অবরুদ্ধ থাকলে কিভাবে অতিক্রম করতে হবে?

উত্তর:

৪. স্টপলাইট বা শুধু হলুদ বাতি জ্বলে উঠলে কি করতে হয়?

উত্তর:

৫. অদক্ষ চালকের সম্মূখীন হলে করণীয় কি?

উত্তর:

৬. রাইট-অফ-ওয়ে বলতে কি বুঝায়?

উত্তর:

৭. হঠাৎ ঝড়ের সম্মূখীন হলে করণীয় কি?

উত্তর:

৮. গাড়ির সিগনাল ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তর:

ঙ. রাস্তার বাম দিকে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন।

চ. প্রতি দশ সেকেন্ডে আপনার লুকিং গ্লাস চেক করুন।

ছ. প্রয়োজন হলে আপনার রিয়ার ভিউ মিররকে অ্যান্টি-ড্যাজলে পরিবর্তন করুন, কিছু মিররে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি দেওয়া থাকে।

জ. রাস্তা কোন দিকে যাচ্ছে তা নির্ধারণ করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রতিফলক, গাইড পোস্ট, রোড স্টাড এবং স্ট্রিট লাইট অবলোকন করুন।

৬.১.৩ সরাসরি সূর্যের আলোতে গাড়ি চালানো

আপনি কি কখনো চোখ বন্ধ হয়ে গিয়ে অন্ধত্বের একটি মুহূর্ত অনুভব করেছেন প্রখর সূর্যের আলোর মধ্যে গাড়ি চালানোর সময়? এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা যাকে সান স্ট্রাইক বলা হয়।

ক. বিশেষ করে সকাল এবং বিকেলের পিক আওয়ারে ট্রাফিকের সময় সান স্ট্রাইক অনেক বিপজ্জনক। আপনি যদি ভারী যানবাহন চালনার সময় ক্ষণিকের অন্ধত্ব অনুভব করেন, তাহলে আপনার কাছের গাড়ির সাথে দুর্ঘটনায় জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর মূল কারণ সান স্ট্রাইক। তাই আপনার পিক আওয়ার ভ্রমণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আপনার সান ভাইজর সেট করা এবং আপনার সাথে একটি পোলারাইজড সানগ্লাস রাখা, এটি আপনাকে সান স্ট্রাইক থেকে বাচাবে।

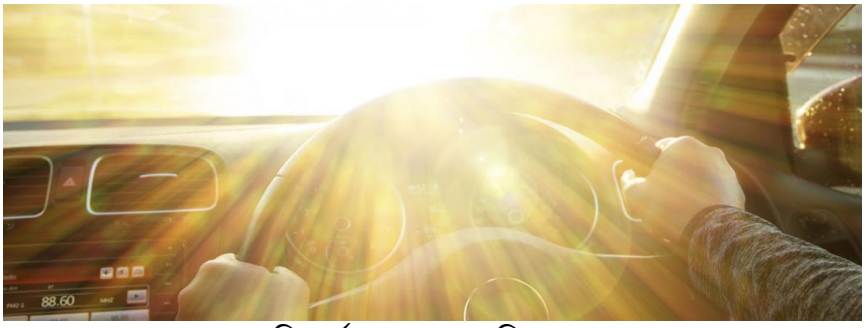

সরাসরি সূর্যের আলোতে গাড়ি চালানো

৬.১.৪ সানস্ট্রাইক এর মধ্যে গাড়ি চালানো

ক আপনার উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার রাখুন - এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি যত নোংরা হবে, তত বেশি আলো ময়লার উপর প্রতিসরিত হবে, যা আপনার ভিজিবিলিটিকে প্রভাবিত করবে।

খ আপনার কাছে সানগ্লাস থাকলে সেই সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

গ আপনার গতি সামঞ্জস্য করুন এবং আপনার সামনের গাড়ির থেকে নিজের গাড়ির দূরত্ব কমপক্ষে চার সেকেন্ডে বাড়ান, কারণ আপনার সামনের রাস্তা বা যানবাহনের ব্রেক লাইট তেমন ভাল দৃশ্যমান হবে না।

সানস্ট্রাইক এর মধ্যে গাড়ি চালানো

ক গাড়ি রাস্তার বাম দিকে রাখুন, অথবা মাল্টি-লেনের রাস্তায় থাকলে মাঝখানের লেনে রাখুন।

খ অন্যান্য যানবাহন, পথচারী এবং সাইকেল আরোহীদের জন্য সতর্ক থাকুন।

গ যদি সূর্য খুব কম থাকে এবং আপনি দেখতে না পান, অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার পাশে একটি নিরাপদ জায়গায় টানুন। সচেতন থাকুন যে আপনি যদি তাড়াহুড়া করেন, তবে সানস্ট্রাইকের কারণে অন্য চালকরা আপনাকে দেখতে নাও পারে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনি রাস্তা থেকে দূরে রয়েছেন।

ঘ চোখ কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে ড্রাইভিং করতে হবে।

৬.১.৫ ঝড়ের মধ্যে গাড়ি চালানো

শুষ্ক অবস্থায় গাড়ি চালানোর তুলনায় ভারী বৃষ্টিতে গাড়ি চালানো দুর্ঘটনার ঝুঁকি ৭১% পর্যন্ত বাড়াতে দেখা গেছে। ভেজা রাস্তাগুলি ব্রেকিং দূরত্ব কমিয়ে দেয় এবং রাতের বেলা গাড়ি চালানোর মতো সামনের রাস্তায় দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ করে দেয়। এটি গতি এবং দূরত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়াকে কঠিন করে তোলে।

তাই এই ধরণের অবস্থায় গতি কমানো গুরুত্বপূর্ণ, সামনের গাড়িটিকে আরও বড় দূরত্বের জায়গা দিন (ক্র্যাশ এড়ানোর জায়গা) এবং প্রয়োজনে থামার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

ঝড়ের মধ্যে গাড়ি চালানো

৬.১.৬ বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা

ক. নিশ্চিত করুন যে উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার আছে-যদি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়, তাহলে সরাসরি স্ক্রীন পরিষ্কার করার জন্য পর্যাপ্ত পানি নাও থাকতে পারে এবং যদি এটি নোংরা হয় তবে দাগও পড়তে পারে এবং আপনার ভিজিবিলিটি হ্রাস করতে পারে।

খ. প্রয়োজনে আপনার হেডলাইট চালু করুন।

গ. আপনার উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারগুলোকে যথাযথ গতিতে চালু করুন, অনবরত বা প্রয়োজন অনুযায়ী। আপনার গাড়িতে স্বয়ংক্রিয় উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার থাকলে এটি আপনার জন্য ভাল হতে পারে।

ঘ. প্রয়োজনে আপনার ডেমিস্টার চালু করুন।

ঙ. আপনার গতি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং আপনার সামনের দূরত্ব চার সেকেন্ডে সামঞ্জস্য করুন।

চ. রাস্তার বাম দিকে আপনার অবস্থান বজায় রাখুন।

৬.১.৭ বৃষ্টির মধ্যে গাড়িচালনার কৌশল

বৃষ্টিতে রাস্তার উপর ময়লা, তেল এবং পানির একটি আবরণ তৈরী হয় যা অত্যন্ত পিচ্ছিল। তাছাড়া ভেজা, পঁচা পাতাও অত্যন্ত পিচ্ছিল হয় এবং তা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পাশাপাশি রাস্তা যখন ভেজা থাকে তখন রাস্তার সাথে চাকার ঘর্ষন বা রাস্তার সাথে চাকা আটকে থাকার ক্ষমতা কমে যায়। সেজন্য এসময় বাঁক নেওয়া এবং মোড় নেওয়াসহ কম দূরত্ব রেখে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করাও অত্যান্ত বিপজ্জনক। সেজন্য এরকম ক্ষেত্রে মোড় নেওয়ার সময় গাড়ির গতি স্বাভাবিকের তুলনায় কমিয়ে আনতে হবে এবং খুব সতর্কতার সাথে মোড় নিতে হবে।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়িচালনার কৌশল

৬.১.৮ কুয়াশা

- ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণকারী শ্রমিকদের অবশ্যই সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- নিরাপদ সাইট অপারেশন এবং ট্রাফিক চলাচলের সাথে গতির সীমাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

চ. **পথিমধ্যে গাড়ি থেমে যাওয়া: সন্দেহাতীতভাবে নার্ভ-ব্রেকিং অভিজ্ঞতা কিছু ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বটে। তবে আপনি কি করবেন?**

- আপনি যদি পারেন তবে বামদিকে চাপানোর চেষ্টা করুন।
- সম্ভব না হলে ওয়ার্নিং ডিভাইস ব্যবহার করুন যাতে অন্যদের সমস্যা না হয়।
- ত্রুটি বের করে সমাধান করার চেষ্টা করুন।
- সম্ভব না হলে সহায়তা চান আশেপাশে কারো কাছে।

পথিমধ্যে গাড়ি থেমে যাওয়া

ছ. **মহাসড়কে থামানো এবং পেছনে চালানোর কৌশল:** মহাসড়কের যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে গাড়ি পার্ক করে যাত্রী বা মালামাল উঠানো নামানো কারণে যানজট সৃষ্টির পাশাপাশি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে কেননা মহাসড়কে প্রত্যেকটি গাড়িই খুব দ্রুত গতিতে চলাচল করে। এছাড়া মোটরযান আইনে রয়েছে সংযোগ সড়ক, ইউটার্ন, গোল চক্কর ইত্যাদির ১০ মিটারের মধ্যে গাড়ি থামানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

জ. **হাইড্রোপ্লানিং এবং চাকা পিছলে যাওয়া:** হাইড্রোপ্লানিং শব্দটি সাধারণত একটি পানি জমে থাকা রাস্তার উপরে গাড়ির টায়ার স্কিডিং করাকেই বুঝায়। হাইড্রোপ্লানিং হয়ে গেলে ঘাবড়ে না গিয়ে ঐ মুহূর্তে অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে আনাতে হবে এবং ব্রেক চাপা যাবে না। স্টিয়ারিংয়ে নিয়ন্ত্রন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে গতি কমে গেলেই রাস্তার সাথে পুনরায় টায়ারের সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং গাড়ি চালকের নিয়ন্ত্রনে আসবে। বৃস্টিতে গাড়িচালাতে গেলে আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা একান্ত জরুরী।

হাইড্রোপ্লেনিং

ঝ. **গতিরোধক:** গতিরোধক আমাদের দেশে স্পীড ব্রেকার হিসাবে পরিচিত। এটা প্রদান করার উদ্দেশ্য হল কোন বিশেষ স্থান যেমন স্কুল, সংযোগস্থল, বাজার, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানের পূর্বে গাড়ির গতি কমিয়ে আনা। গতিরোধক এর পূর্বে একজন নিরাপদ চালক হিসাবে অবশ্যই গাড়ির গতি কমাতে হবে।

ঞ. **বন্যায় মোটরযান নিয়ন্ত্রণ:** বৃষ্টিপাত, অবরুদ্ধ ড্রেন, জলের স্রোত, জোয়ার এবং নদীর তীর ফেটে যে কোন সময় বন্যার ঘটনা ঘটতে পারে। পথে যদি আপনি বন্যার কথা শুনে থাকেন তবে আপনার গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত থেকে বাচাতে উচ্চতর স্থলে যান। পানি বৈদ্যুতের সংস্পর্শে আসলে মারাত্মক দূর্ঘটনা হতে পারে এবং গাড়ির এয়ারব্যাগগুলোর কার্যক্রম হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য বন্যায় যথাসম্ভব মোটরযান উচুঁ এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সেলফ চেক (Self Check) - ৬ লো ভিজিবিলিটিতে গাড়ি চালনায় এডজাস্ট করা

প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য নির্দেশনা: ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. লো-ভিশন কি? লো-ভিশন কখন কখন হতে পারে?

উত্তর:

২. রাতে গাড়ি চালানোর সতর্কতা কি কি?

উত্তর:

৩. রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় বেশি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয় কেন?

উত্তর:

৪. বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর:

৫. কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালানোর সময় কি কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: